উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,১০২.১০ (-৫৭.৮৭)
নিফটি : ২৫,১৬৯.৫০ (-৩২.৮৫)

জাতীয় পুরস্কার পেলেন শাহরুখরা
মঙ্গলবার বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হল ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। » ৭

বিদায় জুবিন
পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল জুবিন গর্গের। অসমের ভূমিপুত্রকে একুশ তোপধ্বনি দিয়ে সম্মান জানাল রাজ্য সরকার। প্রথা ভেঙে গায়কের মুখাগ্নি করলেন তাঁর বোন পালমি বড়ঠাকুর। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৫°	২৬°	৩৫°	২৭°	৩৫°	২৭°	৩২°	২৩°

ফেভারিট ভারতের আজ মিশন বাংলাদেশ » ১১

শিলিগুড়ি ৭ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 24 September 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 128

ওঁদেরও যন্ত্রণা বুঝুন...

বর্ষা ওঁদের কাছে রোমান্টিক নয়, বরং বিষাদের। কারণ ওঁরা জানেন, প্রতিবারের মতো এবারও পাড় ভাঙবে নদী, ভাসবে নদীচর। তাই কান্না আর আর্তনাদে ভেসে যায় দু'কূল। মালদার ভূতনির চর হোক কিংবা তিস্তাপাড়ের কোনও গ্রাম- ওঁদের যন্ত্রণা কেউ বোঝে না। তিলোত্তমা পর্যন্ত পৌঁছায়ই না ওঁদের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ। কিন্তু একরাতের বৃষ্টিতে তিলোত্তমা কলকাতা যখন ডুবেছে, যখন একের পর এক লাশ ভাসছে জলে, তখন কিন্তু 'সব ঠিক হয়ে যাক'- এই প্রার্থনাই করছে উত্তরবঙ্গ। কারণ কোনও মৃত্যু, কোনও দুর্ভোগই মেনে নেওয়া যায় না। সে উত্তরবঙ্গ হোক বা দক্ষিণবঙ্গ। কলকাতাকেন্দ্রিক নেতা-মন্ত্রীরা এটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন, ততই মঙ্গল।

বর্ষাসুর

বোধনের আবহে বিসর্জন ১০ প্রাণের

জলবন্দি কলকাতা। জলে ভাসছে পুজোর ফ্লেক্স। মঙ্গলবার।

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আগমনীর সুরের আবহ ছিল চারদিকে। হরিদেবপুরে দেবীপ্রতিমা নিয়ে আসার পথে পড়ে থাকা দেহ সেই সুর কেটে দিল। বছর পঁচিশের তরতাজা প্রাণ শুভ প্রামাণিকের দেহ। জলের মধ্যে পড়ে থাকা দেহটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। সবে দ্বিতীয়ায় বিসর্জনের আঁধার নামল ঠাকুরপুকুরে শুভর বাড়িতে। ষষ্ঠীতে বোধনের চারদিন আগেই।

নাম শুভ হলেও বোধনের আগে তাঁর মৃত্যুর 'অশুভ' সংবাদ ধাক্কা দিল প্রচলিত বিশ্বাসে। দুর্গা মর্ত্যে আসবেন হাতির পিঠে। তাতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠার কথা। অর্থাৎ প্রাণে উজ্জ্বল হবে পৃথিবী। চারদিনের বাপের বাড়ি বাসের পর দেবী ফিরে যাবেন দোলায়। তার পরিণতি নাকি মড়ক। কার্যত সেই মড়কই তো দেবীর বোধনের আগে। বিসর্জনের পর যা হতে পারত, তাই হয়ে গেল আগে।

হ্যাঁ, মড়ক বৈকি। একবেলায় ১০টি প্রাণের বিসর্জন ঘটে গেল শহর কলকাতায়। আগমনীর সুর-লয়-তাল কেটে বিসর্জনের, নিরানন্দের আবহ নেমে এল যেন। পুজো ঘিরে বহু মানুষের রুটিরুজির সংস্থান। সারা বছরের আয়ের অনেকটা আসে পুজোর এই ক'দিনে। সেই মানুষগুলির প্রাণেও আশার অন্তর্জলি যাত্রা যেন। আর কি প্রাণ ফিরবে পুজোর? প্রশ্নটা কুরে-কুরে খাচ্ছে মিন্টো পার্কের একটি হোটেলের নিরাপত্তারক্ষী পবন গোস্বামীর বাড়িকে।

হোটেলের ইনভার্টার চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুর্যোগের সকালে যাঁর মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তাঁর বাড়িতে যখন সেই খবর পৌঁছাল মঙ্গলবার, তখনই তো দিনের আলোর মধ্যে যেন নিকষ কালো অন্ধকার ছেয়ে গেল এলাকাটিতে। বোধন আর হবে না পবনের পরিবারে। সোমবার মাঝরাত থেকে প্রবল বর্ষণ যেন রাজ্যের রাজধানীকে তছনছ করে দিয়েছে। ধন-প্রাণ তো বটেই, আনন্দও উধাও পুজো শুরু হওয়ার আগে।

১০টি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এই বৃষ্টি। ৫ থেকে ৬ ঘণ্টার বৃষ্টি। কিন্তু তার তীব্রতা ও প্রাবল্যে চরম দুর্যোগ গ্রাস করেছে কলকাতাকে। প্রতিমা ও মণ্ডপের সৌন্দর্য দেখার আকাঙ্ক্ষারও যেন বিসর্জন হয়ে গেল মঙ্গলবার সকালের চেহারা দেখে। অথচ পুজোমণ্ডপগুলিতে একে একে প্রতিমা ঢোকানো শুরু হয়েছিল ক'দিন ধরে। শেষ মুহূর্তের টাচআপে ব্যস্ত ছিলেন শিল্পীরা।

এরপর দশের পাতায়

উত্তর ভেসে গেলেও চুপ থাকে নবান্ন

এম আনওয়ারউল হক ও আজাদ

বৈষ্ণবনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিপর্যয়েও 'আমরা-ওরা'র বিভেদটা স্পষ্ট। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কলকাতা স্তব্ধ। বেশ কয়েকটি তাজা প্রাণের অকালেই চলে যাওয়া। তড়িঘড়ি রাজ্যজুড়ে ছুটির ঘোষণা। সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, অফিস, সবই বন্ধ। অথচ সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের গঙ্গা-ফুলহর-কালিন্দীর দাপটে গ্রাম-শহর, স্কুলঘর-খেলার মাঠ, কৃষকের ফসলি জমি আর সাধারণ মানুষের ঘরদুয়ার ভেসে গিয়েছে। সেই সময় কিন্তু প্রশাসনের তরফে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বাসিন্দারা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়লেও রাজ্যের শীর্ষ মহল একপ্রকার নির্বাকই। উত্তরবঙ্গ যেন এই রাজ্যের অচ্ছুত অংশ। এখানকার মানুষের কান্না নবান্নের চৌহদ্দিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ।

এরপর দশের পাতায়

মা পক্ষ

দুগ্গা দুগ্গা। মায়ের পানে চেয়ে দুই প্রজন্ম। জলপাইগুড়িতে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কষ্ট ভুলতে গান গেয়ে যান মা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

বিস্মৃত উমা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দোলনাতে মা জনম জনম তুমি আমায় দোল দিয়েছ/ আমি যখন কোরক ছিলাম লতা হয়ে কোল দিয়েছ। মায়ের এই ছবিকেই মনে গেঁথে প্রতি বছর উমার আরাধনা করে আমবাঙালি। এবারও মায়ের আগমনের অপেক্ষায় সেজে উঠছে শহর থেকে গ্রাম। মাকে সাজাতে কুমোরটুলিতে আনা হচ্ছে শাড়ি, গয়না কতকিছুই। আর ঠিক তখনই শিলিগুড়ি শহরে আর এক মায়ের যেন পরনের শাড়িটুকু জোটে না। প্লাস্টিকের বস্তা পেঁচিয়ে লজ্জা ঢাকেন তিনি। যে গর্ভধারিণী মা ছেলেকে 'কোল' দিয়েছেন ছেলের হাতে সেই মায়ের নিত্যদিনের পাওনা মারধর আর লাঞ্ছনা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়া এলাকার তারাশংকর রোড ধরে হাঁটলে হঠাৎ কানে ভেসে আসবে সুরেলা গলায় কেউ গান গাইছেন। সেই গান শুনে কেউ যদি ওপরে ব্যালকনির দিকে তাকাতে যান তাহলেই অস্বস্তিতে পড়বেন। প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন এক ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা। পরনে কখনও সামান্য বস্ত্র বা কখনও নগ্ন। আপনমনে গান গেয়ে চলেছেন তিনি। গুণধর ছেলে নাকি এভাবেই তাঁকে আটকে রেখে বেরিয়ে যান রোজ। দু'বেলা ঠিকমতো খাবার জোটে না। প্রতিবেশীদের কথায়, ছেলে ফেরার পথে বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে ঢোকেন ঠিকই, কিন্তু তার ভাগ জোটে না মায়ের। বরং গালিগালাজ, মারধর খেয়েই দিন কাটে তাঁর। দেবীপক্ষে আর এসব সহ্য করতে না পেরে স্থানীয় কাউন্সিলার এবং পুলিশকে ডাকলেন প্রতিবেশীরা।

এরপর দশের পাতায়

বেপরোয়া বাইকবাহিনী, অতিষ্ঠ শহরবাসী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সন্ধ্যা গড়াতেই দ্রুতগতির বাইকবাহিনীর দাপটে অতিষ্ঠ শিলিগুড়ি। শহরের বিভিন্ন পাড়া থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক সর্বত্রই বাইকবাহিনীর দাপটে পথ চলতে রীতিমতো আতঙ্কিত পথচারীরা। রাত যত বাড়ে দ্রুতগতির বাইকের দাপট তত বাড়ে। সম্প্রতি দ্রুতগতিতে বাইক চালাতে গিয়ে সেবক রোডে প্রাণ গিয়েছে এক তরুণের। গুরুতর জখম হয়েছেন এক স্কুটারচালক। মূলত ১৮ থেকে ২৫ বছরের তরুণদের মধ্যে বাইক নিয়ে স্টান্ট, রেষারেষি, দ্রুতগতিতে চালানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মূলত যে সমস্ত পাড়ায় মাঠ রয়েছে এবং মাঠকে কেন্দ্র করে খাবারের দোকান রয়েছে সেই এলাকায় বেশি এই ধরনের বাইকবাহিনীর দেখা যাচ্ছে। শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক, সূর্যনগর মাঠ, শক্তিগড় মাঠ, বাঘা যতীন কলোনি, নিবেদিতা রোড সহ একাধিক এলাকায় দ্রুতগতির বাইকবাহিনীর দাপট অব্যাহত রয়েছে। কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে কাউন্সিলাররা বিষয়টি

এরপর দশের পাতায়

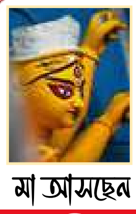

মা আসছেন **৪** দিন পর

বোনের মৃত্যুতে শোকে কাতর, বন্ধ হাতি সাফারি

বড্ড একা উর্মিলা, আপাতত বিশ্রামে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বোন লক্ষ্মীর মৃত্যুর ধাক্কা কিছুতেই সামলে উঠতে পারছে না উর্মিলা। একাকিত্ব যেন কুরে-কুরে খাচ্ছিল তাকে। দোসর হয়েছে বয়সের ভার। খাওয়াদাওয়া রীতিমতো বন্ধ করে দিয়েছে একসময়। মাহুতের কথাও শুনছিল না। দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় একভাবে বসে থাকাকে মোটেই স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে দেখেননি শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কের কর্তারা। পরিস্থিতি বিচার করে একাকিত্ব কাটাতে বেঙ্গল সাফারির একমাত্র হাতি উর্মিলাকে পাঠানো হল জলদাপাড়ায়। তাই এবার পুজোয় সাফারি পার্কে বন্ধ থাকছে হাতি সাফারি।

খুব বেশিদিন যাতে পর্যটকদের নিরাশ হয়ে ফিরতে না হয়, সেজন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় জু অথরিটির কাছে একজোড়া হাতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। এখনও সেবিষয়ে সবুজ সংকেত মেলেনি। পুজোর দিনগুলোতে হাতি বাদে অন্য সমস্ত সাফারি অবশ্য চালু থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমারের কথায়, 'অনেক নতুন নতুন প্রাণী আনা হয়েছে। তাদের পুজোর আগেই জনসমক্ষে আনা হবে। পার্কে অন্য সাফারিগুলো চালু থাকবে।'

বেঙ্গল সাফারি পার্ক তৈরির পর একজোড়া হাতি আনা হয়েছিল। লক্ষ্মী ও উর্মিলা, দুই বোনকে সাফারিতে ব্যবহার করা হত। টানা কয়েকবছর দুই বোন পরিষেবা দিয়েছে। পর্যটক মহলে জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছে। দুজনেরই বয়স বেড়েছে। মাসদুয়েক আগে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে সাফারি পার্কেই মৃত্যু হয় লক্ষ্মীর। তারপর থেকেই হাতি সাফারি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বয়সজনিত কারণে উর্মিলাকেও আর কাজে লাগানো হয়নি।

এদিকে, বোনকে হারিয়ে ভেঙে পড়ে উর্মিলা। আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সে। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়। চিন্তায় পড়েন সাফারির কর্তারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে রাজ্য জু অথরিটির সঙ্গে কথা বলে উর্মিলাকে জলদাপাড়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো কয়েকদিন আগে সাফারি পার্কের একমাত্র হাতির ঠিকানা বদল হয়। নতুন হাতি না আসা পর্যন্ত সাফারি বন্ধই থাকছে।

পুজোর আগে সিংহ সাফারি চালুর কথা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না, জানিয়েছেন পার্কের কর্তারা। ত্রিপুরার সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা থেকে একজোড়া সিংহ আনা হয়েছিল এখানে। দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে সিংহী। শাবকের জন্ম দিয়েছে সে। তাই এই মুহূর্তে সিংহ সাফারি শুরু করা যাবে না।

তবে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে অন্য চিড়িয়াখানা থেকে কিছু প্রাণী আনা হয়েছে। আপাতত কোয়ারান্টিনে রয়েছে তারা। পুজোর আগে ওই প্রাণীদের জনসমক্ষে নিয়ে আসা হবে। তালিকায় রয়েছে একজোড়া ভারতীয় বাইসন, জেব্রা ও একটি সোনালি শিয়াল। এরা আগে ঝাড়গ্রাম চিড়িয়াখানায় ছিল। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয়েছে একজোড়া কালো ভালুক, একজোড়া ঘড়িয়াল, সবুজ ইগুয়ানা, একজোড়া ভারতীয় বন্যকুকুর, একজোড়া ইউরেশিয়ান স্পুনবিল ও পেন্টেড স্টর্ক।

বেঙ্গল সাফারিতে লক্ষ্মী ও উর্মিলা। -ফাইল চিত্র

পার্কের হালহকিকত

- বয়সজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে সম্প্রতি মৃত্যু হয় লক্ষ্মীর
- বোনকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ উর্মিলা খাওয়া বন্ধ করে
- একাকিত্ব কাটাতে জলদাপাড়ায় পাঠানো হয়েছে তাকে
- নতুন হাতির আবেদন, এখনও সবুজ সংকেত মেলেনি
- পুজোর আগেই জনসমক্ষে আরও নতুন প্রাণী

হাতি বাদে অন্য সাফারি চালু থাকছে পুজোতে

গ্রামের সব বাড়িতেই দুর্গাপুজো

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২৩ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালিটারিতে ভিন্নভাবে হয় দুর্গাপুজো। এই পাড়ায় প্রায় দুশো নেপালি পরিবারের বসবাস। সর্বজনীনভাবে মন্দিরে তো পুজো হয়। পাশাপাশি নেপালিদের বাড়ি বাড়িও দেবী দুর্গার পুজো হয়। বাড়ির

নেপালিটারি

পুজোর মেয়াদ তিনদিন। আর বাড়ির ক্ষেত্রে কুমারীপুজো দিতেই হয়। চলে চণ্ডীপাঠ। শেষের দিন খাওয়ানো হয় প্রসাদ। তবে বাড়ির এই ঐতিহ্য যেমন এখনও বজায় রয়েছে তেমনি মন্দিরের পুজোও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে হয়। আর মন্দিরে অঞ্জলি দেওয়ার সময় সংস্কৃত মন্ত্র নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেন পুরোহিত। কারণ, এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই নেপালি। তাই মাতৃভাষায় মন্ত্রপাঠে পুজো চলে।

নেপালিটারির প্রবীণ বাসিন্দা সীতারাম ছেত্রীর কথায়, 'মহালয়ার পর প্রথমা থেকে নবমী পর্যন্ত নয় দিনের মধ্যে যে কোনও তিনদিন বাড়ি বাড়ি পুজো করার নিয়ম। এখানে প্রত্যেক বাড়িতেই দেবী দুর্গার ফ্রেমবন্দি ছবিতে পুরোহিত দিয়ে পুজো করা হয়। সঙ্গে কুমারীপুজোও হয়।'

তবে মন্দিরের পুজোতেও যেহেতু সবাই যুক্ত, তাই ষষ্ঠী বা সপ্তমীর আগেই বাড়ির পুজোগুলি সম্পন্ন হয় বলে তিনি জানান।

মন্দিরের সামনে চলছে প্যান্ডেলের কাজ। -সংবাদচিত্র

> বংশপরম্পরায় এই পুজো করে আসছি। পুজো ও অঞ্জলির সময় সংস্কৃত মন্ত্র নেপালি ভাষায় অনুবাদ করে পাঠ করা হয়। কারণ, মাতৃভাষায় পাঠ করলে সবার বুঝতে সুবিধা হয়।
>
> **কুমার উপাধ্যায়**
> *মন্দিরের পুরোহিত*

বাড়িতে তিনদিনের পুজো করবেন টংকাবাহাদুর ছেত্রী। তাঁর কথায়, 'বাড়ির পুজো একেবারেই ঘরোয়াভাবে করা হয়। তবে শেষের দিন সবাইকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। তাছাড়া সবাই মন্দিরের পুজোতেও আমরা শামিল হই।'

মন্দিরে পুজো শুরু নেপথ্যে কারণও রয়েছে। একেবারেই জলদাপাড়া বনাঞ্চলের পাশেই নেপালিটারি গ্রাম। ছয় দশক আগে দিনের বেলাতেই হাতি, বাইসন, গন্ডার গ্রামে চলে আসত। এই বুনোদের প্রতিরোধের জন্যই দেবী মায়ের পুজোর উদ্যোগ নেন নেপালিরা। তখন কাশ ফুলের গাছের ছন দিয়ে মন্দির তৈরি হত। বেড়া দেওয়া গত পাটশলার। পুজোর পর সেই মন্দির ভেঙে ফেলা হত। এভাবেই মন্দিরে পুজোটা শুরু হয়। পরে সেখানে পাকা মন্দির তৈরি হয়। এখন এই মন্দিরের পুজো করেন কুমার উপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'বংশপরম্পরায় এই পুজো করে আসছি। পুজো ও অঞ্জলির সময় সংস্কৃত মন্ত্র নেপালি ভাষায় অনুবাদ করে বলা হয়। কারণ, মাতৃভাষায় মন্ত্র বলা হলে সবার বুঝতে সুবিধা হয়।'

এবার নেপালিটারিতে পুজোর ৫৮তম বর্ষ। এবারের পুজো কমিটির সম্পাদক সুরজ ছেত্রী বলছেন, 'পুরোনো ঐতিহ্য ও নিয়মনিষ্ঠা মেনেই পুজো হয়। সপ্তমী তিথিতে প্রথমে করা হবে প্রকৃতির পুজো। সেদিন ফুলপাতি নিয়ে শোভাযাত্রাও বের হবে।' তবে আশপাশে বসবাসকারী মেচ, রাজবংশী, আদিবাসী সহ অন্য সব সম্প্রদায়ের মানুষও এখন মন্দিরের পুজোয় শামিল হন।

টুকিটাকি

- নেপালিটারিতে মন্দিরের পাশাপাশি বাড়ি বাড়িও দেবী দুর্গার পুজো হয়
- বাড়ির পুজোর মেয়াদ তিনদিন, কুমারীপুজো হয়, শেষের দিন বাড়ির পুজোর প্রসাদ বিলি করা হয়
- মন্দিরে সংস্কৃত মন্ত্র নেপালি ভাষায় অনুবাদ করে পুজো করেন পুরোহিত
- সপ্তমী তিথিতে প্রথমে প্রকৃতির পুজো, সেদিন ফুলপাতি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়
- মেচ, রাজবংশী, আদিবাসী সহ অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষও এখন মন্দিরের পুজোয় শামিল হন

ট্রেন বাতিল

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতার বন্যা পরিস্থিতির জন্য এক জোড়া দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। বুধবার বাতিল করা হয়েছে বালুরঘাট-কলকাতা এক্সপ্রেস এবং হলদিবাড়ি-কলকাতা এক্সপ্রেস। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে চলা বাকি ট্রেনগুলি বাতিল করা না হলেও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'শিয়ালদা সহ গোটা কলকাতায় জল জমে যাওয়ায় এই দুটি ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের তরফে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

বিক্ষোভ

সামসী, ২৩ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল সমর্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের চাঁচল মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিক্ষোভ মিছিল হয়। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে মিছিলে অংশ নেন আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা, ভিআরপি সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীরা। চাঁচল কৃষক বাজার থেকে মিছিল শুরু হয়ে পূর্ত দপ্তরের অফিস লাগোয়া মাঠে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, চাঁচল ও মালতীপুরের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ ও আব্দুর রহিম বক্সী।

মণ্ডপ পরিদর্শন

মালদা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিনগুলিতে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে মঙ্গলবার বিভিন্ন পুজো কমিটিকে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির তরফে সচেতন করা হয়। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের মালদা রিজিওনাল ম্যানেজার সৌমেন দাস সহ অন্য আধিকারিক ও মালদা দুর্গাপুজো ফোরামের সদস্যরা বিভিন্ন মণ্ডপে যান।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৩৫৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৩৫৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-TENDER NOTICE
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. eNIT NO BANARHAT/BDO/NIT-007/2025-26. Last date of online bid submission 06/10/2025 Hrs. 06.00 P.M. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No. 13(2025-26) Memo No. 485/PS, eNIT No. 14(2025-26) Memo No. 486/PS, eNIT No. 15(2025-26) Memo No.487/PS of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 10.10.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
E.O
Blg. P.S

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER DINHATA-1 DEVELOPMENT BLOCK
P.O-DINHATA, DIST- COOCHBEHAR, P.S-DINHATA, PIN-736135
E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/03/25-26, dated-23.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 7 nos scheme under APAS fund. Details are shown in www.wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 11.10.2025 at 4.00 P.M.
Sd/-
Block Development Officer
Dinhata-I Development Block
Dinhata : Coochbehar

NOTICE
INVITATION FOR E-AUCTION FOR TRANSFER OF LAND MEASURING ABOUT 92.96 ACRES ON LEASE HOLD BASIS FOR THE PERIOD OF 99 YEARS, SITUATED AT MOUZA-DABGRAM, J.L. NO-02, SHEET NO. 16 & 17 WITHIN P.S. RAJGANJ, DIST-JALPAIGURI, WEST BENGAL (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "SAID LAND").
Pursuant to the order dated 2nd September, 2025 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Special Leave Petition (Civil) Diary No (s) 46595/2024 (Siliguri Jalpaiguri Development Authority vs Bengal Unitech Universal Siliguri Projects Limited), offers are invited along with receipt of deposition of Rs. 40 crores with the Registry of Hon'ble Supreme Court of India for the purpose of TOWNSHIP USE in respect of the "SAID LAND" on "As is where is and whatever there is basis" through e-Auction process to be conducted by the Siliguri Jalpaiguri Development Authority.
Detailed Notice for e-Auction including procedure along with terms & conditions of the transfer of lease hold right in respect of the "Said Land" will be available on the website of Siliguri Jalpaiguri Development Authority https://sjda.org on & from 10.10.2025.
No.1082/I/Eng/Plg/404/2003 (Pt-V)/SJDA
dated 23rd September 2025.
Sd/-
Chief Executive Officer
Siliguri Jalpaiguri Development Authority,
Himanchal Vihar, near Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010,
Tel. no. 0353-2512922/2515647,
E-mail: sjdawb@gmail.com.

অ্যাফিডেভিট
Abdul Khaleque, S/o- Hafijul Hoque, Vill- Hazratpur, P.O- H.Jalalpur, P.S- Chanchal, Dist- Malda. My actual name is Abdul Khaleque which has been recorded in my Adhar. That in the Birth Certificate of my son's namely Ayan Ali bearing no. B/2025/0286739, Dated- 19/02/2025, my name has been wrongly scripted as Abdul Khalek instead of Abdul Khaleque. That Abdul Khaleque & Abdul Khalek is the same and one identical person from Chanchal EM on 04/08/25. (C/118432)

কর্মখালি
Urgent Required
Required female Restaurant Manager for a reputed Restaurant outlets in Siliguri. Salary 20k for details M: 9836700399. (C/118306)

হারানো/প্রাপ্তি
I Sushanta Toto, S/o Rothin Toto, resident of Totopara, Po: Totopara, PS: Madarihat, Dist: Alipurduar. My ST certificate, No 369/MDT has been lost. If it is found by anyone, please contact to- 8918168850. (C/117086)

সন্ধান চাই
গত 16.8.2025 (শনিবার) আমার স্ত্রী লিপি সরকার দেব সিংহ দীঘলটারি গ্রাম থেকে বাপের বাড়ি বালিকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিখোঁজ হয়। তার বয়স ৩৩ বছর, গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা ৫'২", মাথার চুল কালো। যদি কেহ খোঁজ দেন তাহলে উপকৃত হব। যোগাযোগ : দিনহাটা থানা অথবা স্বামী প্রশান্ত দেব সিংহ (মো: 9635257627) (S/M)

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/15/BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 03-10-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/-
The Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

অ্যাফিডেভিট
প্রয়াত Anupama Deb, স্বামী শ্রী বিকাশ চন্দ্র দেব, আমার মা হিন্দু 20.06.2015 তাঁর নিজস্ব বাসভবন বি.সি. রোড, পাঁচ তালতলার নিকটে, পোঃ গুড়িয়াহাটি, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার, পিন-736101, পঃ বঃ, Cardio Failure জনিত কারণে প্রয়াত হন। মার মৃত্যু শংসাপত্র হয় নাই। মার মৃত্যু শংসাপত্র পাওয়ার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। -Suman Chandra Deb. (C/118124)

আমি বিশ্বনাথ দাস, পিতা-মৃত পঙ্কজ কুমার দাস, গোং-নাগরাকাটা, থানা-নাগরাকাটা, জেলা-জলপাইগুড়ি। আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট-এ বাবার নাম আছে পঙ্কজ দাস কিন্তু আমার অন্যান্য নথিপত্রে আছে পঙ্কজ কুমার দাস। তাই 18/9/2025 তারিখে মাল EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে জানাই পঙ্কজ দাস এবং পঙ্কজ কুমার দাস উভয়ে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (A/M)

আমি Ahima Khatun স্বামী Jakir Hossain আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে Rahima Begam থাকায় গত ইং 22/9/25 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ahima Khatun ও Rahima Begam উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। খালপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৫, ধূপগুড়ি। (A/B)

আমার ভোটার কার্ডে আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় গত 26.08.2025, তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Akbar Ali ও Abgar MD পিতা Nural Hoque ও Basiya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117499)

আমার সমস্ত সরকারি নথিপত্রে আমার নাম Mona Sen আছে। কিন্তু স্কুল শংসাপত্রে Ratimala Das আছে। গত 19/09/2025 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Mona Sen এবং Ratimala Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/117500)

আমার পুত্রের জন্ম সংশাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ১২/৯/২৫ তাং. জে.এম ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট, জল: অ্যাফিডেভিট নং. ৩১৫৯ দ্বারা Dinmani Debnath ও Dino Moni Debnath এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/117492)

বিজ্ঞপ্তি

আমি, প্রকল্প পরিচালক, এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ এবং নির্বাহী বাস্তুকার নির্মাণ বিভাগ, বিশেষ প্রকল্প, পি.ডব্লিউ. (সড়ক) অধিদপ্তর, জাতীয় সড়ক(ভূমি ও যানবাহন) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০৩ সালের ১৩) এর ধারা ২৬ ধারা উপ-ধারা (৬)-এর অধীনে, শ্রী শ্রীমন্ত রায়, পিতা মাদ্রু রায়, শ্রী শিবু মহন্ত, পিতা কালিপদ মহন্ত, শ্রী বিকাশ মহন্ত, পিতা কালিপদ মহান্ত এবং শ্রী সুদেন রায় (বিকি হোটেল), পিতা সুরেন রায়, নং ৩ সেতু, ওয়ার্ড-১৬, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি , পিন-৭৩৫২১০ নিবাসীগণকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ এর চেইনেজ ৩৮+৯৫৬.৫ থেকে ৩৮+৯১৫.৫ পর্যন্ত Row এর মধ্যে অননুমোদিত দখল অপসারণের জন্য অবহিত করছি। আপনারা চাইলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক, এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮, আনন্দ নগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির কার্যালয়ে লিখিত মন্তব্য/অভিমত জমা করিতে পারিবেন। যদি কোন লিখিত বক্তব্য জমা দেওয়া হয়, তবে তা ১৪/১০/২০২৫ তারিখে উপরোক্ত কার্যালয়ে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/- রমেন মণ্ডল
প্রকল্প পরিচালক, এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮
ও
নির্বাহী বাস্তুকার, নির্মাণ বিভাগ
বিশেষ প্রকল্প, পূর্ত (সড়ক) অধিদপ্তর

আজ টিভিতে

আজকের দশভুজা প্রতিযোগিতার মঞ্চে পারুলকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিল রায়ান। **পরিণীতা** রাত ৮.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ রসগোল্লা, দুপুর ১.৪৫ টাইগার, বিকেল ৪.৩০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধে ৭.৪৫ মজনু, রাত ১০.৩০ আনন্দ আশ্রম
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ অভাগিনী, দুপুর ১.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৪.৩০ প্রাণের স্বামী, রাত ১১.০০ দাবাড়ু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মানুষ অমানুষ, দুপুর ১২.৩০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মহাগুরু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ বনজারন, দুপুর ১২.০০ দামিনী, বিকেল ৩.০০ স্বর্গ সে সুন্দর, সন্ধে ৭.০০ বিশ্বাত্মা, রাত ১০.০০ সুহাগ
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২০ দবং-টু, দুপুর ১.৪৫ আই, বিকেল ৪.৫৮ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.২৮ স্পাইডার, রাত ১০.১০ রগ
জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ অন্দাজ, দুপুর ১.৩৫ এক রিশতা, বিকেল ৫.০০ আখরি রাস্তা, সন্ধে ৭.৫৯ রাজা কি আয়েগি বারাত, রাত ১০.৩৩ গঙ্গাজল
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৬ এনিমি, দুপুর ১.৪৪ এতরাজ, বিকেল ৪.১৮ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, সন্ধে ৬.২৯ ওম ভীম বুশ, রাত ৮.০০ বাদল, ১০.১০ ফরেন্সিক

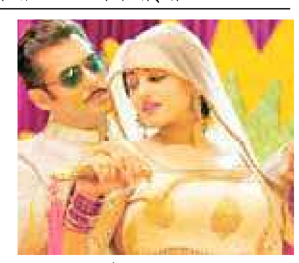
দবং-টু বেলা ১১.২০ **জি অ্যাকশন**

পেটপুজো পর্ব

পনির বাটার মশলা রাঁধবেন বন্দনা ব্যানার্জি। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

দাবাড়ু রাত ১১.০০ **জি বাংলা সোনার**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে কাজের ক্ষতি হবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক তৃপ্তি। দাম্পত্যে মান অভিমান চলবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে অযথা উদ্বেগ। চিকিৎসায় ব্যয়বৃদ্ধি। সাধুসঙ্গে শান্তিলাভ। মিথুন : পরিবারে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। কর্কট : কোনও দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হতে পারে। আজ কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। সিংহ : নতুন বাড়ি ও জমি কেনার সুযোগ মিলবে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে সহকর্মীদের মতামত গ্রহণ করলে ভালো হবে। কন্যা : নিজের কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর পরামর্শ না শুনে কাজ করলে সমস্যায় পড়বেন। তুলা : বিদেশে বাসরত সন্তানের সুসংবাদ পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে আইনি ঝামেলার সম্মুখীন। বৃশ্চিক : পরিবারের সঙ্গে দিনটি কাটানোর চেষ্টা করুন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ। ধনু : কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। ভাইয়ের কৃতিত্বে আনন্দলাভ। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মকর : বাবার রোগমুক্তিতে শান্তি। সামান্য কারণে মাথা গরম করে কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। কুম্ভ : ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে বাড়িতে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা মাথা তুলবে। মীন : বিবাদ এড়িয়ে চলুন। চিকিৎসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৭ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন সুদি, ১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৩০। বুধবার, তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৪১। চিত্রানক্ষত্র দিবা ৩।৩২ ইন্দ্রযোগ রাত্রি ৯।২৪। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৪৭ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৪১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।৩২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৪১ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৮।২৯ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩০ গতে ১।০ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৯ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- [অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন] নামকরণ অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন নবান্ন কারখানারম্ভ কুমারিনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৩।৩২ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৩।৩২ গতে হলপ্রবাহ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯। ৩০ মধ্যে কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৮।২৯ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাতৃতীয়াবিহিত পূজা প্রশস্তা (অত্রকৃত্যে কালবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মত)। শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহিদ দিবস (২৪ সেপ্টেম্বর)। মণিপুরাধিপতি ভক্তরাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র সিংহের তিরোভাব তিথি মহোৎসব নবদ্বীপ মণিপুর পুরাতন রাজবাড়ি শ্রীশ্রীঅনুমহাপ্রভুর মন্দিরে ও জিয়াগঞ্জে শ্রীগুরুপাট গম্ভিলাতে অনুষ্ঠিত হইবে। জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মতিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৭।৫৪ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৩৩ মধ্যে ও রাত্রি ৬।১ গতে ৬।৫১ মধ্যে ও ৮।৩০ গতে ৩।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।২১ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।৬৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পড়ুয়া ১৮১, শিক্ষক চার, পঠনপাঠনে বিঘ্ন

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিক্ষকের অভাবে খড়িবাড়ি গভর্নমেন্ট মডেল স্কুল বন্ধের মুখে। স্কুলে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মোট পড়ুয়ার সংখ্যা ১৮১।

অথচ শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র চার। স্কুলে করণিক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নেই। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে দুজন শিক্ষকের চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এতে শিক্ষকের সংখ্যা আরও কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক আশঙ্কা ছড়িয়েছে। দ্রুত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা মঙ্গলবার খড়িবাড়ির বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। বিডিও দীপ্তি সাউয়ের আশ্বাস, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। পড়ুয়াদের পড়াশোনায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য দ্রুত নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

খড়িবাড়ি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১ সালের ২৬ অক্টোবর খড়িবাড়ি ব্লকের ডুমুরিয়া এলাকায় ইংরেজিমাধ্যম সরকারি মডেল স্কুলটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪টি ক্লাসরুম বিশিষ্ট দোতলা স্কুলটিকে ঘিরে শিক্ষক ও অভিভাবকরা আশার আলো দেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সৌমিত্র সেনগুপ্ত বলেন, 'দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারা যাতে এখানে ভবিষ্যতে পড়াশোনা করতে পারে সেই পরিকাঠামোয় স্কুলটি তৈরি হয়। এখন পরিস্থিতি পুরো বদলে গিয়েছে। পাঁচটি ক্লাসের এই ক'জন পড়ুয়াকে পড়ানোর মতোই পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। এমনকি আমরা এই চারজন শিক্ষক করণিক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর কাজও করছি।'

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাড হক কমিটি মডেল স্কুলগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে বাতাসি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপচন্দ্র বর্মন জানান। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে অ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করে থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অভাবের বিষয়টি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তৃণমূলের কার্যালয় নির্মাণে বিতর্ক চোপড়ায়

ঝান্ডা পুঁতে জমি দখল

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : কার্যালয় নির্মাণের জন্য ঝান্ডা পুঁতে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। চোপড়ার ঘটনা। সোমবার রাস্তার ধারে থাকা জমির একাংশ দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার থেকে সেখানে মাটি ফেলে কাজও শুরু হয়েছে। জমি দখলের অভিযোগ ওঠায় বিতর্কে শাসকদল। বিরোধীরা বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন। যদিও এ খবর লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোথাও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলছেন, 'এদিন দেখলাম তৃণমূলের লোকজন রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের জমিতে ঝান্ডা পুঁতে দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা তো বেআইনি।' কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের কটাক্ষ, 'তৃণমূলের জমানায় সব সম্ভব।' যদিও ঘাসফুল শিবিরের স্থানীয় নেতারা জমি দখলের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের চোপড়া অঞ্চল সভাপতি তনয় কুণ্ডুর বক্তব্য, '৩-৪ বছর থেকে ওই এলাকায় একটি অস্থায়ী কার্যালয় করার কথা চলছিল। অবশেষে কাজ শুরুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে।' পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সুজ্জাল ঠাকুরও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। চোপড়ার বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা বলেছেন, 'এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।'

চোপড়ায় সরকারি জমি দখল করে কার্যালয় নির্মাণ।

এর আগে চোপড়ায় সেনার জমিতে তৃণমূলের ব্লক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেনার ঘেরার ভেতরে পড়ে যাওয়ায় চার মাস আগে তা ছাড়তে হয়েছে ঘাসফুল নেতাদের। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অফিস তো চাই। সেকারণে 'নজর' সরকারি জমিতে!

অভিযোগ, চোপড়ার মাস্টারপাড়া এলাকায় রাজ্য সড়কের ধারে একাংশ ফাঁকা জমিতে কার্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছে। তার কাজও চলছে। সূত্রের খবর, কার্যালয় করার ব্যাপারে চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে রীতিমতো বৈঠক হয়েছে। সোমবার তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের একাংশ ওই জমিতে দলীয় পতাকা পুঁতে দেন। মাটি ভরাট শুরু হয়েছে।

বিদ্ধ ঘাসফুল

- চোপড়ার মাস্টারপাড়ায় রাস্তার পাশে জমি দখল শাসকদলের
- ঝান্ডা পুঁতে সেই জমিতে দলীয় কার্যালয় নির্মাণ শুরু
- জমি দখলের অভিযোগ ওঠায় বিতর্কে শাসকদল
- এ ব্যাপারে কোথাও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি

এভাবে সরকারি জমি দখল করে কার্যালয় নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন দলেরই একাংশ নেতা। যদিও 'কোপে' পড়ার ভয়ে প্রকাশ্যে এ ব্যাপারে কেউ কোনও মন্তব্য করার সাহস পাচ্ছেন না।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য সাদিক আখতার অবশ্য বলেছেন, 'কোনও বিতর্ক নেই। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই কার্যালয় নির্মাণ শুরু হয়েছে।' দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের বক্তব্য, 'নতুন করে কার্যালয় নির্মাণ হচ্ছে। স্থানীয় নেতারা বিষয়টি দেখছেন।'

জৌলুস হারিয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন পুজো

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সালটা ১৯১৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে দেশে চলছে বিপ্লবী কার্যকলাপ। এমন আবহে শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনে শুরু হয়েছিল দুর্গাপুজো। শহরের সবচেয়ে প্রাচীন পুজোর এবার ১০৮তম বর্ষ। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস, আবেগ। তবে এখন জৌলুস কমেছে। শহরের বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপে ভিড় উপচে পড়লেও উৎসবের দিনগুলিতে এখানে খুব একটা ভিড় চোখে পড়ে না। যদিও নিষ্ঠায় কোনও খামতি নেই।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ চিন্ময় ঘোষ বললেন, 'এই পুজো আমার কাছে আবেগ। বাবাও পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি চেষ্টা করছি, যেভাবেই হোক পুজোটিকে বাঁচিয়ে রাখার। তবে এজন্য নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের উপস্থিতি খুব প্রয়োজন।' ১৯১৭ সালে বাঙালি রেলকর্মীদের হাত ধরে টাউন স্টেশনের পুজো শুরু হয়েছিল। একসময় টয়ট্রেনে নিয়ে আসা হত প্রতিমা। খেলনাগাড়িতেই প্রতিমা নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হত মহানন্দায়। শিলিগুড়ি এবং আশপাশের এলাকা থেকে দলে দলে দর্শনার্থীরা আসতেন পুজো দেখতে। ইংরেজ সাহেবরাও পুজোর দিনগুলিতে আনন্দে মেতে উঠতেন। সেসব আজ শুধুই স্মৃতির পাতায়। ১০৮তম বর্ষে শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজোর আয়োজক মুষ্টিমেয় কয়েকজন। ২০১৭ সালে টাউন স্টেশনের পুজো শততম বর্ষে পদার্পণ করে। পরের বছর অর্থ ও উদ্যোক্তার অভাবে পুজো বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যদিও রাজ্য সরকার পুজো অনুদান চালু করায় শেষপর্যন্ত প্রাণ ফিরে পায় এই পুজো।

উদ্যোক্তারা জানালেন, নতুন প্রজন্মের মধ্য তেমন উৎসাহ না

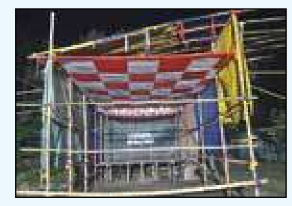

নির্মীয়মাণ মণ্ডপ।

থাকায় পুজো আয়োজন কঠিন হয়ে পড়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন পুজোটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। মঙ্গলবার এই পুজোমণ্ডপ দেখতে গিয়েছিলেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কাছে স্থায়ী বেদি তৈরির আর্জি জানান উদ্যোক্তারা। পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র।

দর্শনার্থীর ভিড় তেমন না হলেও এই পুজোর টানেই উৎসবের দিনগুলিতে একত্রিত হন চিন্ময় ঘোষ, শ্যামল নন্দী, রিতা সরকারেরা। টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী রাঘব পোদ্দারের কথায়, 'উৎসবের মরশুমে শহরের সবচেয়ে প্রাচীন পুজোটি কিছুটা আড়ালেই থেকে যায়।'

সমান বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সবাইকে সমান পুজো বোনাস দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপারের ঘরের সামনে অস্থায়ী কর্মীরা বিক্ষোভ দেখালেন। বেসরকারি সংস্থার অধীন ওই কর্মীরা 'নো ওয়ার্ক, নো পে' নীতিতে কাজ করেন। পুজোর আগে কেউ তিন হাজার কেউ চার, কেউ বা পাঁচ হাজার টাকার বোনাস পেয়েছেন। আর তাতেই কর্মীদের আপত্তি। মেডিকেলের অ্যাকাউন্টিং অফিসার মুরতাজা হোসেন বলেন, কর্মীরা যেই কয়েকদিন কাজ করেছেন, সেই হিসাবে তাঁদের বোনাস দেওয়া হয়েছে। কাজ না করলে যেমন হাজিরা নেই, তেমনি কাজের দিনের ওপরই বোনাস দেওয়া হয়েছে।

টাকা নিয়ে গায়েব দুই

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার দুই কর্মীর বিরুদ্ধে অফিসের টাকা আত্মসাৎ-এর অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, ওই দুজন সংস্থায় সাধারণ মানুষের জমা করা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছেন। এর আগে ওই সংস্থারই দুই কর্মী ২০ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেন বলে অভিযোগ। সংস্থার জোনাল ম্যানেজার শুভঙ্কর দেব বলেন, 'নকশালবাড়ি থানায় এই দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

সংস্থাটি সাধারণত স্বল্প আয়ের মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়। নকশালবাড়ি থানার কিছুটা দূরে বাবুপাড়া কার্গিল মোড়ে ওই সংস্থার বড় ভবনে একাধিক কর্মী কাজ করেন। প্রতিদিন গ্রাহকদের বাড়িতে গিয়ে কর্মীরা ঋণের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে ব্যাংকে জমা করেন। গত জুলাই মাস থেকে বেশকিছু গ্রাহকের কিস্তির টাকা ব্যাংকে জমা না হওয়ায় সংস্থার জোনাল ম্যানেজার নিজেই ফোন করে ঋণগ্রহীতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জানতে পারেন, প্রায় দেড় লক্ষ টাকা গ্রাহকরা সংস্থার দুই কর্মীর কাছে নিয়মিতভাবেই জমা করেছেন। এরপরই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার সিদ্ধান্ত হয়। অভিযুক্তরা আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের বাসিন্দা।

এদিকে একই সংস্থায় বারবার এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০২৩ সালে এই সংস্থার একজন ম্যানেজার এবং একজন ফিল্ড ওয়ার্কারের বিরুদ্ধে ২০ লক্ষ টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেইসময় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হলে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সংস্থাটিতে ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটায় প্রশ্ন উঠেছে।

তছরুপে শাস্তি

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সরকারি টাকা তছরুপের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কাস্টমসের এক আধিকারিক ও এক কর্মীকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের স্পেশাল সিবিআই কোর্টের বিচারক অভিরাম বর্মন দোষী রাজেশকুমার ঝা এবং আনসার আলির সাজা ঘোষণা করেন। রাজেশ এক্সাইজ কাস্টমসের অ্যাসিস্টান্ট অ্যাকাউন্ট অফিসার ছিল। ওই অফিসে আনসার অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করত। দুজনে নথি জালিয়াতি করে ২০১২-'১৩ অর্থবর্ষে সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকার সরকারি টাকা তছরুপ করে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে মাল্টি পারপাস স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. এমএলডিটি-এমপিএস-১০। নিলাম শুরু : ২৭.০৯.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। মালদা ডিভিসনে মাল্টি পারপাস স্টলের ই-নিলাম। এসইকিউ নং এএ/১, লট নং/বিভাগ : এমপিএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমপিএস-২৮-২৫-১, স্টেশন: হাঁসডিহা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-177/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ১৮.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৫_ওটি, তারিখ ১৮.০৯.২০২৫। কাজের নাম : নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ : (ক) মালদা ডিভিসনে ২০২৪-২৫-এ এইএন/এনএফকে-র অধীনে ইয়ার্ডগুলির মধ্যে এমএলডিটি-০১ ইয়ার্ডের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। (খ) মালদা ডিভিসনে ২০২৪-২৫-এ এইএন/মালদার অধীনে ইয়ার্ডগুলির মধ্যে এমএলডিটি-০২ ইয়ার্ড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। (গ) মালদা ডিভিসনে ২০২৪-২৫-এ এইএন/বিজিপির অধীনে ইয়ার্ডগুলির মধ্যে এমএলডিটি-০৪ ইয়ার্ড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। (ঘ) মালদা ডিভিসনে ২০২৪-২৫-এ এইএন/জেএমপির অধীনে ইয়ার্ডগুলির মধ্যে এমএলডিটি-০৫ ইয়ার্ড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। (ঙ) মালদা ডিভিসনে ২০২৪-২৫-এ এইএন/এসবিজির অধীনে ইয়ার্ডগুলির মধ্যে এমএলডিটি-০৩ ইয়ার্ড-এর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ। টেন্ডার মূল্য : ৬১,২৫,১৮৪.৫২ টাকা। বায়না অর্থ : ১,২২,৫০০ টাকা। ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৬_ওটি, তারিখ ১৮.০৯.২০২৫। কাজের নাম : (i) নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ (ক) মেন লাইন এবং সিগন্যালিং-এর সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে শিবনারায়ণপুর স্টেশনের ভাগলপুর (বিজিপি) প্রান্ত থেকে ৭৫০ মিটার পর্যন্ত স্টেবলিং লাইনের সম্প্রসারণ। (খ) সকরিগলি স্টেশনে ব্রেক ভ্যান সাইডিং এবং ইঞ্জিন এসকেপ লাইনের ব্যবস্থা। (গ) বারহারওয়া স্টেশনে লাইন নং ১ ও ২-এর সম্প্রসারণ সহ ইয়ার্ড পুনর্গঠনের প্রস্তাব। টেন্ডার মূল্য : ৫,১১,৪১,৬৭৪.৩৪ টাকা। বায়না অর্থ : ৪,০৫,৭০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে ০৯.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা।

MLD-176/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

Hero GoodLife

জেতার সুযোগ 100% ক্যাশব্যাক সোনার কয়েন আরও অনেক সুনিশ্চিত বেনিফিট*

Also available on Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd, Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC0173541. For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com . Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. ^Finance offers are at the sole discretion of the financier, subject to its respective T&Cs. Hero MotoCorp reserves the rights to modify or withdraw any or all the offers without prior notice. *Limited period offer, T&C apply. *Ex-showroom prices are applicable in West Bengal.

TOLL FREE 1800 266 0018

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works 9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre 9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar: Deep Auto Centre-9800630306, Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422.

RS/Hero/09/25

কোটি কোটি লেনদেনে ধৃত সইদুলের দাদা

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : অনলাইন গেমিং ও বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচারের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের পলাতক দাদা মহম্মদ ফয়জালকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। প্রায় দেড় বছর পলাতক থাকার পর অভিযুক্তকে মঙ্গলবার রাঙ্গাপানি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, পলাতক থাকা অবস্থায় ফয়জালের বিরুদ্ধে নোটিশ পাঠিয়েছিল আদালত। সেই নোটিশ চটহাট বাজার, বাসস্ট্যান্ড সহ একাধিক জনবহুল এলাকায় সাঁটানো হয়েছিল। তারপরেও প্রায় দেড় বছর ধরে অভিযুক্তের কোনও হদিস পাননি তদন্তকারী আধিকারিকরা। অবশেষে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ফয়জালের খোঁজ পাওয়ার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিনই ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

২০২৪ সালের মে মাসে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট এলাকায় হানা দিয়ে অনলাইন গেমিং এবং বেটিংয়ের টাকা দুবাই সহ একাধিক বাইরের দেশে পাঠানোর চক্রের হদিস পায় পুলিশ। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সইদুল সহ আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সইদুলের দাদা মহম্মদ ফয়জাল এই কারবারে জড়িত বলে জানতে পারেন তদন্তকারীরা। যদিও তারপর থেকে তাঁর কোনও হদিস পাচ্ছিল না পুলিশ।

গাঁজা পাচারের চেষ্টা, ধৃত

ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : চার চাকার পণ্যবাহী গাড়িতে ভুসির আড়ালে গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গাড়িচালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত প্রদীপ সরকার কোচবিহারের স্টেশন চৌপথির বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের গোয়ালটুলি মোড় এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গাড়িটি পুলিশ আটক করে। গাড়িতে ভুসি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই ভুসির বস্তার আড়ালে প্রায় ৫৭ কেজি গাঁজা কোচবিহার জেলার মাঘপালা থেকে বিহারের মুজফফরপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে সোনাপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে ধূপগুড়ি থেকে আসা একটি লরি লরির কেবিন থেকে সাড়ে ২৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ত ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্কুলে অজগর

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির চতুরাগছ এলাকায় একটি বেসরকারি প্লে স্কুলের মধ্যে গাছের মগডালে অজগর সাপ ঝুলে থাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল ছুটির পর খুদে পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ের গাছের মগডালে সাপটিকে ঝুলে থাকতে দেখে। বিষয়টি জানাজানি হতেই আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। বন দপ্তরের কর্মীরা এসে সাপটিকে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে যান।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের চোপড়া কেন্দ্রের উদ্যোগে ৪ দফা দাবি জানিয়ে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মঙ্গলবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অভিযোগ, সর্পাঘাতে আক্রান্ত রোগীদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এভিএস দেওয়া নিয়ে গড়িমসি করা হয়। বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য যোগেশ বর্মন জানান,সাধারণ মানুষকে সর্পাঘাত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

সামাজিক মাধ্যমে অফিশিয়াল পেজ চালু

সারাবছরই ট্রাফিক আপডেট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ট্রাফিক সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে শহরবাসীকে নিয়মিত আপডেট দিতে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং এক্স-এ 'শিলিগুড়ি ট্রাফিক অফিশিয়াল' নামে নতুন পেজ চালু করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। যদিও, আগে একবার এই ধরনের পেজ চালু করেছিল পুলিশ। কিন্তু, সেসময় বিভিন্ন পোস্টের কমেন্ট সেকশনে শহরবাসীর একটা অংশের পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য, নানা ভিডিও পোস্ট করে। যা পুলিশের অন্দরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। পরবর্তীতে সেই পেজ ডিলিট করতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ। যদিও মঙ্গলবার থেকে ফের নতুন করে এই পেজ চালু করল তারা।

পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলছেন, 'পুজোকে কেন্দ্র করে যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। সে সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ওই পেজে আপডেট করা হবে। তবে শুধুমাত্র পুজোর জন্যই এই পেজ করা হচ্ছে না। সারাবছরই ট্রাফিক সংক্রান্ত নিয়মিত আপডেট দেওয়া হবে ওই পেজে।' তাঁর সংযোজন, 'পুজোর দিনগুলোতে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার্থে দুজন এসপি পদ মর্যাদার পুলিশকর্তা আমরা পেয়েছি। তাঁরা ডিসিপিদের সঙ্গে মিলে শহরে কাজ করবেন।' পাশাপাশি, বাচ্চাদের জন্য আইকার্ডও সংগ্রহ করতে পারবেন অভিভাবকরা।

অন্যদিকে, বড় পুজোমণ্ডপের এক কিমি পর্যন্ত রাস্তা বাইক, স্কুটার যাতায়াতে বিধিনিষেধ জারি করছে পুলিশ। এক কিমি দূরে দর্শনার্থীরা কোথায় বাইক, স্কুটি কিংবা গাড়ি রাখবেন, সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারেনি পুলিশ কমিশনার। তিনি বলেন, 'বড় পুজোমণ্ডপগুলোর এক কিমি পর্যন্ত রাস্তায় কোনও গাড়ি, বাইক বা স্কুটি ঢুকতে দেওয়া যাবে না। তাদের আগে কোথাও বাইক, স্কুটি কিংবা গাড়ি পার্ক করতে হবে। তবে যেহেতু শহরে পার্কিংয়ের সমস্যা রয়েছে। তাই সবাইকেই একটু ম্যানেজ করতে হবে।'

এদিকে, ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মায়াদেবী ক্লাবের হাইওয়ের দু'পাশের অ্যাপ্রোচ রোড পুজোর জন্য খুলে দেওয়া হবে। মাঝখানে গাড়ি, বাইক, স্কুটার রাখার ব্যবস্থা থাকবে। জাতীয় শক্তি সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারে আসা দর্শনার্থীদের জন্য সংলগ্ন এলাকার পকেটগুলোতে পার্কিং ব্যবস্থা হবে। গণেশ ঘোষ কলোনির পুজোর মাঠেও কিছু গাড়ি পার্ক করে দেওয়া হবে।'

শহর শিলিগুড়িতে নিরাপত্তার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। পাকাবাড়িতে নজরদারি রাখার জন্য ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যান্টিক্রাইম টিম ও নারী নিরাপত্তার বিষয়টাকে মাথায় রেখে অ্যান্টি ইভটিজিং টিমের কথা প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। সেই বিষয়টা সাংবাদিক বৈঠকে সুনিশ্চিত করে পুলিশ কমিশনার বলেন, 'পুজোর দিনগুলোতে ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। এছাড়া একটি নাইট ভিশন ড্রোন আনা হয়েছে। রাতেও নজরদারি চালানো হবে।' বড় মণ্ডপগুলোতে অ্যান্টি সাবোতাজ টিম রাখা হবে। ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত, গাড়ির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হবে।' এদিন পুজোর গাইডম্যাপ প্রকাশ করা হয়। শহরজুড়ে ১৯টি ট্রাফিক বুথ থাকবে। ৮৩ টি পুজোর রুট ম্যাপে প্রকাশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার পুজো বন্ধুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের উদ্যোগ

- আগেও একবার পেজ খুলে বন্ধ করতে হয়েছিল পুলিশকে
- পুজোর ক'দিন থাকবে কড়া বিধি
- বড় মণ্ডপের এক কিমি আগে যেতে পারবে না গাড়ি-দু'চাকা
- ড্রোনে রাতেও চলবে নজরদারি
- গাইড ম্যাপ প্রকাশ, থাকবে ১৯টি বুথ

জঞ্জালের ঢিপিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সকাল গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত পড়ে রয়েছে আবর্জনা। জঞ্জালের ঢিপিতে ফেলা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ এবং টুথপেস্ট। সেই ওষুধ এবং টুথপেস্ট কুড়িয়ে বাড়িতে যাচ্ছে স্থানীয় বস্তির বাচ্চারা। শিলিগুড়ির সাত নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোড এলাকায় ঘটছে এমনই ঘটনা। ৭, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আবর্জনা এনে বিবেকানন্দ রোডের একপাশে জড়ো করা হয়। সেখানেই এখন ফেলা হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ এবং টুথপেস্ট। সঙ্গে ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী, সফট ড্রিংকস। এই সামগ্রী নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কৌশিক সরকারের বক্তব্য, মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী ব্যবহার সেগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মানুষের মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে।' বিশেষ করে বাচ্চাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক বলে জানিয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিত তিওয়ারির বক্তব্য, 'ছোট বাচ্চারা এগুলি ব্যবহার করলে পেটের সমস্যা, শারীরিক বিভিন্ন অসুবিধে হতে পারে।' স্থানীয় কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের বক্তব্য, 'অনেক কিছুই আমরা ধরতে পারছি না। তাই ওয়ার্ডজুড়ে সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। যে এলাকায় আবর্জনা ফেলা হয় সেখানেও সিসি ক্যামেরা বসছে। ক্যামেরা বসলে জানা যাবে কারা এসব করছে।'

শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান থেকে ঝংকার মোড়ের দিকে যেতে রাস্তার দু'ধারে আবর্জনা ফেলা হয়। সেখানে বিভিন্ন সংস্থা মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ, টুথপেস্ট ফেলছে। স্থানীয় শিশু সেগুলি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল বাড়িতেই নাকি ব্যবহার করে ওই টুথপেস্টগুলি। এরপর থেকেই শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

স্বাস্থ্য শিবির

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : চা পর্ষদের সহযোগিতায় চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং বালাবাড়ি ক্ষুদ্র চা চাষি গ্রুপের স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল। মঙ্গলবার বালাবাড়ি এলাকায় এই শিবির হয়।

হাফ প্যাডেলে শরতের কাছাকাছি।। মঙ্গলবার ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

পুজোয় কী হবে! আশঙ্কায় আমজনতা

কলকাতার 'সিঁদুরে মেঘে' ভয় উত্তরেও

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : এখানেও কি এমন পরিস্থিতি হতে পারে? কলকাতার বন্যা পরিস্থিতি দেখে আঁতকে ওঠা উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই মঙ্গলবার এমন প্রশ্ন উঠেছে। এখানেও যদি এমন অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়, তবে পুজোর দিনগুলিতে কী হবে, নানান আশঙ্কা কোচবিহার থেকে দার্জিলিং, ইসলামপুর থেকে মালদা, উত্তরের সর্বত্রই। নানাভাবে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পার সাক্ষী থাকতে হওয়ায়, আশঙ্কাটাও বেশি। তবে পুজোর দিনগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, কলকাতার মতো দুর্যোগ ঘটবে না বলে বিশ্বাসী আবহবিদরা। এখন পর্যন্ত তেমন পূর্বাভাসও নেই আবহাওয়া দপ্তরের। কিন্তু হাওয়া ঘুরতে কতক্ষণ, ভাবছেন সাধারণ মানুষ।

বর্ষা বিদায়ের আগে পুজোর নির্ঘণ্ট দেখে বৃষ্টির আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল অনেক আগেই। পুজোর দিনগুলিতে বাড়ির বাইরে পা রেখে নির্ঘাত ভিজতে হবে, গত সপ্তাহ পর্যন্ত টানা বর্ষণ দেখে এমন বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছে সাধারণের মধ্যে। কলকাতার দুর্যোগ দেখে এখন উত্তরবঙ্গের প্রশ্ন, ঘরবন্দি থাকতে হবে না তো? যাঁরা পুজোর দিনগুলিতে পাহাড়ে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরাও চিন্তায় পড়েছেন মেঘভাঙা বৃষ্টি নিয়ে। এমনই একজন শিলিগুড়ির সূর্যনগরের সঞ্জীব দত্ত। সকাল থেকে তাঁর নজর ছিল টিভির পর্দায়। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল কি না, কেন এমন ঘটল কলকাতায়, বোঝার চেষ্টা করেছেন। জানার চেষ্টা করেছেন শিলিগুড়ি ও সিকিমের পূর্বাভাস। সঞ্জীব বলছিলেন, 'অষ্টমী এবং নবমী গ্যাংটকে কাটাব বলে অনেক আগেই হোটেল বুক করেছি। কলকাতার মতো যদি বৃষ্টি হয়, তবে তো চরম সমস্যায় পড়তে হবে।'

এখন পর্যন্ত উত্তরের আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে চতুর্থী এবং পঞ্চমীতে উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই বজ্রগর্ভ মেঘে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তা হবে বিক্ষিপ্তভাবে। সঙ্গে কোথাও কোথাও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সতর্কতা নেই। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সপ্তমীর দিন। তবে এমন বৃষ্টির জন্য সাময়িক সমস্যা দেখা দিলেও, পুজোর আমেজ নষ্ট হবে না বলে অভয় দিচ্ছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'আপাতত যা পরিস্থিতি বা বর্ষা বিদায় না নেওয়ায় বৃষ্টির ভ্রূকুটি থাকছেই। ২৭ ও ২৯ সেপ্টেম্বর বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বঙ্গোপসাগরে উপর্যুপরি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ায় উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।'

২৫ সেপ্টেম্বর আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে। শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উত্তরের আকাশের মেঘও টেনে নেবে নিম্নচাপটি। ফলে ওই সময় এখানকার পরিস্থিতি মেঘমুক্ত থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবে বাতাসে কিছুটা জলীয় বাষ্প থাকায় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি একটু হতেই পারে। জলপাইগুড়ির মহন্তপাড়ার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষিকা শতরূপা ঘোষ বলছেন, 'এখনও যা আবহাওয়া, তাতে পুজোটা ভালো কাটবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু যদি আবহাওয়া ধোঁকা দেয় এবং কলকাতার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে এতদিনের যাবতীয় কষ্ট জলে তলিয়ে যাবে।' কলকাতার পরিস্থিতি দেখার পর তেমন ভরসা রাখতে পারছেন না উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নৃপেন্দ্র লস্কর। তিনি বলছেন, 'আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। তাই আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছি না।'

(তথ্য সহায়তা : তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস ও অনসূয়া চৌধুরী)

শঙ্কা থাকছে

- মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতার বন্যা পরিস্থিতি দেখে আঁতকে উঠছে উত্তরবঙ্গও
- এমন বৃষ্টি হলে কী হবে পুজোর দিনগুলিতে
- কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে এই শঙ্কা ঘুরপাক খাচ্ছে

জোরকদমে প্রস্তুতি।। জলপাইগুড়ির কুমারটুলিতে ছবিটি তুলেছেন রাজশেখর গোস্বামী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অনাস্থা নিয়ে ক্ষোভ শিক্ষকদের

ইসলামপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর কলেজের টিচার ইনচার্জের (টিআইসি) বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে সওয়াল করার উল্লেখ পরিচালন সমিতি (জিবি) রেজোলিউশনে না থাকায় মঙ্গলবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা। এদিন শিক্ষকরা টিআইসির চেম্বারে ঢুকে এই মর্মে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কলেজ টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বলেছেন, 'আমি বাইরে আছি। তবে নোট অফ ডিসেন্টের উল্লেখ জিবির রেজোলিউশনে নেই। এই নিয়ে শিক্ষকরা টিআইসির চেম্বারে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ইসলামপুরে ফিরে আমরা আলোচনা করব।' গোটা বিষয়ে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি ইমদাদ চৌধুরী বলেন, 'কলেজে শিক্ষকদের ক্ষোভের বিষয়টি আমার জানা নেই। এই নিয়ে টিচার ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানাব।'

শিক্ষকদের অভিযোগ, তাঁদের আনা অনাস্থার পর কয়েক মাস আগে টিচার ইনচার্জ উজাইর আহমেদ পরিচালন সমিতির সভাপতি ইমদাদ চৌধুরীর কাছে ইস্তফাপত্র দিয়েছিলেন। সম্প্রতি পরিচালন সমিতি এই মর্মে একটি বৈঠক করেছিল। বৈঠকে টিচার ইনচার্জের ইস্তফা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে সিদ্ধান্ত হয়। সেই বৈঠকে শিক্ষকদের পক্ষে যে তিনজন প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিচালন সমিতির বৈঠকে রেজোলিউশনে টিআরদের 'নোট অফ ডিসেন্ট'-এর কোনও উল্লেখ নেই। এদিন এই নিয়েই কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। দফায় দফায় তাঁরা টিআইসির চেম্বারে ঢুকে তাঁদের আপত্তির বিষয়টি কেন রেজোলিউশনে প্রতিফলিত হয়নি তা জানতে চান। টিচার ইনচার্জের কাছে এই মর্মে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যদিও পরিচালন সমিতির সভাপতি ইমদাদ চৌধুরী জানিয়েছেন, সকলের সহমত নিয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে কলেজের শিক্ষক কাজলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'জিবি মিটিংয়ে যাঁদের পাল্লা ভারী, তাঁরা একটি সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাঁরা মত দিয়েছিলেন, রেজোলিউশনে সেটার উল্লেখ থাকাটাই নিয়ম। বিষয়টি কেন এড়িয়ে যাওয়া হল তা রীতিমতো রহস্যের বিষয়।'

পুজোর আগে বস্ত্র বিতরণ

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে মঙ্গলবার বস্ত্র বিতরণ করা হল দুঃস্থদের। বিধাননগর মিলনপল্লি মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এসজেডিএ) বোর্ড সদস্য কাজল ঘোষের উদ্যোগে মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করা হয়। ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার সহ আরও অনেকে। কাজল বলেন, '২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর দুঃস্থ মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করে আসছি।' সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই উদ্যোগ বলেও জানান তিনি।

ফাঁসিদেওয়ার মডার্ন স্পোর্টিং ক্লাব

সীমান্তের পুজোয় থিমের ছোঁয়া

শেষমুহূর্তে মণ্ডপ তৈরির তোড়জোড়। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : সীমান্ত এলাকার সবচেয়ে পুরোনো পুজো ফাঁসিদেওয়া মডার্ন স্পোর্টিং ক্লাবের। ৬৭তম বর্ষে এই প্রথমবার সাবেকিয়ানার সঙ্গে থিমের আয়োজন করছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই পুজো। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রথম বছর তাদের থিম 'পল্লি গ্রামে উমার আগমন।' হাটখোলা মাঠে কমিটির মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। আয়োজকরা আশাবাদী, তাদের এই থিম সবার নজর কাড়বে।

বিএসএফের কড়া পাহারায় সীমান্তের কাঁটাতারের পাশেই তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানরাও পুজোয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, একসময় এই হাটখোলাতেই ২ দেশের মানুষ বাজার করতে আসতেন। তবে দেশভাগের পর পালটে গিয়েছে সেই ছবি।

যাদের হাত দিয়ে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল, বর্তমানে তারা সকলেই বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা দায়িত্ব নিয়েছেন পুজোর। সেই নতুন প্রজন্মের হাত ধরেই নতুনত্ব আসতে চলেছে এই পুজোয়। থিমের পাশাপাশি আলোকসজ্জা এবং হাতে তৈরি কুলোয় নানান হাতে আঁকা চিত্র নজর কাড়বে সবার। ফাঁসিদেওয়ার মৃৎশিল্পী শুকদেব মালাকার তৈরি করেছেন প্রতিমা। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে শিল্পী বিজয় শর্মা।

পুজো কমিটির সম্পাদক কৌশিক বিশ্বাস বললেন, 'এই বছরই প্রথম থিমের আয়োজন করা হয়েছে। অষ্টমীতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। থাকবে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও। প্রবীণ বাসিন্দা তথা পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ পরেশচন্দ্র বিশ্বাসের কথায়, 'এলাকার সবচেয়ে পুরোনো দুর্গাপুজো এটি। এবারের পুজোর বাজেট রয়েছে ৬ লক্ষ টাকা।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পুজোর ক'টা দিন সীমান্ত এলাকার এই পুজো অন্যমাত্রা পায়। স্থানীয় লতিকা দেবনাথ বলেন, 'এবার সাবেকিয়ানার পাশাপাশি, থিম আলাদা মাত্রা যোগ করবে এই পুজোর।'

হাতির অবস্থান জানাবে বিশেষ অ্যাপ

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : হাতিদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে বিশেষ পদক্ষেপ। যৌথভাবে বিশেষ অ্যাপে হাতিদের তথ্য আপলোড করতে উদ্যোগী হল বেশ কয়েকটি পশুপ্রেমী সংগঠন ও কার্সিয়াং বনবিভাগ। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০টি হাতির তথ্য আপলোড করা হয়েছে। আরও হাতির তথ্য আপলোড করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই অ্যাপ কীভাবে চালাতে হবে সেই নিয়ে মঙ্গলবার থেকে তিনদিনের কর্মশালা শুরু হয় নকশালবাড়ি ব্লকের মাল্লাবাড়িতে একটি কমিউনিটি হলে।

পশুপ্রেমী সংগঠন ঐরাবতের কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা বলেন, 'কার্সিয়াং বনবিভাগে একাধিক হাতি রয়েছে। অনেক সময় ভারত-নেপাল সীমান্ত হয়ে অনেক হাতি নেপালে ঢুকে পরে। কয়টা হাতি গেল আর কয়টা ফিরে এল সে নিয়ে সঠিক তথ্য থাকে না। সেই তথ্য রাখা এবং কোন হাতি জনবসতি এলাকায় বেশি ঢুকছে সেই বিষয়েও জানা যাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে।'

কিন্তু কীভাবে কাজ করবে এই অ্যাপ? অভিযান জানালেন, প্রথমেই প্রত্যেক হাতির প্রোফাইল তৈরি করা হবে এই বিশেষ অ্যাপে। অ্যাপটি আইডি, পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। সেই আইডি পাসওয়ার্ড থাকবে বন দপ্তরের র‍্যাপিড রেসপন্স টিমের (আরআরটি) সদস্যদের কাছে। নজরদারির সময় অ্যাপে আগে থেকে প্রোফাইল থাকা কোনও হাতিকে কোনও জায়গায় দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ তার ছবি তুলে আপলোড করা হবে। এর ফলে ওই সময়ে হাতিটি কোন জায়গায় রয়েছে, তার বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি কী রয়েছে, সে একা রয়েছে না দলবদ্ধভাবে রয়েছে এই তথ্যগুলি পাওয়া যাবে। তাছাড়া কোন হাতি লোকালয়ে বেশি ঢুকছে সেই বিষয়েও অনেকটা ধারণা পাওয়া যাবে। এদিকে নেপালে হাতি গেলে অনেক সময় তাদের দাঁত কেটে নেওয়া হয়, সেই বিষয়েও ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে বলে মত তাঁর।

তারপরেও প্রশ্ন থাকে, কোনও হাতি নেপালে ঢুকে যাওয়ার পর তার তথ্য কীভাবে পাওয়া যাবে? অভিযানের জবাব, 'সে দেশের বনবিভাগ এই অ্যাপের মাধ্যমে হাতিদের তথ্য সংরক্ষিত রাখে। নেপালে ঢুকে পড়া হাতিদের তথ্য আপলোডের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন কার্সিয়াং বনবিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এতদিন ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে হাতির তথ্য সুরক্ষিত রাখতাম। পুরোনো পদ্ধতিতে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে হাতি চলে গেলে ভারতে ফেরার পর সেগুলিকে নতুন করে গণনা করতে হয়। অ্যাপ চালু হলে সেই কাজ অনেকটা সহজ হবে।' বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড-এর রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষের কথায়, 'এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। আমাদের কর্মীরাও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।'

পশুপ্রেমী সংগঠন অশোকা ট্রাস্ট, সোলা ট্রাস্ট, ইসি মোড এবং ঐরাবত ও কার্সিয়াং বনবিভাগের বাগডোগরা এলিফ্যান্ট স্কোয়াড, পানিঘাটা রেঞ্জ এবং টুকুরিয়া রেঞ্জ সদস্য ও আধিকারিকরা মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

শা আসছেন

দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেবক সংঘ ও লেবুতলা পার্কের পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি।

রাতভর মেট্রো

দুর্গাপুজোয় পরিষেবার সময়ের ঘোষণা করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে রাতভর চলবে মেট্রো। পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে রাত ১১টা পর্যন্ত বজায় থাকবে পরিষেবা।

আন্দোলন

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নিয়োগ হয়নি ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের। এই দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতা চলো অভিযানের ডাক দিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। ৫০ হাজার শূন্যপদের দাবি তাঁদের।

জখম ৩০

বেপরোয়া গতির কারণে দুই যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হল বাঁকুড়ায়। ঘটনায় জখম প্রায় ৩০ জন। তাঁদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।।

বিপর্যয়ে পিছোল চন্দ্রনাথ মামলার রায়দান

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর মঙ্গলবার কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে ইডি হেপাজতে নেবে কি না তা নিয়ে রায়দান হওয়ার কথা ছিল। ব্যাঙ্কশাল আদালতে এদিন দুপুর দুটোয় রায়দান করতেন বিচারক। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বিপর্যস্ত কলকাতা। আদালতে এসে পৌঁছোতেই পারলেন না বিচারক। ফলে এদিন এই মামলার রায়দান পিছিয়ে যায়। শনিবার কারামন্ত্রী ও ইডির পক্ষের আইনজীবীরা সওয়াল করেছিলেন।

কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তথ্য না দিয়ে অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছিল ইডি। পাশাপাশি তাঁকে সাতদিনের হেপাজতে চাওয়া হয়েছিল। যদিও বিচারক সমস্ত পক্ষের সওয়ালজবাব শেষে এদিন রায়দান করবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারকই শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে পারলেন না। আইনজীবীরাও কোনও মামলায় অংশ নেননি। জানা গিয়েছে, বুধবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে এই মামলার রায়দান করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দুর্যোগের মাঝে পৃথক দুই অগ্নিকাণ্ড

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : একেই দুর্যোগ। তার ওপর মঙ্গলবার একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলকাতা জুড়ে। সকালে বালিগঞ্জের ম্যান্ডেভিল গার্ডেনসে পর পর দুটি দোকান ও দুপুরে গড়িয়াহাটের এক রেস্তোরাঁয় বিধ্বংসী আগুন লাগে। অবশ্য দিনশেষে দুটি এলাকাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

ম্যান্ডেভিল গার্ডেনসের বাজারের কাছে দুটি পরপর দোকান থেকে আগুন জ্বলতে দেখা যাওয়ায় এদিন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিসংযোগ ঘটেছে। এরপরেই বিকেল ৪টে নাগাদ গড়িয়াহাটের পরিচিত এক রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে প্রথমে আগুন দেখতে পান কর্মীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। রেস্তোরাঁ সূত্রে খবর, সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে ভিড় কম থাকায় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। জোড়া ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

জেল হেপাজত

রামপুরহাট, ২৩ সেপ্টেম্বর : স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত স্কুলের পার্শ্বশিক্ষকের দু'দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। যদিও মঙ্গলবার আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। একই দাবি স্কুলের অন্য এক ছাত্রীর।

উল্লেখ্য, সোমবার শ্লীলতাহানির অভিযোগে রামপুরহাটে এক শিক্ষককে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকার মানুষ। ওই শিক্ষক বড়তুড়িগ্রাম হাইস্কুলের পার্শ্বশিক্ষক।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা, মৃত ১০

স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আগাম পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গেল রাজ্যের প্রতিটি স্কুল-কলেজে। দুর্যোগের জেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। ২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি পড়ার কথা ছিল। কিন্তু সোমবার সারারাত ও মঙ্গলবার সকালে টানা দুর্যোগের ফলে পড়ুয়াদের স্বার্থে আগাম ছুটি ঘোষণা করে দিল রাজ্য সরকার। তবে রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে খুশি নয় প্রধান শিক্ষকদের একাংশ। তাঁদের ক্ষোভ, কলকাতা ছাড়া রাজ্যের অন্য কোনও প্রান্তে বিপর্যয় ঘটেনি। তাহলে সারা রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছুটি দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে উচ্চমাধ্যমিকের সিমেস্টার থাকায় প্রস্তুতি নিতে সমস্যা হবে পড়ুয়াদের।

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সরকারি, সরকারপোষিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকছে বুধ ও বৃহস্পতিবার। পাহাড়ের স্কুলগুলিকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিকেও এই দু-দিন ছুটি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ভিন্ন চিত্র দেখা গিয়েছে কলকাতাজুড়ে। ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে এদিন দেখা গেল ম্যাটাডোর চড়ে অফিসমুখী হতে। আবার কেউ পরিবহণের জন্য ভরসা রাখলেন ক্যাবের ওপর। কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতির কথায়, 'উচ্চমাধ্যমিকের সিমেস্টার, মাধ্যমিকের টেস্ট, পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির তৃতীয় পর্যায়ের ক্রমিক মূল্যায়ন, সবটাই দোরগোড়ায়। তাও সারা রাজ্যে ছুটি দেওয়ার অর্থ কী? শিক্ষা দপ্তর ইচ্ছাকৃতভাবে পুজো ও গরমের ছুটিগুলির পরিসীমা বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

একইসঙ্গে এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, পরীক্ষার তারিখ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। এদিন সমাজমাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লেখেন, 'এই দুর্যোগের সময় সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের অনুরোধ রইল, তাঁরা

পরীক্ষার চিন্তায় প্রধান শিক্ষকরা

যেন বাড়ি থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি করেন।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে বৈঠকও এদিন বানভাসি পরিস্থিতির কারণে স্থগিত হয়। বাতিল করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাস। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, নারায়ণ দাস বাঙুর স্কুল, লা মার্টিনিয়ার ফর গার্লস ও বয়েজ স্কুল, ডিপিএস রুবি পার্ক, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির, ডন বস্কো সহ শহরের সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন, কোথাও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আবার কোথাও জলমগ্ন পরিস্থিতি দূর করার প্রস্তুতি চলেছে সারাদিনব্যাপী। রামমোহন মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুজয় বিশ্বাস জানান, দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে তাঁদের স্কুলেও। পড়ুয়াদের পরিবারের একাংশের দাবি, আসন্ন পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে অনলাইন পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করার কথা ভাবুক রাজ্য সরকার।

জমা জলে বাইক নিয়ে বিপত্তি। মঙ্গলবার কলকাতায়। -এএফপি

জলমগ্ন রাস্তায় ঝুঁকির যাতায়াত। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-রাজীব মণ্ডল

বাতিল বহু ট্রেন, ভোগান্তি যাত্রীদের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড গোটা কলকাতা শহর ও সংলগ্ন এলাকা। জলে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে কলকাতারই ৮ জন। হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় মঙ্গলবার দিনভর ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছিল। মেট্রো চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় এদিন থেকেই সরকারি স্কুলে ছুটি ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেসরকারি স্কুলগুলিকেও ছুটি দিতে অনুরোধ জানান তিনি। মঙ্গল ও বুধবার সরকারি অফিসগুলিতে ওয়াক ফ্রম হোম চালু করা হয়েছে। বেসরকারি অফিসগুলিতেও ওয়াক ফ্রম হোম করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যুতের তারে মৃত্যুর ঘটনায় সিইএসসিকে দুষেছেন মমতা। সিইএসসির আরও সচেতন হওয়া উচিত ছিল বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সিইএসসির আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আমি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে কথা বলেছি। মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না। মৃতদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার জন্য সিইএসসিকে আমি বলেছি। তারা না দিলে রাজ্য সরকারই দেবে।'

সোমবার গভীর রাত থেকে তুমুল বৃষ্টিতে ভাসে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায় ৩৩৭ মিলিমিটার। এছাড়াও কলকাতার সর্বত্র ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে। '৭৮ সালের বন্যার পর এত বৃষ্টিপাত হয়নি বলে আবহাওয়াবিদরা বলেছেন। পুজোর চারদিন আগে এই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর দুর্গামণ্ডপ। এদিন সকালেই কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুরসভার কন্ট্রোল রুমে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় হাঁটু সমান জলে দাঁড়িয়ে তিনি পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখেন। ফিরহাদ বলেন, 'কমসময়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। গঙ্গায় জোয়ার চলার কারণে সব লকগেট খোলা যাইনি। ফলে বিভিন্ন এলাকা দীর্ঘক্ষণ জলমগ্ন ছিল। পুরসভার কর্মীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে রয়েছেন।' মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এমনিতেই ডিভিসির ছাড়া জলে বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত রয়েছে। বিহার ও ঝাড়খণ্ডে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায় গঙ্গার জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। পুরসভা এবং প্রশাসনের কর্মীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন। নবান্নে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।'

যদিও এই বিপর্যয়ের জন্য পুরসভা এবং রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই বিপর্যয় হবে তার কি আগাম কোনও পূর্বাভাস রাজ্য সরকার বা পুরসভার কাছে ছিল না? পুরসভার চূড়ান্ত ব্যর্থতায় এই ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যুতের তারে মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো গেল না কেন?' এদিকে এদিন সকাল থেকেই হাওড়া ও শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচল কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রচুর ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন ট্রেন আটকে থাকে। ফলে যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়েছে। মেট্রোর ব্লু-লাইনেও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কলকাতার বহু জায়গায় জল জমেছিল। সরকারি ও বেসরকারি বাসের দেখা পাওয়া যায়নি। ছিল না ট্যাক্সি বা অ্যাপ ক্যাব। ফলে বাইরে বেরোনো লোকজনকে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টাতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে কলকাতার পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

৭৮-এর বন্যার প্রতিচ্ছবি, দায় নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে দুর্যোগ। শহর কলকাতার কাছে অপরিচিত এক দৃশ্য। অধিকাংশ বাড়ির একতলা, যানবাহন, রাস্তা, দোকান ডুবেছে জলে। বিপর্যস্ত পরিষেবা। নয়ডা, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতোই পরিস্থিতি তৈরি হল শহর তিলোত্তমায়। ৩৯ বছর পর একদিনেই রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি ১৯৭৮ সালের বন্যার স্মৃতি উসকেছে। পরিস্থিতি দেখে অবাক খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুতে বিদ্যুৎ সংস্থা সিইএসসির ঘাড়ে দায় চাপিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনভর মৃত্যু নিয়ে চলল রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীদের প্রশ্ন, এর দায় কে নেবে? নিকাশি ব্যবস্থা যথাযথ হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না। মেয়র ফিরহাদ হাকিম রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। তাঁর ভূমিকাও প্রশ্ন এড়াল না।

অনুমোদনহীন বিল্ডিং প্ল্যান, অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা বহুতল বাড়ি, রাস্তা আড়াল করে ও জলাশয় বুজিয়ে আবাসন তৈরির ফলে নিকাশি ব্যবস্থা যে বিপর্যস্ত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বিষয়গুলি নিয়েই এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, পুরসভার বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিরোধীরা। এই মৃত্যুর দায় কে নেবে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

মাত্র পাঁচঘণ্টার বৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ৯টি প্রাণ। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত সল্টলেক উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতায় ঢু মেরে দেখা গিয়েছে বিপর্যস্ত জনজীবন। কাজের তাগিদে বহু মানুষকে বেরিয়েও বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। সকাল থেকেই বন্ধ ছিল গণপরিষেবা। এদিন অধিকাংশ রুটে ট্যাক্সি, অটো, বাস ছিল অমিল। বহু মানুষের ভরসা হয়ে ওঠে মেট্রো। যদিও লাইনে জল ঢুকে পড়ায় ব্লু-লাইনের সমস্ত স্টেশনে মেট্রো যায়নি। শিয়ালদা ও হাওড়া শাখার একাধিক ট্রেন, কলকাতা বিমানবন্দরে বাতিল করা হয় বহু বিমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বুধবার থেকেই ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'মৃতদেহ ভাসছে জমা জলে। এই দুর্দশার জন্য দায় কার? কলকাতা ও বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রের অদক্ষতা ও উদাসীনতার ফল ভুগতে হচ্ছে শহরবাসীকে।' বুধবার এই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামতে চলেছে বামেরা।

কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'কলকাতায় তৃণমূলের প্রশ্রয়ে প্রোমোটার রাজ চলছে। শহর কংক্রিটের জঙ্গল। বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের চেহারাটা দেখুন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা তোপ দেগে বলেন, 'যারা দুর্যোগকে নিয়ে রাজনীতি করেন তাঁদের ধিক্কার জানাই।'

রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে শ্রমশ্রী প্রকল্পে রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আগামী আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পরিবহণ দপ্তর থেকে যে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তার ৪০ শতাংশ এখনও পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে খনি ও খনিজ বিভাগেও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই নিয়েই মঙ্গলবার অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুধুমাত্র আবগারি দপ্তর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয় হয়েছে। কিন্তু বাকি দপ্তরগুলিতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জন্য ১৫০৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৯ শতাংশ এই দপ্তর থেকে আয় হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরে চলতি আর্থিক বছরে ২২৭৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ওই দপ্তর তার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৩২ শতাংশ আয় করেছে। একইভাবে খনি ও খনিজ সম্পদ বিভাগেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৭ শতাংশ আয় হয়েছে। উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম সহ একাধিক জেলায় বালি ও পাথর খাদানে লিজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অগাস্ট মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫ শতাংশ বালি ও পাথর খাদানের লিজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে এই খাতগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে।

ভূমি, পরিবহণ দপ্তরের লক্ষ্য

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তর থেকে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের এই নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে দপ্তরগুলির রাজস্ব আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানাতে বলা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভাবনা যে তেমন আপাতত নেই, তা ওই বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী ভোট অন অ্যাকাউন্টে এই নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগে পথে বাম, সমাজমাধ্যমে বিজেপি

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : 'শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও তাঁর সরকারের সমালোচনা করলেই হবে না। মানুষের পাশে থেকে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিজেপিকে তৃণমূলের প্রকৃত বিকল্প হয়ে উঠতে হবে', ২১ এর বিধানসভা ভোটের আগে সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির নেতা কর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বলেছিলেন অমিত শা। কিন্তু, ৫ বছর পরেও শা'র শিক্ষা নিতে পারল না বঙ্গ বিজেপি। সোমবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মহানগর। বিপর্যস্ত কলকাতা সহ রাজ্যের কয়েকটি জেলা। দিনভর নাকাল শহরবাসী। মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ও প্রশাসনের ব্যর্থতার সমালোচনাতেই আটকে রইল বঙ্গ বিজেপি।

৬ মাস বাদেই বিধানসভা ভোট। রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে মরিয়া বিজেপি। মেরুকরণের সঙ্গে সরকার ও শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি নারী সুরক্ষা সহ একাধিক অভিযোগ তুলে রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রতিদিনই নিয়মকরে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা করে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিটিং মিছিল প্রতিবাদে বাদ যান না কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও। গত ১৭ সেপ্টেমবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫ বছরের জন্মদিনকে উদযাপন করতে একপক্ষকাল ব্যাপী সেবাপক্ষ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। অথচ, সেই সেবাপক্ষের মধ্যেই এত বড় দুর্যোগের দিনে পথে না নেমে দল রইল শুধু সরকার ও প্রশাসনের সমালোচনায়।

শহরবাসীকে জলমগ্ন হয়ে থাকার জন্য পুরপ্রশাসনকে দুষে সমাজমাধ্যমে কলকাতার মেয়র ও বিধাননগরের মেয়রের কার্যত 'মুণ্ডপাত' করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মেয়র ও পুরপ্রশাসসনের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরকেও নিশানা করেছেন তিনি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শহরে মৃত্যুর একাধিক ঘটনার জন্য সিইএসসিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একে দায় এড়ানোর চেষ্টা বলে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দেশের বিজেপি শাসিত মহানগর গুলির পুরপরিষেবার উৎকর্ষের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের তুলনা টেনে, ব্যর্থতাকে কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত। আর কৌস্তভ বাগচির মত দলের আইনজীবী নেতারা সস্তা প্রচারের টানে কলকাতায় মাছ ধরার জাল নিয়ে নেমে পড়েন রাস্তায়। কিন্তু, দলের যুব মোর্চা বা বিজেপি কর্মীদের কোথাও পরিস্থিতির মোকাবিলায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় নি। তবে, বিজেপিকে দেখা না গেলেও, যাদবপুর, দমদম সহ কিছু এলাকায় সিপিএম ও বামেদের ত্রাণ শিবির করে পথে নামতে দেখা গেছে।

এদিন দলীয় কর্মীদের এ জাতীয় কোনও সক্রিয়তার প্রমাণ তুলে ধরতে পারেনি বিজেপির আইটি ও মিডিয়া সেল। রাজ্য বিজেপির এক নেতা মানছেন, আজকের পর দুর্দিনে রাজ্যের মানুষের কাছে তৃণমূলের বিকল্প হয়ে ওঠার ব্যাপারে বিজেপির দাবি মানুষ কতটা গ্রহণ করবে তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। যদিও, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, দায় সরকারেরই। মুখ্যমন্ত্রী সিইএসসির ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন। মেয়র ববি হাকিম মেঘভাঙা বৃষ্টি বলে অসহায়তা প্রকাশ করছেন। এটা অজুহাত আর দায় এড়ানোর চেষ্টা। শমীকের দাবি বিজেপির যুবদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুর্গত এলাকায় খিচুড়ি আর ত্রিপল বিলি করার জন্য।

পকসো মামলা রুজু

রামপুরহাট, ২৩ সেপ্টেম্বর : এবার সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হল। মামলার তদন্তকারী অফিসার রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ সিকদার রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য দায়রা বিচারকের এজলাসে নতুন ধরা যোগ করে গ্রহণের আবেদন জানান।

প্রসঙ্গত, বীরভূমের রামপুরহাট থানার বারোমেশিয়া গ্রামের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর পচাগলা দেহাংশ উদ্ধার হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। ছাত্রীকে খুনের অভিযোগে তার স্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এতদিন অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছিল। এবার পকসো মামলা যোগ করা হল। আইনজীবী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নতুন করে যে ধারা তদন্তকারী অফিসার যোগ করেছেন তাতে মনে করা হচ্ছে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। এছাড়া কিছু সিসিটিভির ছবি উদ্ধার হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেগুলি সামনে নিয়ে আসা হবে।

ইউটিউবার, ব্লগারদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ মৃৎশিল্পীরা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে সুখটান দিচ্ছেন জ্যান্ত দুর্গারা। ততক্ষণে ক্যামেরার পজিশন ঠিক করে নিচ্ছেন চিত্রগ্রাহকরা। হাতে খাবারের থালা নিয়ে বিরক্তির সুরে প্রতিমা শিল্পী প্রদ্যুৎ পাল বলে উঠলেন, 'একটু সরে দাঁড়ান। খেতে তো দেবেন।' ততক্ষণে প্ল্যাস্টিকের ছাউনি ফেলা স্টুডিওর সামনে চলছে ব্লগ। ট্রাইপড শূন্যে তুলে যুগল এক নিঃশ্বাসে বলে চলেছেন, 'হ্যালো গাইজ, মহালয়া থেকে ঘোরা শুরু হয়ে গেল। পুজোতেও প্রচুর প্ল্যান রয়েছে...।' সোমবারের বারবেলায় কর্মচারীরা খেতে যাওয়ায় শিল্পী অমল পালের স্টুডিও তখন ফাঁকা। এই সুযোগে একদল তরুণ-তরুণী বলে উঠলেন, 'চল চল, জলদি ঢোক।' খিচিক করে ক্যামেরায় চার-পাঁচটা ছবি ফ্রেমবন্দি হল। তারপরই অন্য স্টুডিওর সন্ধানে। এই হচ্ছে কুমোরটুলির চিত্র। সকাল থেকে পুজোর অষ্টমী পর্যন্ত সমান ভিড়। কোথাও শাড়ি-পাঞ্জাবি পরিহিত যুগলের ফোটোশুট, কোথাও দুর্গা সেজে প্রতিমার সামনে চলছে দেদার পোজ দেওয়া। তাতেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা।

মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনার পর ইতিমধ্যেই এক এক করে প্রতিমা প্যান্ডেলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। ফলে স্টুডিওগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ক্রেতাদের ভিড় তো লেগেই রয়েছে। তারই মধ্যে জেড জেনারেশনের ব্লগ, রিলস, ফোটোশুটের ট্রেন্ডে নাজেহাল হয়ে পড়ছেন প্রতিমা শিল্পীরা। রবিবার থেকেই দুর্গা সাজা মডেল বা হুজুগে ফোটোগ্রাফারদের প্রবেশের ক্ষেত্রে রাশ টানার চিন্তাভাবনা করেছিল কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতি। কিন্তু আটকানো গেল কই? কুমোরটুলি জুড়ে তরুণ-তরুণীদের ইউটিউব, ব্লগ, রিলসের ট্রেন্ড থামানো গেল না।

পুজো এলেই কুমোরটুলি জুড়ে উপচে পড়ে তরুণ-তরুণীদের ভিড়। শাড়ি পরে পদ্ম হাতে একেবারে প্রতিমার কাঠামোয় বসে চলে ছবি তোলা। আবার কখনও চলে কাপল শুট। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে স্টুডিওর সামনে চলছে রবীন্দ্র সংগীতের নৃত্য। শুধু তরুণ প্রজন্মের নয়, এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছে মাঝবয়সি মহিলারাও। শিল্পী প্রদ্যুৎ পাল বললেন, 'নিষেধাজ্ঞা জারি করে আটকানো গেল কই? কেউ মহিষাসুর সেজে দুর্গার সামনে বসে পড়ছেন। এমনিতেই বৃষ্টির জন্য প্রতিমা শোকানো কঠিন। তার ওপর এত ছবি তোলার ঝোঁকে প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়টি সমিতিতে জানাব। পুজোর পরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।'

কুমোরটুলিতে রিল বানানোর হিড়িক। কলকাতায়।

ট্রলিতে বসিয়ে একচালার দুর্গা প্রতিমা টেনে প্রতিমা শিল্পী সুবল পালের স্টুডিও থেকে বের করছেন মুটেরা। সামনের জটলায় সেই কাজেও বাধা পড়ছে। সুবলবাবু বললেন, 'পুজোর কিছুদিন আগে থেকে এগুলি চলতে থাকে। চক্ষুদানের সময় ওদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। প্রশাসন ভিড় সামাল দেয়। কিন্তু এদের রোখা যায় কোথায়।'

মায়ের হাত ধরে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে দুই বোন। মা নীলিমা সরদার বললেন, 'কুমোরটুলি তো আবেগ। মেয়েরাও তাই বায়না ধরল।' উত্তর কলকাতা বলতেই মাথায় আসে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। কুমোরটুলি লাগোয়া বাড়িগুলিতেও রয়েছে পুরোনো কলকাতার অনুভূতি। রং চটে যাওয়া বাড়িগুলির সামনে দাঁড়িয়ে চলছে দেদার কাপল শুট। অতিষ্ঠ সেখানকার বাসিন্দারাও। স্থানীয় বাসিন্দা অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'ওদের ফোটোশুটের জন্য মূল দরজা খোলা দায় হয়ে উঠেছে। কিছু বললে, তর্ক বাধছে।' বেশ কয়েক বছর আগে কুমোরটুলি শিল্পীদের সংগঠন এই ফোটোশুটের জন্য সিজন টিকিট চালু করেছিল। কিন্তু তাতেও থামানো যায়নি। কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক বাবু পাল বলেন, 'কিছুটা রাশ আমরা টানতে পেরেছি। এ বছর ভিড় অনেক কম রয়েছে। তবুও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২৮ সংখ্যা, বুধবার, ৭ আশ্বিন ১৪৩২

অসচেতনতার পরিণাম

উৎসবের আমেজ আচমকা উধাও। দুর্যোগের বোধন যেন রাজ্যের রাজধানী কলকাতায়। ৫-৬ ঘণ্টার প্রবল বর্ষণ পুজো প্রস্তুতিতে জল ঢেলে দিলই। স্বাভাবিক জনজীবনকেও হঠাৎ স্তব্ধ করে দিয়েছে। নতুন একটি প্রাকৃতিক প্রবণতা বছরকয়েক ধরে ভারতের ঘাড়ে চেপে বসেছে। যার পোশাকি নাম মেঘভাঙা বৃষ্টি। যাতে আজকাল প্রায় ফি বছর উত্তরাখণ্ড, হিমাচল সহ উত্তর ভারতের রাজ্যে সর্বনাশ নামে। সেই মেঘভাঙা বৃষ্টি এবার বাংলায়। খাস কলকাতা শহরে।

অস্বীকার করে লাভ নেই মেঘভাঙা বৃষ্টি অর্থাৎ অতি অল্প সময়ে প্রচণ্ড ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে যে দুর্যোগ তৈরি হয়, তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারও নেই। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই ধরনের বিপদ আসার সম্ভাবনা থাকায় পূর্ব প্রস্তুতি যা থাকা দরকার, তার তিলমাত্র কোথাও নেই। বেআইনি নির্মাণ, উন্নয়ন প্রকল্পের নামে নদীর জলধারা আটকে দেওয়া ইত্যাদিতে উত্তর ভারতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সর্বনাশের মাত্রা বেড়েছিল।

কলকাতায় সাধারণ অবস্থায় যে নিকাশি ব্যবস্থা আছে, তা দিয়ে কাজ চললেও এরকম দুর্যোগের জন্য আগাম কোনও ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। তাছাড়া আছে শহর কলকাতায় একের পর এক জলাজমি বুজিয়ে যথেচ্ছ নির্মাণ কিংবা জলাভূমির ভেতর নানা প্রকল্প ইত্যাদি, যা শহরের অতিরিক্ত জলকে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা হারানোর সহায়ক হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতার অভাব আছে, সন্দেহ নেই।

দেশ বা রাজ্য বা পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদেরও যে এব্যাপারে দূরদর্শিতা নেই, তা বারবার বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে এসব ঘটনায়। প্রশাসন ও মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করার যে দায়িত্ব তাদের থাকে, রাজনৈতিক দলগুলি কখনও তা পালন করে না। বরং ভোটের স্বার্থে নানা ধরনের বেআইনি তৎপরতাকে হয় প্রশ্রয় দেয় কিংবা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। হঠাৎ দুর্যোগ নেমে এলে তাই এভাবে খেসারত দিতে হয়।

শহর কলকাতায় যে ক্ষতি হল, তার সঙ্গে আমপান বা আয়লার সঙ্গে তুলনা টানা যেতেই পারে। রাজনৈতিক দল ও সরকারের অ্যাজেন্ডায় সঠিকভাবে প্রকৃতি বা পরিবেশ স্থান পায় না। ২০১৩ সাল থেকে মেঘভাঙা বৃষ্টির আপদ ভারতে দেখা যাচ্ছে। দিল্লি, নয়ডা, গুরুগ্রাম, মুম্বই, বেঙ্গালুরু মাঝে মাঝেই জলে ভাসছে। এবার সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি নেমে এল কলকাতায়।

পরিবেশ বা প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয় আমাদের দেশে জনমতকে প্রভাবিত করে না বললেই চলে। সে কারণে রাজনৈতিক দলগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকে। সমাজ ও রাজনীতির চাপ না থাকায় সরকারও এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু বিপদ এলে খেসারত দিতে হয় সবাইকেই। পৃথিবীজুড়ে আবহাওয়ার বদলের পিছনে যে উষ্ণায়নের বড় ভূমিকা আছে, তা নিয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। নানা গবেষণায় সেই তথ্য প্রমাণিত।

অ্যান্টার্টিকায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতিতে স্পষ্ট পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে। যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন, ইতিমধ্যে সেই তাপমাত্রা বিপদসীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। যার ফলে বৃষ্টির এই খামখেয়ালিপনা বারবার দেখা যাচ্ছে। অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টিপাত প্রলয় ডেকে আনছে। কার্বনের উৎপাদন ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

শুধু ২০২৩-এর হিসাব ধরলে বিশ্বে সেবছর সবচেয়ে বেশি কার্বন (৩১ শতাংশ) উৎপন্ন হয়েছে চিনে। তারপরেই আমেরিকা ১৩ শতাংশ। ২০২৪-এ কয়লা, তেল ও গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হয়েছে তার আগের বছরের তুলনায় যথাক্রমে ০.২, ০.৯ ও ২.৪ শতাংশ বেশি। আবহাওয়ার মতিগতির বিরাট বদল এই মুহূর্তে পৃথিবীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু কোটি কোটি টাকা খরচ পরিবেশ সম্মেলন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারছেন না। বরং সবকিছুতে রাজনীতি, ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আসল সমস্যার প্রতিকার না হওয়ায় কলকাতার মতো দুর্যোগ বারবার হতে পারে।

অমৃতধারা

নিজে শান্ত না হইলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু কী কৌশলে যে উহাকে লাভ করিতে হয় তাহা জানে না। ভালো মন্দ, জয় পরাজয় লইয়া থাকিলে কামনা বাসনা দুর হয় না এবং চিত্তের উদ্বেগ ও দৈন্য অপসারিত হয় না। ইহার ফলে চিরদিন হাহাকার ও ছুটাছুটি করিয়াই আমাদিগকে বেড়াইতে হয়। কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়, কেমন করিয়া জন্মজন্মান্তরের জ্বালা জুড়াইতে পারা যায়-এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু কয়জন ইহার মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন? তিনি বলেন- নিত্য বস্তু বা স্বভাবের সঙ্গে না করিলে দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন করিতে না পারিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

আলোচিত

জীবনের বিকল্প অর্থ নেই। বাড়ি থেকে কাজ করুন। চাকরি যাওয়ার ভয় থাকবে না। আমি বলছি। সবাইকে অনুরোধ, জল থাকাকালীন কেউ রাস্তায় বেরোবেন না। বাংলা নৌকার মতো। উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ভুটান সব জায়গা থেকে জল ঢুকে পড়ছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

গাড়ির বনেটের মধ্যে বিশাল এক অজগরের বিশ্রাম নেওয়ার ভিডিও ভাইরাল। উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। বারাবাঁকিতে এক বিজেপি নেতা তাঁর গাড়ি চালু করার চেষ্টা করেও পারছিলেন না। বনেট খুলতেই দেখেন ইঞ্জিনের কাছে সাপটি তালগোল পাকিয়ে শুয়ে।

আজ

১৯৩২

বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী।

সোজা-সাপটা

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে, কৈলাসের শৃঙ্গে মহাদেবের অবস্থান। সমগ্র শিখরটি বিভিন্ন প্রকার মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ। সূর্যের কিরণে এটিকে গলিত সোনার মতো মনে হয়।

মহাদেবের কৈলাস দেবতাদের ক্রীড়াঙ্গন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

মহাকাব্য ও পুরাণে আলোচিত সমস্ত পর্বতের মধ্যে পবিত্রতম হল কৈলাস। এটি মহাদেবের বাসভূমি ও লীলাক্ষেত্র। ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন মান সরোবরের অবস্থান কৈলাসে। মন্দাকিনী ও সরযু নদীর উৎপত্তিস্থল কৈলাস পর্বত। পুরাণে বলা হয়েছে যে, কৈলাস পর্বতের পাদদেশে মন্দ নামে একটি জলধারা রয়েছে। এই জলধারাটি থেকেই মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, পঞ্চকূট পর্বত থেকে মন্দাকিনী নদী কৈলাসে এসে পৌঁছেছে।

যক্ষরাজ কুবেরের নগরী অলকাপুরী কৈলাসে অবস্থিত। রাবণ অলকাপুরীতে গিয়ে কুবেরকে পরাজিত করেন। কৈলাস যক্ষদেরও আবাসস্থল। কৈলাসের অপর নাম হেমকূট।

বানররাজ সুগ্রীবের আহ্বানে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সীতা উদ্ধার অভিযানকে সফল করতে বহু অঞ্চল থেকে বানররা এসে সুগ্রীবের বাহিনী গঠনে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে কৈলাসে বসবাসকারী বানরদলও ছিল। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, সহস্রকোটি বানর কৈলাস পর্বত থেকে সেসময় সুগ্রীবের আহ্বানে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছিল।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে কৈলাস পর্বতকে দুর্গম এবং পাণ্ডুবর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বনবাসের সময় দ্রৌপদীর অনুরোধে বিচিত্র বর্ণের দিব্য সুগন্ধি পুষ্পসংগ্রহের জন্য ভীম একবার কৈলাস পর্বতে আরোহণ করেন। সেখানে মণিমান প্রভৃতি যক্ষদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। পুরাকালে শ্বেতকি নামে এক যজ্ঞপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবকে নিজের যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে লাভ করার জন্য কৈলাস পর্বতে অবস্থান করে ভয়ংকর তপস্যা করেছিলেন। কৈলাস পর্বতের উত্তরে মৈনাক পর্বতের অবস্থান।

মহাভারতের সভাপর্বে যক্ষপতি কুবেরের রাজসভার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। বহু পর্বত ও নদী সেই সভায় দেবমূর্তি ধারণ করে অবস্থান করেন এবং কুবেরের উপাসনা করেন। এইসব পর্বতের মধ্যে কৈলাস একটি।

মহর্ষি ব্যাস কখনো-কখনো কৈলাসে বাস করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়। কৈলাস পর্বত রোগনিবারক বিভিন্ন ওষধির জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সগর পুত্রকামনায় তাঁর দুই পত্নীকে নিয়ে কৈলাস পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব স্বয়ং তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁকে পুত্রলাভের জন্য বরদান করেছিলেন।

কুরুবংশীয় রাজা ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্তের সঙ্গে কৈলাস পর্বতের একটি যোগাযোগ আছে। ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভের জন্য কৈলাস পর্বতে কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব গঙ্গা নদীকে জটায় ধারণ করে তাঁকে মর্ত্যে অবতরণ করার উপায় করে দেন।

মহাভারতের বনপর্বে কৈলাস পর্বতের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এর উচ্চতা ছ'শো যোজন এবং দেবতারা এই পর্বতে মাঝে মাঝেই আসেন। কৈলাসে কুবেরের অধীনস্থ একটি বিশাল নগরী আছে। যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্বরা সেখানে বাস করেন। মহর্ষি লোমশ কৈলাস পর্বতে বাস করতেন বলে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভীমসেন দ্রৌপদীর অনুরোধে সুরভি পদ্মের সন্ধানে কৈলাস পর্বতে আসেন। সেখানে তিনি কৈলাসশৃঙ্গ এবং কুবের ভবনের কাছে প্রবাহিত একটি মনোরম পার্বত্য নদী দর্শন করেন। এই নদী কুবেরের অধীনস্থ অঞ্চলে প্রবাহিতা এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া মানুষ তো দূরের কথা স্বয়ং দেবতারাও সে নদী স্পর্শ করতে সাহস করেন না। কিন্তু ভীম পদ্ম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুবেরের অনুমতি ছাড়াই নদীতে নামেন। কুবেরের অনুগামী রাক্ষসগণের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে সেই সময় ভীমের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।

বনবাসকালে পাণ্ডবরা বহু পবিত্র পর্বত ও নদী দর্শন করেছিলেন। এই সময় হিমালয়বাসী ঋষি আষ্টিষেণ যুধিষ্ঠিরকে জানান যে, হিমালয় পর্বত শ্রেণির উত্তরের সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলটিই কৈলাস পর্বত নামে পরিচিত। জল ও বায়ু সেবনকারী মহাত্মাগণ আকাশপথে পূর্ণিমা ও প্রতিপদ বা অমাবস্যা ও প্রতিপদের সন্ধিক্ষণে এসে কৈলাস পর্বতের আরাধনা করেন। প্রতিপদ ও পঞ্চদশীর সন্ধিকালে যক্ষরাজ কুবের কৈলাসেই আবির্ভূত হন। এটি অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরী, মহানাগ প্রভৃতির বিচরণক্ষেত্র। মানুষ কখনোই কৈলাস পর্বতে যেতে পারে না, কারণ এটি দেবতাদের ক্রীড়াঙ্গন। একমাত্র সিদ্ধ দেবর্ষিগণই কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গ অতিক্রম করতে পারেন। ভুলবশত কোনও সাধারণ প্রাণী কৈলাস অতিক্রম করলে কুবের অনুচর রাক্ষসরা তাঁদের লৌহশূল দিয়ে আঘাত করেন।

ইন্দ্রপদ লাভের পর রাজা নহুষের কৈলাস পর্বতে বিচরণের কথা মহাভারতের উদ্যোগপর্বেও পাওয়া যায়।

কৈলাস পর্বতটি গঙ্গামহাদ্বার (সম্ভবত গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থলের পশ্চিমে অবস্থিত, এমন একটি উল্লেখ মহাভারতের উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায়।) এই প্রসঙ্গে আরেকটি দৈব ঘটনার কথা উল্লেখ করি। মহর্ষি ভৃগু এক সময় কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। একবার ঋষি ভরদ্বাজ সেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য মহর্ষি ভৃগুর কাছে গিয়েছিলেন।

মহর্ষি অষ্টাবক্র ঋষি বদান্যের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকেই বিবাহ করবেন বলে স্থির করেন। মহর্ষি বদান্যকে তিনি এই বিবাহে সম্মতিদানের জন্য অনুরোধও করেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রকে কন্যাদান করতে সম্মত হন কিন্তু শর্ত রাখেন যে, তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই অষ্টাবক্র তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন। মহর্ষি বদান্যের সেই শর্তপূরণ করার জন্য অষ্টাবক্র একবার বহু পর্বত ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি কৈলাস পর্বতও প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

দক্ষরাজার কন্যা সুরভি অর্থাৎ গোমাতা একবার কৈলাস পর্বতে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মার বরে সুরভি অমরত্ব লাভ করেন এবং তিনি ত্রিভুবনের উপর একটি বিশেষ লোকে বাস করার বর পান। এই লোকটি তাঁর নামানুসারেই গোলোক নামে পরিচিত হয়। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে, মেরু পর্বতের দক্ষিণে কৈলাস পর্বতটি অবস্থিত। পুরাণে কৈলাস পর্বতের মধ্যভাগে ছত্রিশ যোজন পরিমাণ বিস্তৃত একটি মনোরম বনভূমির কথা পাওয়া যায়। সেটি বিভিন্ন প্রকারের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ এবং ভয়ংকর জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ।

বায়ুপুরাণে কৈলাস পর্বতের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, কৈলাস পর্বত সমস্ত পুণ্যাত্মা ভগবদ্ভক্তজনের বাসভূমি। কৈলাস পর্বতের পূর্বশৃঙ্গে দশটি গন্ধর্ব নগরের অবস্থান। সুবাহু, হরিকেশ, চিত্রসেন, জর প্রমুখ গন্ধর্ব এইসব নগরের অধিপতি। আর কৈলাসের পশ্চিম শৃঙ্গে রয়েছে একাধিক যক্ষের ভবন। এছাড়াও সেখানে ত্রিশটি সমৃদ্ধ মহাযক্ষ গৃহ রয়েছে। মহামালী, সুমন্ত্র প্রভৃতি এইসব মহাযক্ষ গৃহের অধিপতি। কৈলাস পর্বতের দক্ষিণে হিমালয় পর্বতের অবস্থান।

পুরাণে মন্দাকিনী নদীর গতিপথ বর্ণনা করতে গিয়ে কৈলাসের প্রসঙ্গ এসেছে। বলা হয়েছে যে, পঞ্চকূট পর্বত থেকে মন্দাকিনী নদী কৈলাসে এসে পৌঁছেছে।

কৈলাস পর্বতের পাদদেশে মন্দ নামক জলধারা এবং সেখান থেকে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তির কথা বারবার বলা হয়েছে পুরাণে। কৈলাস পর্বতের উত্তর-পূর্বে চন্দ্রপ্রভ নামে একটি রত্নমণ্ডিত পর্বত অবস্থিত। কৈলাসের দক্ষিণ-পূর্বে সূর্যপ্রভ নামে একটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। কৈলাসের দক্ষিণে ধাতুময় দুর্গম এবং ভয়ংকর জীবজন্তু অধ্যুষিত বৈদ্যুতগিরি অবস্থিত। বৈদ্যুতগিরির পাদদেশে মান সরোবর অবস্থিত। কৈলাসের পশ্চিমে শ্রীমান পর্বতের অবস্থান। উত্তরে গৌর গিরির অবস্থান।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কৈলাস পর্বত তথা কৈলাস শিখরের একটি বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে যে, কৈলাসের শৃঙ্গে মহাদেবের অবস্থান। সমগ্র শিখরটি বিভিন্ন প্রকার মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ। সূর্যের কিরণে এটিকে গলিত সোনার মতো মনে হয়। এখানে চতুর্দিকে মনোরম বৃক্ষ এবং লতার সমাহার।

কৈলাস পর্বতে ঋষি মাতঙ্গের মাহাত্ম্য-ধন্য একটি পবিত্র হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদের জলের স্পর্শে পক্ষীরাও স্বর্গ সমান উচ্চতায় উড়তে পারে।

মান সরোবরের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত কৈলাস পর্বত। এটি তিব্বতে কাংগ্রিনপোচে নামে পরিচিত। অনেকে কুয়েনলুন পর্বতের সঙ্গে কৈলাসকে একাত্মক করে দেখেন। তবে এ ধারণা সম্ভবত সঠিক নয়।

তিব্বত মালভূমির নদী ব্যবস্থার অন্তর্গত চারটি প্রধান নদী যেমন- সিন্ধু, শতদ্রু, কার্নালি এবং ব্রহ্মপুত্র কৈলাস পর্বতজাত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মেরু পর্বতের দক্ষিণে কৈলাসের অবস্থান। তবে অনেকে আবার মেরু পর্বতটিকেই কৈলাস বলে মনে করেন।

বর্তমান তিব্বতের পশ্চিমতম প্রদেশ ঙগারি (Ngari)-র দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কৈলাস পর্বত। কৈলাসগিরিবাসী নামটি আমাদের কাছে সুপরিচিত। শিব মহাদেবের অন্যতম নাম। মহাকাব্য-পুরাণে প্রায় সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবান শিব কৈলাস পর্বত শিখরে বসবাস করেন। সেই পৌরাণিক ভাবনা থেকে তাঁর এই নাম।

এই সূত্রে কৈলাসেশ্বরতীর্থ শব্দটি এসে পড়ে। এটি কিন্তু অবন্তীক্ষেত্রের অন্তর্গত একটি প্রখ্যাত শৈবতীর্থ। যে পুণ্যার্থী শিপ্রা নদীতে স্নান করে কৈলাসেশ্বর শিবকে প্রণাম করেন, আমাদের বিশ্বাস তাঁর সকল পাপ দূর হয়।

জনমত

শিলিগুড়ি জংশনে পাহাড়িয়ার স্টপ চাই

এনজেপি থেকে দিঘা যাওয়ার একমাত্র ট্রেন পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস। এনজেপি থেকে যাত্রা শুরু করে পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস শিলিগুড়ি জংশন, বাগডোগরা হয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু এই সাপ্তাহিক ট্রেনটির প্রথম তিনটি স্টপই বিহারের ঠাকুরগঞ্জ, কিশনগঞ্জ ও বারসই। শিলিগুড়ি জংশন ও বাগডোগরার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে না থেমে ঠাকুরগঞ্জের মতো ছোট গ্রাম্য স্টেশন স্টপ পাচ্ছে। তার ওপর কিশনগঞ্জ, বারসই তো রয়েইছে। উত্তরবঙ্গের কোনও স্টেশনে এমনকি শিলিগুড়ি জংশনেও ট্রেনটির স্টপ না থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জার।

এ বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মাননীয় সাংসদ ও শিলিগুড়ির বিধায়ককে একাধিকবার জানানো হয়েছে। বিষয়টি জানানো হয়েছে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ককেও। রেলের আধিকারিকদের কাছেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও সমাধান মেলেনি। এ বিষয়ে শিলিগুড়ির আপামর জনসাধারণের

উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয়তা।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

দশটা পোশাকেও পুজোর গন্ধ অমিল

শুরু হয়ে গিয়েছে দেবীপক্ষ। চারদিকে সাজোসাজো রব। বিভিন্ন প্যান্ডেলে চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। এসবের মাঝে মনে হয়, এখন পুজো মানেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রেষারেষি- কে কার আগে প্যান্ডেল উদ্বোধন করবে! হেভিওয়েট নেতাদের আগমনে সাধারণ জনগণের ভিড়কে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মণ্ডপের ভেতরে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে সময়সীমা। ঠাকুরের মুখ ভালো করে দর্শনের আগেই পেছন থেকে সিকিউরিটি গার্ডের বাঁশির শব্দ আর লাঠি তুলে শাসানি 'তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি'।

এখন অনেকেই পুজোর ক'টা দিন বাংলার বাইরে কাটাতে পারলেই যেন শান্তি পায়। পুরী-রাজস্থান- কাশ্মীর হয়ে ওঠে হলিডে ডেস্টিনেশন। আর একটু বাজেটের মধ্যে হলে তো ৪/৫ দিনের জন্য ব্যাংকক বা সিঙ্গাপুর ভ্রমণ। পুজোর টানে ঘরে ফেরার সেই আবেগটা কোথাও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ডাকের সাজের সেই প্রতিমা এখন আর চোখেই পড়ে না। নজরে পড়লেও তা হাতেগোনা। আগে দুটো পোশাক হলেই যে আনন্দটা হত এখন দশটা পোশাক কিনেও তার মধ্যে থেকে সেই গন্ধটা আর পাওয়া যায় না।

বর্তমান প্রজন্ম দুর্গাপুজোর মধ্য দিয়ে তাদের মতো করে আনন্দ খুঁজে নেয়। সেখানে প্যান্ডেল হপিংয়ের বদলে থাকে ক্যাফেতে বসে আড্ডা,

সঙ্গে খানাপিনা। তবে দুর্গাপুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, পুনর্মিলন, পুনরুজ্জীবন ও আনন্দ উদযাপনের একটি উপলক্ষ্য। এই আবেগের পরিবর্তন হলেও উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ও ঐতিহ্য কোথাও হারিয়ে যায় না। বরং তা নবরূপে বিকশিত হয়।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বন দপ্তরের ভূমিকায় হতাশ

দুর্গাপুজোর উৎসব শুরু হতে না হতেই ঝাড়খণ্ড থেকে ১৫০ জন চোরাশিকারির একটি বিশাল দল মালদার বৈষ্ণবনগরে অস্থায়ী আস্তানা গেড়ে দেদারে বন্য খরগোশ, বুনো শুয়োর, বন বিড়াল, নীলকণ্ঠ পাখি ইত্যাদি শিকার করতে শুরু করেছে।

অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, বন্যপ্রাণী শিকারে আইনের এত কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও মালদা বন দপ্তর থেকে ওই চোরাশিকারিদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক সাজা দেওয়ার কোনও পদক্ষেপ করাই হয়নি, বরং চোরাশিকারিদের দলটিকে ঝাড়খণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের এহেন গাফিলতি খুবই নৈরাশ্যজনক। এ প্রসঙ্গে মালদার বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, বনকর্তারা কঠোর পদক্ষেপ না করলে জেলাজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ওই চক্রটির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী

পদক্ষেপ করা বিশেষ জরুরি। কারণ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে ওই চোরাশিকারিদের দলটি প্রশ্রয় পাবে এবং ভবিষ্যতে চোরাশিকারিদের উপদ্রব যে আরও বাড়বে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৫২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সতর্কতার বাড়াবাড়ি ৫। বাসের বা চাষের জমি ৬। বাচালতা ৮। চক্রধারী, চক্রান্তকারী, খল, কুটিল ৯। দৈহিক শক্তি, খেলার উপকরণ, ইউরোপীয় নাচবিশেষ ১১। চকচকে, চটক আছে এমন, বিস্ময়কর ১৩। বাঁকানো ছোরাবিশেষ ১৪। স্বপক্ষীয় লোকজন।

উপর-নীচ : ১। জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক ২। পুত্র ৩। পুত্র কামনায় ব্রত-উপবাস ৪। তিরস্কার, ভর্ৎসনা, ধমক৬। বাঁকা, প্রতিকূল ৭। কৃপণ ৮। চাঁদামাছ ৯। বিয়ের পাত্রপাত্রীর একজন ১০। মৃদু লকলকভাব ১১। সবজি, ডাঁটা প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ব্যঞ্জনবিশেষ ১২। দুর্দান্ত, অতি দুরন্ত বা অশান্ত ১৩। সাজপোশাক, বেশভূষা, ছদ্মবেশ, বিভোর।

সমাধান ■ ৪২৫১

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। চাউর ৫। উপরচালাক ৬। উপমা ৭। শরম ৯। উপসংহার ১২। নন্দন ১৩। শতানীক।

উপর-নীচ : ১। হাউমাউ ২। বিলাপ ৩। চামচা ৪। রক্তক ৫। উমা ৭। শর ৮। মকমক ৯। উদ্যান ১০। সদন ১১। হাপিশ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিদায় জুবিনদা

চোখের জলে ভাসল অসম

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল জুবিন গর্গের। অসমের ভূমিপুত্রকে একুশ তোপ ধ্বনি দিয়ে সম্মান জানাল রাজ্য সরকার। প্রথা ভেঙে গায়কের মুখাগ্নি করলেন তাঁর বোন পালমি বড়ঠাকুর। প্রিয় জুবিন দা'কে শেষ বিদায় জানাতে গোটা অসম যেন ভিড় জমিয়েছিল গুয়াহাটির অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে কামরূপের কামারকুচি গ্রামে যাওয়ার রাস্তার দু'পাশে।

এদিন ভোরে ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে জুবিনের দেহ নিয়ে ২০ কিলোমিটার দূরে কামারকুচি গ্রামের উদ্দেশে রওনা হন জুবিনের আত্মীয়-বন্ধুরা। কনভয়ের নিরাপত্তায় ছিল বিরাট পুলিশবাহিনী। রাত থাকতেই কমপ্লেক্সের আশপাশে জড়ো হয়েছিলেন বহু মানুষ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি যত এগিয়েছে রাস্তার পাশের ভিড় আরও বেড়েছে। প্রিয় গায়কের প্রিয় গান 'মায়াবিনি রাতির বুকুত' গেয়েছেন ভক্তরা। বছর দুয়েক আগে এক অনুষ্ঠানে জুবিন মজার ছলে বলেছিলেন তিনি মারা গেলে সারা অসম এই গানটাই গাইবে। গায়কের ভবিষ্যদ্বাণী যেন মঙ্গলবার ফলে গেল।

স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় দৃশ্যত ভেঙে পড়েন জুবিন পত্নী গরিমা সাইকিয়া। শেষশ্রদ্ধা জানানোর সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও। উপস্থিত ছিলেন অসম বিধানসভার স্পিকার বিশ্বজিৎ দাইমিয়া এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। শেষকৃত্যের সন্ধিক্ষণে নীরবে প্রভুকে বিদায় জানিয়েছে জুবিনের ৪ প্রিয় পোষ্য ইকো, দিয়া, র‍্যাম্বো আর মায়া। কামারকুচির যে জায়গায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সেখানেই হবে জুবিনের স্মৃতিসৌধ। এজন্য ১০ বিঘা জমি বরাদ্দ করেছে অসম সরকার।

বিদায়বেলাতেও জুবিনের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রয়েছে। সিঙ্গাপুরে হওয়া প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জলে ডুবে মৃত্যুর উল্লেখ আছে। কিন্তু কিছু প্রশ্ন রয়ে যাওয়ায় সোমবারই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের কথা জানিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। সেই মতো মঙ্গলবার ভোরে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জুবিনের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এইমসের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। সন্ধ্যাপর্যন্ত সেই রিপোর্টের ফল জানা যায়নি।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শুধু বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ দাবি করেননি। তবে কয়েকটি মহলে প্রশ্ন ওঠায় আমরা গায়কের স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জুবিনের মৃত্যু নিয়ে কোনও বিতর্ক হোক এটা কখনোই কাম্য নয়।' ভূমিপুত্র গায়কের মৃত্যুর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অসম পুলিশের একটি দল সিঙ্গাপুর যাবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কান্না, আবেগ, বিতর্ক... সব কিছুকে পিছনে ফেলে বিদায় জুবিন দা।

জুবিন গর্গের শেষ বিদায়ের মুহূর্তে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী গরিমা। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে।

চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার শাহরুখ, রানির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হল ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়। জওয়ান সিনেমার জন্য বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান এবং টুয়েলভথ ফেল সিনেমার জন্য বিক্রান্ত মাসি পান সেরা অভিনেতার পুরস্কার। তিন দশকের কেরিয়ারে এটি শাহরুখের প্রথম জাতীয় পুরস্কার। অপরদিকে বঙ্গললনা রানি মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হন সেরা অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'-তে অভিনয়ের জন্য।

দাদাসাহেব ফালকে মোহনলালকে

রানি মুখোপাধ্যায় এদিন বাদামি শাড়িতে উপস্থিত হন। তাঁর 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'-সিনেমাটি বাস্তব ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেখানে নরওয়েতে ভারতীয় অভিবাসী দম্পতি সাগরিকা চক্রবর্তী ও অনুরূপ ভট্টাচার্য-র সন্তানদের ২০১১ সালে নরওয়ে কর্তৃপক্ষ হেপাজতে নেন। সেখান থেকেই এক মায়ের তার সন্তানদের ফিরে পাওয়ার লড়াই শুরু হয়।

চলচ্চিত্র জীবন ও অবদানের জন্য বিশিষ্ট মালয়ালম অভিনেতা মোহনলালের হাতে তুলে দেওয়া হয় দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। দর্শকরা দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। পুরস্কার গ্রহণের আগে একটি সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, যেখানে তাঁর মালয়ালম, তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও হিন্দি সিনেমায় কাজ তুলে ধরা হয়। পুরস্কার গ্রহণের পর মোহনলাল বলেন, 'এই মুহূর্তটি শুধু আমার নয়, এটি পুরো মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতের। আমি কখনও ভাবিনি এই দিনটি আসবে এবং আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি আমাদের শিল্পের পথপ্রদর্শক ও দর্শকদের পক্ষে। সিনেমা আমার আত্মার স্পন্দন।'

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার নিচ্ছেন শাহরুখ খান। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

বিহারে কংগ্রেসের বৈঠক আজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ১০০ বছরেরও বেশি সময় পর ফের বিহারে বসতে চলেছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। বুধবার পাটনার সদাকত আশ্রমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। শেষবার ১৯২২ সালে গয়ায় হয়েছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার বিহারের মাটিতে বসতে চলেছে কংগ্রেসের বৈঠক। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিহার এবং কংগ্রেসের কাছে। দলের মতে, বিহার নির্বাচন শুধু একটি আঞ্চলিক লড়াই নয়, বরং বিরোধীদের কাছে এটি 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর সমান। এই বৈঠকে একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হবে। এর মধ্যে অন্যতম হবে সদ্য সমাপ্ত ১৩০০ কিলোমিটারের ভোটার অধিকার যাত্রার সাফল্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিহারবাসীকে ধন্যবাদ জানানোর প্রস্তাব। বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের দাবি, কংগ্রেসের রণকৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি ভোট চুরি ইস্যুতেও বুধবার বৈঠক থেকে সুর চড়াতে পারেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস এবার এই ইস্যুকেই সামনে রেখে গোটা দেশজুড়ে রাজনৈতিক লড়াই চালাতে চায়। নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও আলোচনা হবে বৈঠকে। লোকসভার বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' কংগ্রেসকে নতুন উদ্দীপনা দিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছে 'ভোট চোর গদ্দি ছোড়' কর্মসূচি, যা চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত। এই অভিযানের লক্ষ্য ভোট চুরির বিরুদ্ধে পাঁচ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা, যা পরে রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হবে। মঙ্গলবার কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রাজেশ কুমার এই সংক্রান্ত নির্দেশ সমস্ত জেলা, ব্লক ও মণ্ডল সভাপতির হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রতিদিনের অগ্রগতি রিপোর্ট সরাসরি এআইসিসি-তে পাঠানো হবে।

এদিকে বিহারে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভোট হওয়ার সম্ভাবনা। গতবার কংগ্রেস ৭০ আসনে লড়ে মাত্র ১৯টিতে জয় পায়। এবারে আসন রফায় তারা প্রায় ৬০ আসনের দাবি তুলছে। ইতিমধ্যেই তেজস্বী যাদবের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

টিকা, টাইলেনল থেকে কাঁচা দুধ

ট্রাম্প, কেনেডির দাবিতে অবাক বিশেষজ্ঞরা

ওয়াশিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর : গোটা বিশ্বে তখন মরণ কামড় দিচ্ছিল করোনা। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচতে কোভিড টিকাকরণের তোড়জোড় চলছে দেশে দেশে। আমেরিকায় তখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদ শেষের পথে। বিদায়ি প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, কোভিড টিকা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। গবেষণায় অবশ্য ট্রাম্পের দাবির সমর্থন মেলেনি।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর নয়া তত্ত্ব চিকিৎসক, গবেষক, বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তবে ট্রাম্প একা নন, এবার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমেরিকার স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়ার। সম্পর্কে তিনি আমেরিকার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাগ্নে। তাঁর ও ট্রাম্পের জোড়া দাবি বিতর্কের ঝড় তুলেছে।

সোমবার তিনি দাবি করেন, গর্ভবতী মায়েদের টাইলেনল জাতীয় ওষুধ গ্রহণ নাকি গর্ভস্থ শিশুদের মধ্যে অটিজমের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। ভারতে টাইলেনল প্যারাসিটামল নামে পরিচিত। ভারত সহ বহু দেশে এই ওষুধের বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমেরিকার টাইলেনল উৎপাদনকারী ওষুধ সংস্থাগুলি অবশ্য এটির এ ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। ট্রাম্পও নিজের দাবির পক্ষে কোনও তথ্য-প্রমাণ দাখিল করেননি। মাত্র ৫ মাসে আমেরিকাকে অটিজম মুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছেন, 'সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা জানতে পারব যে অটিজম মহামারির কারণ কী এবং আমরা সেই কারণগুলি

যা নিয়ে বিতর্ক

- গর্ভবতী মায়ের টাইলেনল ওষুধ সেবন গর্ভস্থ শিশুর অটিজমের সম্ভাবনা বাড়ায়
- শিশুদের টিকাকরণ সূচির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন
- মাম্পস, হাম, রুবেলা, হেপাটাইটিস বি টিকার ব্যবহার বন্ধের পক্ষে সওয়াল
- কাঁচা দুধ খেলে শারীরিক সমস্যা হয় না

নির্মূল করতে সক্ষম হব।' সেই সঙ্গে গর্ভবতী মহিলাদের তাঁর পরামর্শ, 'আপনারা টাইলেনল খাবেন না। শিশুর জন্মের পর তাকেও এই ওষুধ দেবেন না।'

টাইলেনলেই শেষ নয়, শিশুদের অন্যান্য টিকার কার্যকারিতা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাম্প। মাম্পস, হাম, রুবেলা, হেপাটাইটিস বি টিকার ব্যবহার বন্ধ করার পক্ষে জোরদার সওয়াল করেছেন। শিশুদের টিকাকরণ কর্মসূচি পুনর্গঠনের কথাও বলেছেন তিনি। ট্রাম্প এ ব্যাপারে কোনও নির্দেশিকা জারি করলে শিশু স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। এদিন ওভাল অফিসে বক্তব্য পেশের সময় তাঁর পাশে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব কেনেডি জুনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞ মেহমেত ওজকে।

ট্রাম্পের বয়ান জারির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটান কেনেডি জুনিয়ার। তাঁর দাবি, কাঁচা দুধ খেলে কোনও শারীরিক সমস্যা হয় না। তিনি নিজে সবসময় না ফোটানো (অ-পাস্তুরিত) দুধ পান করেন। যদিও আমেরিকারই ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অথরিটি তাদের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলেছে, 'কাঁচা দুধে সালমোনেলা, ই কোলাই, লিস্টেরিয়া, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর এবং অন্যান্য বিপজ্জনক জীবাণু থাকতে পারে যা খাদ্যজনিত অসুস্থতার কারণ হয়।' সেখানে আরও বলা হয়েছে, গোরু, ভেড়া, ছাগল এবং অন্যান্য গবাদি পশুর কাঁচা দুধ তাদের শাবকদের পক্ষে নিরাপদ হলেও মানুষের ক্ষেত্রে নয়। বিশেষ করে যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম বা ক্যানসার ও এইডস আক্রান্তরা কাঁচা দুধ খেলে ব্যাকটিরিয়া ঘটিত অসুখে পড়তে পারেন।

বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চেপে দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কৌতূহলের বশে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চেপে বসেছিল বছর দশেকের আফগান শিশু। ভেবেছিল ওইভাবে তেহরান পৌঁছে যাবে। কিন্তু। তেহরান নয়, বিনা টিকিট এবং পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই দিল্লি পৌঁছে গিয়েছে সে। কেএএম এয়ারলাইন্সের বিমানে রবিবার ওই শিশুর আগমনকে কেন্দ্র করে হুলুস্থুল পড়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। দিনের শেষে অবশ্য সেই বিমানে তাকে কাবুল ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। তবে ৩৫,০০০-৬০,০০০ ফুট উচ্চতায় ওড়া বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চেপে কীভাবে একটি শিশু চলে এল, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চাপার ঘটনা বিরল নয়। তবে ওই অবস্থায় মাঝ আকাশে বাতাসের চাপ, অক্সিজেনের অভাব, হাইপোথার্মিয়া, উচ্চতাজনিত সমস্যা সহ নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়া সহ্য করে বেঁচে থাকা কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সওয়ারিদের প্রাণ সংশয় হয়।

বিমানের বাইরে ওই অবস্থায় দু-ঘণ্টা ছিল শিশুটি। বিমানবন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখে বিমানকর্মীরা তাকে সিআইএসএফ-র হাতে তুলে দেন। সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যোগ না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর শিশুটিকে কাবুলগামী সেই বিমানেই তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি মনে করিয়ে দিয়েছে ১৯৯৬-এর ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পঞ্জাবের ২ ভাইয়ের বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চেপে ব্রিটেনে পালানোর কথা।

শীর্ষে ভারতীয়

ওয়াশিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর : এইচ-১বি ভিসার 'দাম' বাড়িয়ে মার্কিন সংস্থাগুলিতে ভারতীয় পেশাদারদের যোগ দেওয়ার রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করছে ট্রাম্প সরকার। তবে সেই উদ্যোগ আপাতত ফলপ্রসূ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সোমবার ভারতীয়দের শীর্ষপদে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে আমেরিকার ২টি প্রথম সারির সংস্থা। টেলিকম সংস্থা টি-মোবাইল তাদের সিইও হিসাবে বেছে নিয়েছে শ্রীনিবাস গোপালন নামে একজন ভারতীয়কে। এতদিন টি-মোবাইলের চিফ অপারেটিং অফিসারের দায়িত্ব সামলেছেন গোপালন। তাঁর সিইও পদ প্রাপ্তিকে দক্ষতার স্বীকৃতি বলে মনে করছে শিল্পমহল। একইভাবে পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা মলসন কুয়ার্সের সিইও হয়েছেন রাহুল গয়াল। বর্তমানে মাইক্রোসফটে সত্য নাদেলা, অ্যালফাবেটে সুন্দর পিচাইয়ের মতো ভারতীয়রা শীর্ষ পদে রয়েছেন। ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ করেই যেন সেই তালিকা আরও দীর্ঘ হচ্ছে।

মণীশের কটাক্ষে অক্সিজেন বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারির নেপো কিডস খোঁচায় অস্বস্তি বেড়েছে প্রধান বিরোধী দলে। যার জেরে অক্সিজেন পেয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের মতে, কংগ্রেস সাংসদ আদতে ওই খোঁচা দিয়েছেন রাহুল গান্ধিকেই। যদিও লোকসভার বিরোধী দলনেতা সেই বিতর্কে না ঢুকে দেশের বেকারত্ব সমস্যার নেপথ্যে ভোটচুরি রয়েছে বলে পালটা মন্তব্য করেছেন। মণীশ তিওয়ারি মঙ্গলবার এক্সে লিখেছেন, '২০২৩ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কায় গোতাবায়া রাজাপাক্ষের পতন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতন, নেপালে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে কেপি শর্মা ওলির পতন এবং এখন ফিলিপিন্সের ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একটি বিষয় প্রমাণ করে দিয়েছে। সেটা হল, জেন এক্স, ওয়াই, জেডরা কোনওকিছুর ওপর কারও অধিকার বরদাস্ত করবে না।'

বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সরাসরি আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধিকে। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধিই হলেন ভারতীয় রাজনীতির আল্টিমেট নেপো কিড। জেন জেডের কথা ভুলে যান, কংগ্রেসের প্রবীণরাই ওঁর পশ্চাদমুখী রাজনীতিতে বিরক্ত। দলের অন্দরেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে।' বিজেপি নেতা নিশিকান্ত দুবেও বলেন, 'জেন জেড পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে। নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব এবং সোনিয়ার পর রাহুলকে কেন তাঁরা মানবেন?' মণীশ তিওয়ারি অবশ্য বিজেপির বক্তব্য মানতে চাননি। তিনি দাবি করেন, বিষয়টি বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চিন্তাভাবনা করা উচিত।

এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধি বেকারত্ব নিয়ে এদিনও বিজেপিকে নিশানা করেন। এক্সবার্তায় তিনি বলেন, 'দেশের যুবসমাজের সামনে বেকারত্ব এক বিরাট সমস্যা। এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে ভোট চুরি। যে কোনও সরকারের ক্ষমতায় এসে প্রথম কর্তব্যই হচ্ছে চাকরির সংস্থান করা এবং তরুণদের জন্য আয়ের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু বিজেপি তো আসলে সৎ ভাবে ভোটই জেতেনি। ওরা ক্ষমতায় টিকে যাচ্ছে ভোট চুরি করে। ওরা এভাবেই সরকার দখল করে চলেছে।'

আজম খানের জামিন

সীতাপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রায় দু-বছর জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে মঙ্গলবার জামিনে মুক্তি পেলেন প্রভাবশালী সপা নেতা আজম খান। সীতাপুর জেল থেকে বেরোনোর সময় তাঁর পরনে ছিল চেনাপরিচিত সাদা কুর্তা-পায়জামা আর কালো ওয়েস্টকোট। তবে জেল থেকে বেরোনোর পর সোজা গাড়িতে চেপে চলে যান তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি। এদিন সকাল থেকেই আজম খানের জন্য জেলের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন কয়েকশো সপা কর্মী, সমর্থক। ছিলেন আজম খানের বড় ছেলে আদিব এবং সপা নেতৃবৃন্দ। এদিকে আজম খানের মুক্তির পর সীতাপুরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেজন্য প্রশাসনের তরফে বিএনএসএসের ১৬৩ নম্বর ধারা জারি করা হয়েছিল। এহেন সংখ্যালঘু নেতার জামিনে মুক্তি পাওয়াকে একইসঙ্গে স্বস্তি এবং খুশির খবর বলে মন্তব্য করেছেন সপা নেতা অখিলেশ যাদব। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এক্সে লিখেছেন, মাননীয় আজম খানের মুক্তি পাওয়ার ঘটনা একইসঙ্গে ওঁর এবং ওঁর পরিবারের প্রতি খুশির খবর। ন্যায়বিচারের বিশ্বাস টিকিয়ে রাখার জন্য আদালতকে ধন্যবাদ।

প্রাক্তন মন্ত্রীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিল্লির ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে আম আদমি পার্টি (আপ)। অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ দলের একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এবার আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের ৭.৪৪ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৫-'১৭ পর্যন্ত দিল্লির আপ সরকারে মন্ত্রী থাকাকালীন অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি করেছিলেন জৈন। বেনামেও বেশ কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি কিনেছিলেন বলে অভিযোগ। সেই মামলায় ২০১৮-তে সত্যেন্দ্র জৈন ও তাঁর স্ত্রী পুনম জৈনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল। ২০২২-এর মার্চেও তাঁদের ৪.৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। এর ফলে জৈনের বাজেয়াপ্ত সম্পদের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনায় এদিন পর্যন্ত দলগতভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়নি আপ।

জনগণের টাকায় উপহার নয়

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দীপাবলি এবং অন্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে জনগণের করের টাকায় কোনও উপহার সামগ্রী দেওয়া যাবে না। গত সপ্তাহে মন্ত্রীদের এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। বাজে খরচ কমাতেই এমন নির্দেশ বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। অর্থমন্ত্রক এক্সপেন্ডিচার দপ্তর জানিয়েছে, উৎসবের মরসুমে জনগণের টাকা খরচ করে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর নেপথ্যে খরচ কমানোর দিশাই দেখা গিয়েছে। ভারত সরকারের যুগ্মসচিব পিকে সিংয়ের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ ঠেকাতে অর্থমন্ত্রকের এক্সপেন্ডিচার বিভাগ বিভিন্ন সময় নির্দেশ জারি করেছে। সেই লক্ষ্যে এবার ঠিক করা হয়েছে, ভারত সরকারের কোনও মন্ত্রক, দপ্তর এবং সংস্থা দীপাবলি এবং অন্য উৎসবে উপহার বা অন্যান্য সামগ্রী কিনতে কোনওপ্রকার খরচ করবে না।

আত্মঘাতী সেনা

শ্রীনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আত্মঘাতী হলেন এক সেনা জওয়ান। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে সেনা হাসপাতালের বাইরে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেছেন নাকি তাঁর রাইফেল থেকে আচমকা গুলি ছুটেছে, তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। একটি সূত্র জানিয়েছে, মৃত জওয়ান সেনাবাহিনীর গাড়ি চালক। তিনি একটি ওষুধ সরবরাহের গাড়িতে ছিলেন। আচমকা গুলির শব্দ হওয়ায় সহকর্মীরা ছুটে আসেন।

ভারতীয় পড়ুয়াকে ফুসলিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাল রাশিয়া

দেরাদুন, ২৩ সেপ্টেম্বর : ইচ্ছা ছিল ভ্লাদিমির লেনিনের দেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের। কিন্তু 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা' খসে পড়ার উপক্রম হয়েছে উত্তরাখণ্ডের উদম সিং নগরের ৩০ বছর বয়সি টগবগে তরুণ রাকেশ কুমারের। পড়াশোনা দূরঅস্ত, প্রতারক চক্রের পাল্লায় পড়ে তাঁকে নাম লেখাতে হয়েছে রুশ সেনাবাহিনীতে।

রাকেশের পরিবার এখন তীব্র আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পরিবার সূত্রে যা জানা যাচ্ছে তা এই। উচ্চশিক্ষার্থে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বাসনা নিয়ে গত ৭ অগাস্ট দেশ ছাড়েন রাকেশ। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর পরিবার জানতে পেরেছে, রাকেশকে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে তাঁর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি পরিবারের। রাকেশের দাদা দীপু মৌর্য জানিয়েছেন, ভাইয়ের সঙ্গে শেষবার তাঁদের কথা হয়েছে গত ৩০ অগাস্ট। এরপর রুশ সেনার পোশাক পরা রাকেশের একটি ছবি তাঁদের হাতে এসেছে।

পরিবারের দাবি, রাকেশকে ইউক্রেনে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে। তারা ভারতের বিদেশ মন্ত্রক, মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ঘরের ছেলেকে ঘরে ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে পরিবারের তরফে।

এই ঘটনা সামনে আসার পর বিদেশে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও রাশিয়ার সামরিক নীতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এর আগেও ভারতীয়দের যুদ্ধে কাজে লাগানোর অভিযোগ ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। এই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কিন্তু নয়াদিল্লি কখনই প্রতিবাদে কড়া পদক্ষেপ করেনি। ফলে সমস্যাটা জিইয়ে ছিল।

রাকেশের উধাও হওয়ার পর থেকে এখনও নয়াদিল্লি কোনও কড়া পদক্ষেপ করেছে বলে জানা যায়নি। স্বভাবতই ওই ভারতীয় পড়ুয়ার পরিবারের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ওই পরিবারটির। যদিও এখন শুধু রাকেশের নিরাপদে দেশে ফেরার আশায় দিন গুনছে তাঁর পরিবার।

প্রবীণ কংগ্রেসিকে শাড়ি পরিয়ে মশকরা বিজেপির

কল্যাণ, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিনের বেলা এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতার হাত-পা চেপে ধরে শাড়ি পরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ডোম্বিভ্যালিতে আচমকাই রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের হাতে হেনস্তার শিকার ওই কংগ্রেস নেতার নাম প্রকাশ 'মামা' পাগারে (৭৩)।

কংগ্রেস নেতার 'অপরাধ', তিনি সোমবার লাল শাড়ি পরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি মর্ফড ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন। তারপরেই মঙ্গলবার ডোম্বিভ্যালির রাস্তায় ওই অলীক কুনাট্যরঙ্গের সূত্রপাত। এটা নাকি প্রধানমন্ত্রীর মর্ফড ভিডিও শেয়ার করার প্রতিশোধ।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাদা কুর্তা, পায়জামা এবং পালিশ করা কালো জুতো পরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রকাশ। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন বেশ কয়েকজন লোক, যাঁদের বিজেপি কর্মী বলেই দাবি করেছে কংগ্রেস। প্রকাশকে শাড়ি পরানোর চেষ্টা হলে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কী করছ কী তোমরা!' প্রকাশের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মীদের উসকে দেওয়ার নেতৃত্বে ছিলেন কল্যাণ জেলার বিজেপি সভাপতি নন্দু পরব।

দলের প্রবীণ কর্মীর অপমানের তীব্র প্রতিবাদ করেছে কংগ্রেস। জেলা সভাপতি শচীন পোটের বক্তব্য, 'এটা কেবল বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ নয়, চরম অসভ্যতাও বটে। একজন প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে কিছু বলার থাকলে থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে পারতেন বিজেপি নেতারা। তা না করে আইন হাতে তুলে নিয়ে তাঁকে অপমান করা ঘোর অপরাধ।' পোটে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হেনস্তার ঘটনায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করার।

হনুমানমূর্তি নিয়ে বিতর্ক

ওয়াশিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর : ৯০ ফুট উঁচু হনুমানের 'স্ট্যাচু অব ইউনিয়ন' মূর্তি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন টেক্সাসের রিপাবলিকান নেতা আলেকজান্ডার ডানকান। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, 'আমরা কেন এখানে ভুয়ো হিন্দু দেবতার মূর্তি রাখতে দিচ্ছি? আমরা তো একটা খ্রিস্টান দেশ।'

বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে হনুমান সহ অন্যান্য ধর্মের মূর্তি নির্মাণেও আপত্তি তুলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের এই নেতা। তিনি লিখেছেন, 'আমি (অর্থাৎ যিশু) ছাড়া আপনার অন্য কোনও ঈশ্বর থাকা উচিত নয়। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আপনি নিজের জন্য কোনও মূর্তি বা কোনও কিছুর প্রতিমূর্তি তৈরি করতে পারেন না।' রিপাবলিকান নেতার এহেন মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা হয়েছে সমাজমাধ্যমে। হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন (এইএএফ) তাঁর মন্তব্যকে 'বিরূপ এবং উসকানিমূলক' বলে নিন্দা করেছে। একই সঙ্গে সংগঠনের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছে টেক্সাস রিপাবলিকান পার্টিকে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা হাফিজুল হক - কে 01.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 45D 90893 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার কাছে জয় কেবলমাত্র অর্থের বিষয় নয়, এটি হল আর্থিক নিরাপত্তা এবং মানসিক প্রশান্তির বিষয়। এই এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের অর্থের বিনিময়ে আমি আমার প্রিয়জনদের সর্বোত্তম যত্ন নিতে এবং সুন্দর একটি জীবন উপহার দিতে পারবো। এটিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চাহিদা ও মাটির উর্বরতা বাড়াতে

অড়হর চাষ জরুরি

কুণাল নন্দী

মানুষের খাদ্যের গুণগতমান ও মাটির উর্বরতার লক্ষ্যে ডালশস্য চাষের ভূমিকা অপরিসীম। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন কমপক্ষে ৩৪ গ্রাম ডাল খাওয়া প্রয়োজন। এই হিসেবে আমাদের রাজ্যের জনসংখ্যার নিরিখে ডালের প্রয়োজন ১২ লক্ষ মেট্রিকটনের মতো। আর আমাদের উৎপাদন হয় এর মাত্র ২০-২৫ শতাংশ। ফলে অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় বলেই বাজার দর সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী থাকে।

ডালের এই ঘাটতি মেটাতে আমরা খুব অল্প খরচে এই সময়ে অড়হর ডালের চাষ করে কিছুটা চাহিদা মেটাতে পারি। শুধু ডালের চাহিদা মেটানো নয়। যে জমিতে ডাল চাষ হবে সেই জমির উর্বরতা অনেকাংশে বাড়িয়ে নিয়ে পরবর্তী ফসল চাষের খরচ কমাতে পারি। কারণ এক একর ডাল চাষে ওই জমিতে ১২-১৫ কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৩০ কেজি ইউরিয়া মাটিতে যুক্ত হয়।

সব ধরনের মাটিতেই এই অড়হর চাষ করা সম্ভব। তবে হালকা ও মাঝারি মাটি তুলনামূলকভাবে ভালো। এর চাষ আমরা বছরে দুটো সময়ে করতে পারি। একটি জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও আশ্বিন মাস। বিভিন্ন মেয়াদি জাত পাওয়া যায়। ১২০ দিনের মধ্যে হয়ে যায়-সেগুলি হল ইউপিএ, এস-১২০, প্রভাত, টিএটি-১০, টি-২১, পুষা ইত্যাদি। ১৬০ দিনে জাত হল রবি ২০/১০৫-এর মধ্যে রবি জাতটি আশ্বিন মাসে ভালো হয়। ১৮০ দিনের জাত হল চূর্ণা, শ্বেতা, বি-৭, জাগৃতি ইত্যাদি বিঘা জমিতে বীজ প্রয়োজন হয় ৩ থেকে ৩.৫ কেজি।

বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই বীজ শোধন করে নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজের জন্য ম্যাঙ্কোজেব ৭৫% -৩ গ্রাম, অথবা থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ডাল চাষের আর একটি বিষয় রাইজোবিয়াম কালচারের প্রয়োগ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের কালচার পাওয়া যায়। এই রাইজোবিয়াম কালচার প্রতি একরের বীজের ক্ষেত্রে ৪০০ গ্রাম কালচার ঠান্ডা ভাতের মারের সঙ্গে মাখিয়ে বীজের সঙ্গে মেখে নিয়ে বীজ বপন করতে হবে।

এই চাষের ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় রাসায়নিক সার লাগবে ৯.৫ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি সিঙ্গিলসুপার ফসফেট ও ১৩ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ। এই অড়হর চাষে পরবর্তীতে আর কোনও প্রকার চাপানসারের প্রয়োজন হয় না। তবে এই এলাকার মাটিতে সাধারণত ডালের ক্ষেত্রে বোরণ ও মলিবডেনামের ঘাটতি থেকে থাকে। তাই বীজ বোনার ২১ দিনের পর একবার ও ৪২ দিন পর একবার ২ গ্রাম সোহাগা এবং ১/২ গ্রাম অ্যামোনিয়া মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

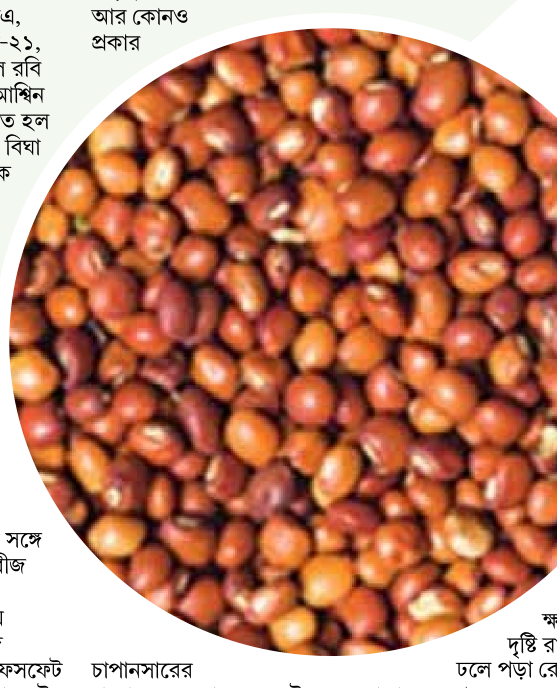

রোগ ও পোকার আক্রমণ যাতে ফসলের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এতে সাধারণত ঢলে পড়া রোগ হতে পারে। এতে দেখা যায় যে বড় বড় গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে মরে যায়। এর জন্য বীজ শোধন প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে করা দরকার এবং জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সারের প্রয়োগ রাখতে হবে। আবার মরচে রোগ হতে পারে এটি পাতার নীচে গাঢ় বাদামি দাগ হয়ে গাছ মরে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার জলে ০.৭০ মিলি প্রোপিকোনাজল অথবা ২.৫ গ্রাম মেটালক্সিল ও ম্যাঙ্কোজেব গুলে স্প্রে করলে রক্ষা হবে।

আবার পোকার আক্রমণও হতে পারে। এটি সাধারণত গুটি আসার পর গুঁটি ছিদ্রকারী পোকা হতে পারে। এরা গুঁটি ও পাতা ফুটো করে অনেক ক্ষতি করে। এদের হাত থেকে বাঁচতে প্রতি লিটার জলে ০.৭৫ গ্রাম অ্যাসিফেট অথবা ২ মিলি কার্বোসালফান গুলে স্প্রে করে রক্ষা করতে হবে। সব দিক ঠিক থাকলে বিঘা প্রতি ২০০-২৫০ কেজি অড়হর এর ফলন পাওয়া যেতে পারে।

নীচু জমিতে মাছ চাষে বিপ্লব

স্বনির্ভরতার নতুন দিশা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

দক্ষিণ দিনাজপুরের কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার দিকে এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণাকেন্দ্র (আরএএস)। দীর্ঘদিন ধরে পতিত ও জলাজমি হিসেবে চিহ্নিত প্রায় নয় বিঘা নীচু জমিকে খনন করে গড়ে তোলা হয়েছে একটি বৃহৎ পুকুর, যেখানে মাছ চাষের মাধ্যমে শুরু হয়েছে উৎপাদনমুখী একটি নতুন অধ্যায়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য শুধুমাত্র উৎপাদন বাড়ানো নয়, বরং কৃষি শিক্ষাকে আরও বাস্তবভিত্তিক করে তোলা এবং কৃষকদের হাতে নতুন আয়ের উৎস তুলে দেওয়া।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসুর প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও নির্দেশে এই উদ্যোগ গতি পায়। আগে শুধুমাত্র ফসল গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের কার্যক্রম, কিন্তু এবার প্রথমবারের মতো মাছ চাষ শুরু করে একটি বহু প্রতীক্ষিত ক্ষেত্রের দ্বার খুলে দিলেন গবেষণা কেন্দ্রের আধিকারিকরা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন ক্যাম্পাসের আর্থিক স্বনির্ভরতা বাড়বে, অন্যদিকে কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও এটি হবে হাতে-কলমে শিক্ষার এক অপূর্ব সুযোগ।

মাঝিয়ান ক্যাম্পাস

এই বিষয়ে আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের ইনচার্জ ও কৃষি কলেজের ডিন ডঃ জ্যোতির্ময় কারফরমা জানান, নীচু জমিকে পুকুরে রূপান্তর করার ফলে জমির উচ্চতা কিছুটা বেড়েছে, পরিবেশ হয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত এবং মশামাছির উৎপাতও কমেছে। মাছ চাষ প্রকল্প শুধু ক্যাম্পাস নয়, গোটা জেলার কৃষকদেরও উপকৃত করবে। প্রকল্পটি মৎস্যচাষিদের জন্যও এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যা জলাশয়ের কার্যকর ব্যবহারের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এর আগে কলা চাষে সাফল্য অর্জনের পর পুকুর খনন ও মাছ চাষে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই কৃষি মহলে প্রশংসিত হয়েছে। এটি ভবিষ্যতের কৃষি উন্নয়নের মডেল হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। এই প্রকল্প গোটা গৌড়বঙ্গের কৃষকদের কাছে হতে পারে একটি পথপ্রদর্শক দিশা।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

একবীজপত্রী আগাছা

মুথা

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্রী পাতিঘাস জাতীয় খুবই ক্ষতিকর আগাছা। সবজিখেত, বাগিচা ফসল, উঁচু ফসল খেত, লন, অনাবাদি জমিতে সারাবছরব্যাপী এদের আক্রমণ দেখা যায়। সরু ও লম্বা পাতা গুচ্ছাকারে যে কোনওভাবে সাজানো থাকে। প্রধানত রাইজোম ও টিউবারের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে। বীজের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হতে পারে। মাটির নীচে কান্ডের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়ে টিউবার তৈরি হয়। টিউবারের গা থেকে কয়েকটি সরু সুতোর মতো রাইজোম বার হয়। রাইজোমের শেষপ্রান্ত স্ফীত হয়েও টিউবার তৈরি হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে নতুন টিউবার তৈরি হয় এবং মাটির নীচে দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টকর। অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকরী কয়েকটি পদ্ধতি হল -

- গ্রীষ্মকালে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বারবার লাঙ্গল দিয়ে জমি ফেলে রাখলে বেশিরভাগ টিউবার ও রাইজোম মরে যায়।
- ফসলের খেত ডালপালায় ভরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জমি নিড়ান দেওয়া দরকার।
- বারবার নিড়ান দিয়ে মাটির ওপরের অংশ নষ্ট করলে টিউবার ও রাইজোমে সঞ্চিত খাদ্যে টান পড়ে ও জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে মারা যায়।
- খুবই উপদ্রুত স্থানে রোয়া ধানের চাষ করলে অনবরত জমা জলে বেশিরভাগ টিউবার ও রাইজোম নষ্ট হয়।

শ্যামাঘাস

একবর্ষজীবী, একবীজপত্রী ঘাসজাতীয় আগাছা। প্রাথমিক বৃদ্ধি দশাতে ধানগাছ থেকে আলাদা করে চেনা মুশকিল। তবে ধানগাছের পাতা কাণ্ডের যেখানে মেশে সেখানে পাতার গায়ে দুই ধরনের শুঁড় থাকে, কিন্তু শ্যামাঘাসে থাকে না। ইকাইনোক্লোয়া কোলোনো নামের ঘাসটি উঁচু জমিতে এবং ই.ক্রাসগালি জল থাকা ধানজমিতে হয়।

নিয়ন্ত্রণ

- আগাছা বীজমুক্ত ফসলের বীজ ব্যবহার।
- প্রতিবছর নতুন নতুন জায়গা বীজতলার জন্য বাছাই এবং বীজতলা পতিত রেখে বারবার চাষ দিলে কাজের হয়।
- আগাছা চারামুক্ত ধানচারা রোপণ।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষবাস এবং বীজের তৈরি হওয়ার আগে আগাছা টেনে তুলে ফেলা।
- ধানখেতে আগাছা জন্মানোর পূর্বে বুটাক্লোর/ প্রেটিলাক্লোর/ অ্যানিলোফস/অক্সাডায়াজোন/ বেনথিওকার্ব প্রয়োগ।
- ধানখেতে আগাছা জন্মানোর পরে প্রোপানিল/২, ৪-ডি প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়।
- আগাছা জন্মানোর পরে লেবু বাগিচায় প্যারাকোয়াট ব্যবহার করা যায়।

দূর্বাঘাস

বহুবর্ষজীবী, একবীজপত্রী ঘাস। জলাজমি ছাড়া সব জায়গায় সারাবছর দেখা যায়। গুচ্ছ শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। রাইজোম, স্টোলন ও বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বহু শাখা প্রশাখাযুক্ত স্বল্প দৈর্ঘ্যের কাণ্ড মাটির ওপর আচ্ছাদন তৈরি করে। সারাবছর গাছে ফুল ধরে। লনে ও গোচারণ ক্ষেত্রের ঘাস হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। কোনও জায়গায় একবার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সহজে দূর করা যায় না।

নিয়ন্ত্রণ

- আগাছামুক্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার।
- মে-জুন মাসের গরমে কয়েকবার গভীর লাঙ্গল দিলে শিকড়, স্টোলন প্রভৃতি শুকিয়ে যায়। তারপর জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া যায়।
- খেত ও বাগিচায় ফসলের সারির মধ্যবর্তী স্থলে কুপিয়ে দিলে কিংবা আচ্ছাদন ব্যবহার করলে কাজের হয়।
- অনাবাদি জমিতে বা কিছু ফসলখেতে (তুলো, আখ) সরাসরি ঘাসের ওপর গ্লাইফসেট/প্যারাকোয়াট স্প্রে করা হয়। ফসলের গায়ে আগাছানাশক লাগা চলবে না।

কম জমিতে বেশি উপার্জনের সুযোগ

রসুনের জুড়ি মেলা ভার

কুণাল নন্দী

বিকল্প চাষের কথা ভাবলে, রসুন চাষ, সেক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশের রসুনের মোট উৎপাদনের ৩ শতাংশ রসুনই বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দিক থেকে এর চাহিদা প্রচুর। পৃথিবীর মধ্যে রসুন চাষে আমাদের দেশ তৃতীয় স্থানে আছে। দেশে এই চাষের এলাকা কমবেশি ০.১২ মিলিয়ন হেক্টর এবং উৎপাদন ৫০.৫৫ মে.টন।

ঔষধ হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই এর ব্যবহার বিভিন্ন রকমভাবে হয়ে আসছে। অ্যান্টিবায়োটিক শ্রেণিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। শুধু দেশে নয় দেশের বাইরেও নামীদামি মশলা ও ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থার মূল রসদ হিসেবে এর চাহিদা প্রচুর।

আমাদের রাজ্যে এই চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ, তাই এর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রাজ্যের উত্তরের জেলাগুলিতেও এই চাষের জন্য উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়া আছে। কম জমিতে বেশি উপার্জনের ক্ষেত্রে রসুনের জুড়ি মেলা ভার।

জল দাঁড়ায় না এমন পর্যাপ্ত জৈবসারযুক্ত দোঁয়াশ মাটি এই চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি একটি শীতকালীন ফসল। চাষের জমির মাটির পিএইচ প্রয়োজন ৫-৭ এর মধ্যে এবং তাপমাত্রা ২০০ সেন্টিগ্রেডের নীচে থাকা খুবই জরুরি। রসুন কন্দ (কোয়া) বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অনেক উন্নত জাত আছে। যেমন-সফেদ, জি-১৪। এছাড়াও স্থানীয় জাতগুলি ব্যবহার করেও অনেক ভালো ফলন পাওয়া যায়। এর মধ্যে লালগোলা লোকাল, মুর্শিদাবাদ লোকাল উল্লেখযোগ্য।

মূলসার হিসেবে প্রতি বিঘায় ৭০-৭৫ কুইন্টাল গোবর সার ৭ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১৪ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ মিশিয়ে জমির মাটি খুব ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করে নিতে হবে। এবার ১৫ সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর লাইন করে ৭.৫ সেন্টিমিটার পর পর এবং ৫ সেন্টিমিটার গভীরে এক একটি করে কোয়া বসিয়ে হালকাভাবে মাটি চাপা দিতে হবে। লাগাবার ৩০ দিনের পর দু-সরির মাঝের আগাছা পরিষ্কার করে ৭ কেজি হারে ইউরিয়া চাপান নিতে হবে এবং গাছের গোড়ায় হালকাভাবে মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। এরপর আবার ৬০ দিনের মাথায় আগাছা পরিষ্কার করে আবার একবার মাটি ধরিয়ে দিতে হবে রসের অবস্থা বুঝে হালকা সেচ দিতে হবে।

এই চাষে রোগ ও পোকার আক্রমণ খুবই কম হয়, তবে সেচ দেওয়ার তারতম্যের ফলে গোড়া পচা রোগ হতে পারে, সেক্ষেত্রে কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০% ডব্লিউপি ৪ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

সেচের ক্ষেত্রে এই চাষে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। কোনওভাবেই অতিরিক্ত সেচ দেওয়া চলবে না। রসুন সাধারণত ১৩৫-১৫০ দিনের পর তোলার উপযুক্ত হয়। ফসল তোলার ক্ষেত্রে সাবধানতা জরুরি। কোনওভাবেই সরাসরি টেনে নিয়ে রসুন না তোলাই ভালো। সম্ভব হলে ১৫০ দিন পর সারি বরাবর পা দিয়ে গাছের গোড়া মাড়িয়ে দিয়ে দিনসাতেক রেখে তারপর হাত লাঙল দিয়ে লাইন বরাবর টেনে মাটি হালকা করে তোলাই সবচেয়ে ভালো। এতে পরবর্তীতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভালো হবে।

তোলার পর ঝুটি আকারে বেঁধে ঠান্ডা ঘরে শুকনো বালুর উপর ছড়িয়ে অথবা বাঁশ বেঁধে পর পর আঁটি ঝুলিয়ে রাখলেও চলবে। ওই ঘরে মাঝে মাঝে ধোঁয়া দিলে কোনওপ্রকার পোকার আক্রমণ হবে না, এই অবস্থাতে ৮-১০ মাস অবধি সংরক্ষণ করা যাবে। ভালো যত্ন নিয়ে চাষ করলে বিঘাপ্রতি দেড় থেকে দুই টন পর্যন্ত গড় ফলন পাওয়া যাবে।

থাইল্যান্ডের পেঁপে চাষে বিকল্প আয়

সৌরভ রায়

বিকল্প আয়ের পথ দেখাতে থাইল্যান্ডের উন্নত প্রজাতির পেঁপে চাষ শুরু করল কুশমন্ডি অ্যাগ্রিকালচার কোঅপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড। এমন উদ্যোগের পাশে দাঁড়াল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা উদ্যানপালন দপ্তর তথা জেলা প্রশাসন। সোসাইটির সিনিয়ার ম্যানেজার সুরজিৎ ঘোষ বলেন, সোসাইটির কুশমন্ডি ব্লকের মহিষবাথান সংলগ্ন ৪ বিঘা জমিতে অল্প সময়ে উচ্চ ফলনশীল উন্নত প্রজাতির থাইল্যান্ডের ১ হাজার পেঁপে গাছ লাগানো হয়েছে। একটি গাছ থেকে দুই মাসের মধ্যে দেড় কুইন্টাল পেঁপে পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। সুরজিৎবাবু জানান, এই কাজে ৪০ জন মহিলাকে প্রথম পর্যায়ে যুক্ত করা হয়েছে। বাজারে এক কেজি পেপে বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা কিলো দরে। পেঁপের ফলন শুরু হলে বাজারজাত করার সময় স্বনির্ভর দলের মহিলাদের যুক্ত করা হবে প্রশাসনের মাধ্যমে।

তিনি বলেন, পেঁপে চাষ সফল হলে এলাকার অর্থনীতি চিত্রটাও খানিকটা বদলে যাবে। এই প্রসঙ্গে জেলা শাসক বিজীন কৃষ্ণা জানান, কুশমন্ডি অ্যাগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটির এই উদ্যোগকে আমরা গোটা জেলায় ছড়িয়ে দিতে চাই। সোসাইটির এই উদ্যোগকে আমরা তাই স্বাগত জানিয়েছি এবং সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

কলা বাগানে তিনরকম সবজি চাষ

সাফল্য মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মাঝিয়ান কৃষি ক্যাম্পাসে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া একটি অভিনব মিশ্র চাষ প্রকল্প নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছে জেলার কৃষকদের জন্য। কলা গাছের ছায়ায় ফেলে রাখা ফাঁকা জমিকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের সঙ্গে কঁচুয়া, বরবটি ও ঢ্যাঁড়সের মতো সবজি ফসল ফলানো হয়েছে। এই উদ্যোগ শুধু পরীক্ষামূলক পর্যায়েই নয়, তা হয়ে উঠেছে ভবিষ্যতের লাভজনক চাষের এক কার্যকর মডেল।

২০২৪ সালের শেষদিকে শুরু হওয়া এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পে, প্রায় ছয় বিঘা কলার জমির মধ্যে এক বিঘা জমিতে মিশ্র চাষ চালু করা হয়। কলা গাছের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে বেছে নেওয়া হয় স্বল্প মেয়াদি সবজি ফসল, যা কলার ছায়ায়ও ভালো ফলন দেয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই কৃষিবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এসব সবজির বৃদ্ধিতে কলা গাছের ছায়া কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, বরং জল সংরক্ষণ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে।

বর্তমানে বাজারে কঁচুয়া, বরবটি ও ঢ্যাঁড়সের চাহিদা ও দর উভয়ই ভালো থাকায় কৃষকরা সরাসরি আর্থিক লাভের মুখ দেখছেন। এই সাফল্যে খুশি শুধু ক্যাম্পাসের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরাই নন, আশপাশের গ্রামের কৃষকরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জেলার কৃষি আধিকারিকরা প্রকল্পটি ঘুরে দেখে প্রশংসা করেছেন এবং জানিয়েছেন, এই মডেল জেলার অনেক কৃষিজমিতে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

প্রকল্পে শ্রমিকদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। কলা গাছের ফাঁকে সবজি চাষে একদিকে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে কৃষকের আর্থিক ঝুঁকি কমেছে। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগ্রহী কৃষকরা মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে এসে এই চাষ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করছেন ও কৃষিবিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিচ্ছেন।

সবমিলিয়ে, কলা চাষের ফাঁকা জমিতে মিশ্র সবজি চাষের এই মডেল ভবিষ্যতে জেলার কৃষি অর্থনীতিকে নতুন মাত্রা দিতে পারে-এমনটাই আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে জেলার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে, কৃষকদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে সাফল্যের নতুন চাবিকাঠি।

থিমে রেডিওর নস্টালজিয়া

এল এল পুজো এল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : টেলিভিশন বা টিভির দৌরাত্ম্য তখনও শুরু হয়নি, বিশ্বজগতের খবর জানতে ভরসা বেতার বা আকাশবাণী। 'মহিলা মহল' থেকে 'গীতামালা', 'শিশুকিশোর আসর' থেকে 'আজ রাতে', তখন রেডিও-র নব ঘোরাতে অভ্যস্ত বাঙালি। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সংবাদ পাঠ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। চুনী-বলরামদের যুগ ছাপিয়ে কার্তিক শেঠ অথবা ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের লড়াই শোনার জন্যও তো বিকেলের অপেক্ষা ছিল ফুটবলপ্রেমী বাঙালির। সময়ের সঙ্গে সেই সুদিন এখন অতীত। প্রবীণরা বলেন, 'কানে শুনলেও, তা ছিল চোখে দেখার থেকেও ভালো।'

এখনও যে রেডিও বাজে না, তা নয়। হাতেগোনা কিছু বাড়িতে। তবে নির্দিষ্ট একটি দিন 'মহালয়া'র জন্য। পিতৃপক্ষের অবসান এবং দেবীপক্ষের সূচনার আগে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে রেডিও নীচে নামে। ঝুল, নোংরা পরিষ্কার হয়। ঝেড়েমুছে ব্যাটারির পরিবর্তন করা হয়। মহালয়ার পর আবার বছরভর ধুলো জমে। রেডিও নিঃসন্দেহে প্রবীণদের কাছে আবেগ। রেডিও প্রসঙ্গ উত্থান করলে তাই অনেকেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। এবার পুজোয় এই নস্টালজিয়াকেই ধরতে চাইছে শিলিগুড়ির সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। তাই ৪৬তম বর্ষের থিম 'স্বর্ণযুগের গান, রেডিও ছিল প্রাণ'। উদ্যোক্তারা বলছেন, দেবী দর্শনে প্রচুর প্রবীণ মানুষ আসেন। তাঁদের সেই অতীত ফিরিয়ে দিতেই এই প্রচেষ্টা। নতুন প্রজন্মকে অতীত সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়াস।

শিলিগুড়ির সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপ। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মহালয়া-বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-দুর্গাপুজো, বাঙালির কাছে সমার্থক শব্দ। তাই পুজোর থিম যখন রেডিওকেন্দ্রিক, তখন তো আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে বাইরে রাখা যায় না, রাখার চেষ্টাও করেননি পুজো উদ্যোক্তারা। মণ্ডপের প্রবেশপথেই থাকবে বিশালাকার একটি রেডিও এবং তার নীচে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ছবি। প্লাইউড, বাঁশ সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে রেডিওটি। দেখে মনে হবে সত্যিকারের রেডিও। তবে মণ্ডপসজ্জাতে ব্যবহার করা হচ্ছে একাধিক আসল রেডিও। মণ্ডপের ভেতর একটি গ্রামোফোন ও বিভিন্ন রেকর্ড। স্বর্ণযুগের বিভিন্ন গানের কলি ফুটে উঠবে মণ্ডপের ভিতর। যা চোখে পড়তেই, মন গেয়ে উঠতে বাধ্য, 'এই পথ যদি না শেষ হয়...' অথবা 'এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না...'। স্মৃতিতে ফিরে আসবেন সন্ধ্যা-আরতি-প্রতিমা-কিশোর-হেমন্ত-মান্নারা।

থিম পরিচালনায় রয়েছেন পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ রানা সাহা। তিনি জানালেন, শুধু স্বর্ণযুগের গান নয়, মণ্ডপে পা রেখে শোনা যাবে, বিভিন্ন কমেন্ট্রি এবং সংবাদ পাঠ। ৮ লক্ষ টাকার পুজোর উদ্বোধন চতুর্থীতে। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা গড়েছেন শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী দেবেশ পাল।

মণ্ডপের কাজ দেখছিলেন স্থানীয় লক্ষ্মণ সাহা। একগাল হেসে বললেন, 'ছোটবেলা থেকে এই পুজো দেখছি। রেডিও নিয়ে যে থিম হতে পারে, তেমন ধারণাই ছিল না। কয়েকদিন ধরে কাজ দেখছি। শিল্পীদের দক্ষতায় আমি মুগ্ধ। মা আসছেন, তাই মনটাও বেশ ভালো থাকছে আজকাল।'

ভিনটেজ গাড়িতে পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক কলেজের প্রাক্তনী নগেন্দ্রনাথ রায় (বাঁ দিকে)। শোভাযাত্রা। -সঞ্জীব সূত্রধর

বিরক্ত শিলিগুড়ি, সাফাই বণ্টন সংস্থার

আমেজে ব্যাঘাত বিদ্যুৎ বিভ্রাটে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উৎসবের আমেজে গা ভাসিয়েছেন শহরবাসী। টানা বৃষ্টি শেষে ঝলমলে রোদ এসেছে আকাশে, শেষ কয়েকদিনের বেচাকেনায় বাড়তি লাভের আশায় হাসি খেলেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। ঠিক তখনই বিরিয়ানির মধ্যে এলাচের দানার মতো, এক বাটি দুধে এক ফোঁটা লেবুর রসের মতো পুজো মুডে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। যার জেরে নাজেহাল নাগরিকরা।

অভিযোগ, ভোর থেকে বিকেলের মধ্যে যখন-তখন শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে। পাশাপাশি প্রাক পুজো মেরামতির জন্য এলাকাভিত্তিক পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনেও পরিষেবা বন্ধ থাকছে। চড়া রোদে ঘেমেনেয়ে বাড়িতে ঢুকে শান্তি নেই। বিদ্যুৎ না থাকলে ফ্যান চলে না, এসিও চালু করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার শিলিগুড়ির আঞ্চলিক ম্যানেজার বিদীপরঞ্জন বর্মনের অবশ্য দাবি, 'উৎসবের দিনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রাক পুজো মেরামতি হচ্ছে। মণ্ডপে মণ্ডপে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হয়েছে। ফলে এলাকাভিত্তিক কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়। তবে, ঘনঘন লোডশেডিংয়ের মতো কোনও বিষয় নেই।' কর্তা অভিযোগ না মানলেও শহরবাসী বেজায় ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবি, কখন কোন এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা থাকছে, কোথায় কতক্ষণ পাওয়ার কাট করার কথা, সেই জায়গা কতক্ষণ বিদ্যুৎহীন থাকছে ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন না সংস্থার কর্তারা। ফলে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি নিজেদের মর্জিমাফিক কাজ করে।

গত এক মাস ধরে শহরজুড়ে বিদ্যুতের প্রাক পুজো মেরামতি চলছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নির্দিষ্ট শিডিউল মেনে তিন-চার ঘণ্টা করে পরিষেবা বন্ধ রেখে সংস্কার করা হয়। এছাড়াও ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত আচমকা বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর দাবি, ভোরের দিকে এমন ঘটনা বেশি ঘটে। শক্তিগড়, ডাবগ্রামের সূর্যনগর, মহিলা কলেজ সংলগ্ন এলাকা, উত্তর ভারতনগর, শান্তি মোড়, মহানন্দাপাড়া, সংহতি মোড় সহ আশপাশের এলাকা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, একদিকে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে, অপরদিকে যখন-তখন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং থাকায় সকলের ভীষণ কষ্ট হয়। বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের।

চানাপট্টির বাসিন্দা সুমিত দাসের অভিজ্ঞতায়, 'সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ হঠাৎ কারেন্ট চলে গিয়েছিল। ১২টা নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। আবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট থেকে প্রায় এক ঘণ্টা এয়ারভিউ মোড় থেকে চানাপট্টি হয়ে মহানন্দাপাড়ার প্রায় পুরো

অংশ বিদ্যুৎহীন ছিল।' একই পরিস্থিতি হয়েছে আরও একাধিক জায়গার। মঙ্গলবার ভোর থেকে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে অতুলপ্রসাদ সরণির দুধ মোড় সংলগ্ন এলাকা। সেখানকার বাসিন্দা অমিত রায়, বিবেক সরকারের অভিযোগ, 'ভোর ৫টা ৩০ মিনিট থেকে ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকবে না বলে মাইকে প্রচার চালানো হয়েছিল। অথচ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে সকাল ১০টার পর। শিলিগুড়িতে এভাবে ঘনঘন লোডশেডিং দীর্ঘদিন পর দেখছি।'

বিগ বাজেটের প্যান্ডেলে মেশিনের মাধ্যমে রং করা হয়। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটছে। কোথাও আবার আলোকসজ্জার কাজে সমস্যা হচ্ছে। এতে বিরক্ত পুজো উদ্যোক্তারা। অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরাও। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা রাজু সাহা বলেছেন, 'পুজোর আগে বাজারে মানুষের ভিড় বেড়েছে। তার মধ্যে লোডশেডিং হলে তো মুশকিল। অন্ধকার ঘরে ফ্যান ছাড়া ক্রেতারা থাকবেন কীভাবে? বিদ্যুতের প্রাক-পুজো সংস্কার আরও আগেই করা উচিত।'

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্তাদের যুক্তি, 'পুজোয় বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে প্রতি বছর। সেজন্য অস্থায়ী ট্রান্সফর্মার বসানো, পুজোমণ্ডপে সংযোগ দেওয়া এবং গাছের ডালপালা ছাঁটাই হচ্ছে। দিনে গরম বেশি হয়, তাই ভোরের দিকে কাজ হয়। চারশোর বেশি পুজোমণ্ডপে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হচ্ছে। ফলে একটু সমস্যা হবেই।'

৭৫ বছর পূর্তিতে শোভাযাত্রা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শহরে শোভাযাত্রা করল শিলিগুড়ি কলেজ। মঙ্গলবার সকালে কলেজ মাঠ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। সেখানে পা মেলান প্রবীণ প্রাক্তনী থেকে নবীন ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তথা পদ্মশ্রী নগেন্দ্রনাথ রায়। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে বেরিয়ে বিধান রোড, পানিট্যাঙ্কি মোড়, সেবক মোড়, হাসমি চক হয়ে শোভাযাত্রাটি আবার কলেজে ফিরে আসে।

মিছিলে পা মেলানোর পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব কলেজের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে তৈরি লোগো হাসমি চকে উন্মোচন করেন। শোভাযাত্রায় বাঙালি, নেপালি সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। ট্যাবলোতে বিভিন্ন মনীষীর ছবির পাশাপাশি তাঁদের বাণী তুলে ধরা হয়। দুর্গাপুজোকে মাথায় রেখে শোভাযাত্রার সামনে ছিল সারি সারি ঢাকির দল। প্রতিটি বিভাগের পড়ুয়ারা আলাদা ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রায় পা মেলান। পাশাপাশি পরিবেশ, প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

কলেজে শোভাযাত্রাটি শেষ হওয়ার পর সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। কলেজের পড়ুয়ারা গান, নাচ পরিবেশন করেন। এদিনের শোভাযাত্রায় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও পরিচালন সমিতির সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ডঃ জিনিয়া মিত্র, অধ্যাপক অমল রায়, বিদ্যাবতী আগরওয়াল সহ অন্য অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন।

রোড সেফটি নিয়ে বৈঠক

ইসলামপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা রোড সেফটি কমিটির মিটিং হয়। মহকুমার সমস্ত বিডিও, ডালখোলা ও ইসলামপুর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার, ডিএসপি ট্রাফিক, আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তা সহ অন্য আধিকারিকরা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবের নেতৃত্বে মিটিংটি হয়। টোটো নিয়ন্ত্রণে টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর দেওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এই মর্মে প্রতিটি ব্লকে এবং পুরসভায় একটি করে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই কমিটি টোটোর রুট নিয়ন্ত্রণেও সিদ্ধান্ত নেবে। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, টোটো নিয়ন্ত্রণে পরিবহণ দপ্তরের দেওয়া গাইডলাইন মেনে চলা হবে।

যানজটে চিন্তা

ইসলামপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিউটাউন রোডের যানজট পুজোর আগে সাধারণ মানুষ সহ পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। পুর টার্মিনাস থেকে পার্ক মোড় পর্যন্ত যত্রতত্র যানবাহন পার্কিং, দোকানপাট গজিয়ে ওঠায় পরিস্থিতি জটিল আকার নিয়েছে।

এই রোডের পাশে একাধিক মল গড়ে ওঠায় ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবারও দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানজট। সন্ধ্যার পর মলগুলিতে পুজোর বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষের চলাচলের গতি রুদ্ধ করে দিচ্ছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করতে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানান পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যমেলা কমিটির ছোট নাটকের উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আজ মঞ্চস্থ হবে দুটি নাটক। দর্পণ নাট্য সংস্থার 'সুন্দর' ও শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গের প্রযোজনা 'রৌদ্র দিনের লাবণ্য'। সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে।

৭৮তম বর্ষে বান্ধব সংঘের আয়োজন। শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি।

শান্তির বার্তা নিয়ে মা আসছেন ফুলের সাজে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কথায় আছে যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট। প্রত্যেক দেবদেবীর একটি করে পছন্দের ফুল রয়েছে। ফুল ছাড়া যে কোনও পুজো যেন অসম্পূর্ণ। আবার একেক রকমের ফুল একেক ঋতুর জানান দেয়। যেমন- শিউলি বা কাশফুলের নাম শুনলেই মনে আসে শরৎকালের কথা। সেইসঙ্গে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মা দুর্গার মুখ। যদি সমগ্র মণ্ডপসজ্জায় থাকে বাহারি ফুল তাহলে কেমন হবে। ৭৮তম বর্ষে বান্ধব সংঘে দেখা যাবে 'ফুলের মাঝে মা'।

শহরের ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বান্ধব সংঘের পুজো। বর্তমানে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তাঁরাও নিজেদের পুজোয় এনেছেন থিমের ছোঁয়া। এবছর এই মণ্ডপে ঢুকলে দর্শনার্থীরা ফুলের স্নিগ্ধতার সঙ্গে শান্তি অনুভব করবেন বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা। পুজোর বেশ কয়েকমাস আগের থেকে মণ্ডপ গড়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবছর এই পুজোর বাজেট প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

মণ্ডপের সামনে এখন জোরকদমে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। মণ্ডপের বাইরের অংশ সাজানো হচ্ছে বাহারি কৃত্রিম ফুল দিয়ে। পদ্ম, কাশফুল এমনকি ময়ূরের পালক রয়েছে। এই ভিন্ন ধরনের মণ্ডপটি তৈরি করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে কয়েকজন শিল্পী এসেছেন। পুজোর আয়োজকরা জানান, মা সাজবেন ফুলের গয়নায়।

কেন পুজোর থিম হিসেবে ফুলকে বেছে নেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কোষাধ্যক্ষ সৌমেন দে বলেন, 'ফুল শান্তির বার্তা বহন করে। বর্তমান সময়ে যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ, অশান্তি ও অরাজকতা চলছে সেখানে দেবী দুর্গা যেন শান্তি, মিত্রতা ও ভালোবাসার বার্তা নিয়ে মর্ত্যে আসছেন। মৈত্রী ও ঐক্যতার বার্তা দিতেই এই থিম।'

থিম বা মাতৃমূর্তির থেকেও এই পুজোর মূল আকর্ষণ হল আন্তরিকতা। এই এলাকার বাসিন্দা যাঁরা কর্মসূত্রে এখন প্রবাসী তাঁরাও পুজোর এই কয়েকটা দিন বাড়িতে ফিরে আসেন। এমন একজন হলেন সুদেব রাহা। এই পুজোর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যেন নিজের ছোটবেলার দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, 'ছোটবেলা থেকে এখানে বড় হয়েছি। পুজো মানে আমার কাছে পাড়ার পুজো। এই পুজোকে ঘিরে কত আনন্দ করেছি। আজও এই পাড়ার পুজোর টানে বাড়ি ফিরি। দু'বছর পর এবছর বাড়ি ফিরলাম। এই পুজোটাও সবার সঙ্গে মিলে হইহুল্লোড় করে কাটাব।' এলাকার এক পুরোনো বাসিন্দা রাখি দে জানান, এই পুজোর সঙ্গে তাঁর বহু স্মৃতি ও আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। ৩০ বছর আগে তিনি বিবাহসূত্রে এই এলাকায় এসেছিলেন। তাঁর কাছে এই পুজো সবার সঙ্গে আনন্দ করে কাটানোর উৎসব।

পুজোর দিনগুলিতে মায়ের ভোগ বিতরণের পাশাপাশি সন্ধ্যাবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এছাড়া পুজোর দিনগুলি সকলকে ঢাকের তালে মাতিয়ে রাখতে পুরুলিয়া থেকে ঢাকির দল আসবে।

পুজোয় বার্তা নারী সশক্তিকরণের

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে প্রতিবারই থিমের মধ্য দিয়ে বিশেষ বার্তা দেওয়া মিলনপল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির 'ট্রেডমার্ক'। ক্লাব সম্পাদক নির্ণয় রায় জানালেন, এ বছরের থিম 'রত্নগর্ভা'। গত বছর 'সবার ওপর মানুষ সত্য'-এর মাধ্যমে তাঁরা ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার বার্তা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন। এবার সতীদাহ প্রথা বন্ধের মতো একটি বিষয়কে তুলে ধরে নারী সশক্তিকরণের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর কথায়, 'নারীদের সশক্তিকরণ না ঘটলে ক্রীড়া থেকে রাজনীতি, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতজন সফল নারীকে আমরা পেয়েছি, তাঁদের কাউকেই পেতাম না।'

এই বছরের থিমে সতীদাহ বন্ধের পিছনে রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের কথা তুলে ধরা হবে। তুলে ধরা হবে আর এক বাঙালি যুগপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাও। এই দুই যুগপুরুষ না থাকলে যে বাঙালি নারীর সশক্তিকরণ যে আরও অনেকটা পিছিয়ে যেত, থিমে সেই বার্তাও দেওয়া হবে।

মিলনপল্লির এই বছরের পুজোর বাজেট ৪০ লক্ষ টাকা। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে আছেন সন্দীপন নাথ। তিনি বলেন, 'মণ্ডপসজ্জায় কোনওরকম অপচনশীল পদার্থ, যেমন থার্মোকল বা প্লাস্টিক, ব্যবহার করা হচ্ছে না। প্রচুর পরিমাণে প্লাইউড, অ্যাক্রেলিক শিট, ভেষজ রং ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। মণ্ডপসজ্জায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার পাশাপাশি শৈল্পিক ভাবনার দিকটিতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

মিলনপল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির এই ভাবনার কথা জানতে পেরে শহরের ইতিহাস শিক্ষক স্বর্ণালি মুখোপাধ্যায় বললেন, 'বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই পুজোর ভাবনা ভীষণ প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতার পর অনেকগুলো বছর পার হলেও, আমরা সমাজে মেয়েদের এখনও প্রকৃত স্থান দিয়ে উঠতে পারিনি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা আজও বহু অন্যায়ের শিকার হন। তাই শারদ উৎসবের আনন্দের মাঝেও নারীশক্তির সমর্থনে সামাজিক বার্তা দেওয়া একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত। মায়ের পুজোর থিমে নারী সশক্তিকরণের বার্তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।'

মিলনপল্লি সর্বজনীন পুজো কমিটির নির্মীয়মাণ মণ্ডপ।

তৃতীয়ার দিন এই পুজোর উদ্বোধন হবে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আনন্দ উদযাপনের চিত্র ভীষণ পরিচিত। শিলিগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রচুর মানুষ এই পুজো দেখতে আসেন। নকশালবাড়ির বাসিন্দা সমীরণ বর্মন বলেন, 'প্রতিবছর অষ্টমীতে পুজো দেখতে শিলিগুড়ি যাই। শিলিগুড়ির যে পুজোগুলো একেবারে না দেখলেই নয়, সেগুলির মধ্যে অন্যতম এসএফ রোডের মিলনপল্লির পুজো।' এই পুজো নিয়ে উৎসাহ আছে ব্যবসায়ীদেরও। এক ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী বলেন, 'পুজোর সময় এখানে আসা দর্শনার্থীদের কারণে আমাদের বিক্রিবাটাও অন্য সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ হয়।'

অ্যালজাইমারস নিয়ে সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ির কিনস ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেস।

ইনস্টিটিউটের নিউরো সায়েন্স বিভাগের প্রধান ডাঃ স্বয়ম প্রকাশের কথায়, 'অ্যালজাইমারস একটি প্রোগ্রেসিভ (ক্রমাগত বর্ধমান) ও অবক্ষয়জনিত স্নায়বিক রোগ। আক্রান্তদের ভালোবাসা, ধৈর্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন হয়। পরিবার ও সমাজ যদি এগিয়ে আসে, তবেই রোগীরা সুরক্ষিত অনুভব করবে।'

অনুষ্ঠানে ডাঃ রুদ্রপ্রসাদ রায় ও ডাঃ ঈশান দাশগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক সুমিত সিনহাল ও চিফ ম্যানেজার স্মরজিৎ নাথ। তাঁরা সমাজের সর্বস্তরে অ্যালজাইমারস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠান শেষে একটি বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'অ্যালজাইমারস আক্রান্তদের পাশে থাকা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে রোড রেস।

'নমো যুব রান'

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল 'নমো যুব রান'। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি পাহাড় থেকে তরুণ-তরুণীরা এসে এই রোড রেস-এ অংশ নিয়েছিলেন। যুবকল্যাণমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এই আয়োজন করা হয়। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও এদিনের রোড রেস-এ অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিজেপির রাজ্য এবং জেলার পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন। মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দির থেকে দৌড় শুরু হয়ে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে শেষ হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিকারীর হাতে যথাক্রমে ২৫ হাজার, ১৫ হাজার, ১০ হাজার, ৬ হাজার ও ৪ হাজার টাকা পুরস্কারমূল্য তুলে দেওয়া হয়।

পুজো থেকে 'দূরে' ওঁরা কাজ করেন

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলেজপাড়ায় একটি পুজোমণ্ডপের সামনে বাঁশ বাঁধছিলেন কমল সরকার। সূর্যেরতেজ সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পুজোর জামা কিনেছেন, প্রশ্ন করতেই হতচকিত হয়ে হাতিয়াডাঙ্গার কমল বললেন, 'আমাদের আবার পুজো।' স্বল্প কথায় উত্তর। কিন্তু তার মধ্যে যেন লুকিয়ে রয়েছে যন্ত্রণা। পরিবারের কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'বাড়িতে স্ত্রী, মেয়ে ও নাতি রয়েছে। নাতির জন্য তো কিনতে হবে। তবে এখনও কেনা হয়নি। কাজ শেষ হোক। সব টাকা হাতে পাই, তারপর কিনে দেব।' পুজোমণ্ডপ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত যে ছুটি নেই তাঁদের, উত্তরেই পরিষ্কার।

পালপাড়ায় মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন মৃৎশিল্পী বিষ্ণু পাল। তিনি বলছিলেন, 'তিল তিল করে মা'কে গড়ে তুলছি। দেবী দর্শন তো হয়েই যায়। যখন পুজোয় বের হই না, তখন নতুন জামা কিনে কী করব। প্রয়োজনের সময় কিনে নেব।' মণ্ডপে মৃন্ময়ীকে পাঠিয়ে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের জন্য নতুন পোশাক কিনবেন বলে জানান তিনি। ঘোগোমালি স্কুলের মাঠে কয়েকজনের সঙ্গে একমনে প্যান্ডেল বাঁধছিলেন রতন দাস। পুজোর ক'টা দিনের প্ল্যানিং জানতে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'আমার জন্য মেয়ে একটা টি-শার্ট কিনেছে। যদিও আমি দেখিনি। এমনিতে তো খুব একটা বের হই না। কিন্তু মেয়ে কিনেছে যখন, তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদিন তো বের হতে তো হবেই।'

ব্যস্ত মণ্ডপশিল্পীরা।

ওঁদের হাত দিয়েই সেজে ওঠে পুজোমণ্ডপ। জ্বলে ওঠে আলো। তৈরি হয় মায়ের মূর্তি। কিন্তু ওঁরাই থেকে যায় উৎসব-আলোর থেকে শত যোজন দূরে। একদিকে যখন শেষবেলায় বাজারে কিছুই পাওয়া যাবে না ভেবে দু'মাস আগে থেকে কেনাকাটা শুরু করে দেন এক শ্রেণির মানুষ, তখন কমলদের মতো মানুষেরা অপেক্ষা করে থাকেন কাজ শেষে হাতে টাকা পাওয়ার আশায়। শেষ বাজার থেকে যা পাওয়া যায়, তা নিয়েই ওঁরা বাড়ি ফেরেন। নতুন জামায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনিরা। অভিমান-অভিযোগ দূর হয়ে যায় মুহূর্তে। হাড়ভাঙা খাটুনির পর এতটুকুতেই ওঁদের আনন্দ।

আর দশজনের আনন্দে যে তাঁর আনন্দ বলছিলেন সমীর দাস। মণ্ডপে লাইট লাগানোর ফাঁকে সমীর বললেন, 'সবাই যাতে মণ্ডপটি ভালো করে দেখতে পান, মায়ের মুখ দর্শন করতে পারেন, তার জন্য লাইট লাগাতে হবে। এখন ফুরসত কোথায় বাজার যাওয়ার। তাই পুজোর উদ্বোধনের পর একদিন সময় বের করে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করতে হবে। একদিন কয়েকটা মণ্ডপে যাওয়ার ইচ্ছেও আছে। তবে রাতে যেতে পারি না। যদি কোনও গোলযোগ ঘটে, তার জন্য রাতে মণ্ডপে থাকতে হয়।'

রোদ-ঝড়-জল উপেক্ষা করে যাঁরা উৎসবের আবহ তৈরি করেন, তাঁরাই ব্রাত্য থেকে যান উৎসব আলো থেকে। আলো ঝলমলে শারদোৎসবে ওঁরা থেকে যান আড়ালেই।

পুজোর থিমে 'নারী'

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দেবীপক্ষ শুরুতেই ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। শক্তির আরাধনার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে শহর থেকে মফসসলের মণ্ডপে মণ্ডপে। কৈলাস থেকে এসে দেবী দুর্গা মর্ত্যলোকে পূজিতা হবেন মা, ঘরের মেয়ে উমা রূপে। তবে, সারাবছর সেই নারী আমাদের সমাজে কখনও অবাঞ্ছিত, কখনও লাঞ্ছিত, আবার কখনও ধর্ষিত। অন্যদিকে আবার এই সমাজে স্বমহিমায় সেই নারী নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, সম্মানিতও বটে। বঞ্চনা থেকে বন্দনা- নারীদের সেই বিবর্তনের দৃশ্যই এবার পুজোয় দেখা যাবে খড়িবাড়ি যুব সম্প্রদায়ের ৫৮তম বর্ষের পুজোয়। নারীদের সম্মানে খড়িবাড়ি হাইস্কুলের খেলার মাঠে আয়োজিত তাদের পুজোর এ বছরের থিম 'নারী'।

নকশালবাড়ির মণ্ডপশিল্পী মন্টু রায় বললেন, 'বহুক্ষেত্রে জন্মের পর কন্যাসন্তানের স্থান হয় আস্তাকুঁড়ে, ডাস্টবিনে। আবার এই নারীই নরপিশাচদের লালসায় ধর্ষিত হন। এই নারীরাই সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বিভিন্ন উচ্চপদে নিজস্ব যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত।' শিল্পী বলেন, 'নারীদের নানান রূপ মাটির মডেল, দেওয়ালচিত্র, ফোটোফ্রেমের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে পুজোমণ্ডপের অন্দরসজ্জায়। থিম ফুটিয়ে তুলতে শাঁখা-পলা, পাটখড়ি, সুতো, কাপড়, প্লাইউড সহ বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করা হবে। খড়িবাড়ি লোকনাথ শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পী নিরঞ্জন পাল, থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করছেন। নিরঞ্জন বলেন, 'মাটির তৈরি মায়ের মূর্তিতে নারীশক্তির এক অপরূপ আদল দেখা যাবে এবার প্রতিমায়।' চন্দননগরের কারিগরদের সঙ্গে নিয়ে আলোকসজ্জা পরিকল্পনা করছেন খড়িবাড়ির আলোকশিল্পী সবিত্র সরকার। তিনি জানালেন, খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কে সুদৃশ্য তোরণ, কলকা থাকবে। এছাড়া প্যান্ডেলে আলো-আঁধারির রকমারি আলো দর্শকদের আকর্ষিত করবে।

এনএসএসের সদস্যপদ গ্রহণ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় এনএসএস দিবস। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সূর্য সেন কলেজের এনএসএস-এর দ্বিতীয় ইউনিটে ৬১ জন নতুন সদস্য যুক্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে প্রোগ্রাম অফিসার ববিতা প্রসাদ বলেন, 'নতুন সদস্যদের অধিকাংশই প্রথম বর্ষের পড়ুয়া।' তিনি যোগ করেন, 'সূর্য সেন কলেজের এনএসএস ইউনিট দুইবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে।' এদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্র এবং বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ সুফল বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। তাঁরা নতুন সদস্যদের ভালো করে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এর পাশাপাশি সূর্য সেন কলেজের এনএসএস ইউনিট ওয়ানের পক্ষ থেকে কলেজেই একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

ধৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের আরকে সাহা মহিলা কলেজের কাছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে চারজন সোনা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় ধৃত চারজনই মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ও সোনার বড় ব্যবসায়ী। তারা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে কিশনগঞ্জকে করিডর করে পশ্চিমবঙ্গ ও ভিনরাজ্যে সোনা পাচার করত বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কলকাতার দুর্যোগে রাজ্যজুড়ে সিদ্ধান্ত

ছুটি চাপানোর ট্র্যাডিশনে ক্ষোভ

সাগর বাগচী ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে বলে রাজ্যজুড়ে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়ার কোনও মানে হয়? শিলিগুড়ি কিংবা উত্তরবঙ্গে তো সেভাবে এখন বৃষ্টিই হচ্ছে না। তাহলে স্কুলগুলোতে ছুটি দেওয়া হল কেন? জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার বিকালে স্কুল ছুটির আগে অভিভাবকদের কথাবার্তায় বারবার এই প্রশ্নগুলোই উঠে আসছিল।

মালদা জেলার ভূতনি, বৈষ্ণবনগরে বন্যা পরিস্থিতির জেরে সেখানকার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগে মুখে পড়তে হয়েছিল। ক্ষোভের সুরে অভিভাবকরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন তোলেন, তাহলে কেন তখন রাজ্য সরকার সেই পড়ুয়াদের দিকে ফিরে তাকাল না? রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন বিরোধী শিক্ষক সংগঠন।

দক্ষিণবঙ্গে গরম পড়লে উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের ওপর গরমের ছুটি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এনিয়ে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা মহলে ক্ষোভের শেষ নেই। আবার যেন সেই ছুটিই চাপিয়ে দেওয়ার পুনরাবৃত্তি দেখল গোটা রাজ্য।

শিলিগুড়ির মিলনপল্লির বাসিন্দা সুস্মিতা ঘোষের মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে পড়ে। সুস্মিতার কথায়, 'রাজ্য সরকার যা ইচ্ছে তাই করছে। প্রতিবাদ করার কেউ নেই। পুজোর আগে তো কয়েকটা দিন স্কুল হতে পারত। পুজোর ছুটি শেষ হলেই তো আবার পরীক্ষা। ক্লাস ঠিকঠাক না হওয়ার কারণে তখন ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়বে।'

সোমবার উচ্চমাধ্যমিকের সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এদিন থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে মেয়ে সোনিয়াকে নিতে এসেছিলেন অভিভাবক মৌসুমি কুণ্ডু। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়ার খবরটি তাঁর আগে জানা ছিল না।

খবর শুনেই মৌসুমি রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'কলকাতায় ছুটি দিক, এখানে তো দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এখানে তো তেমন বৃষ্টিও হয়নি আর জলও জমেনি। গরমের ছুটির সময়ও দেখেছি কলকাতায় গরম পড়লে এখানেও ছুটি দিয়ে দেয়। আর সময় সত্যিই এখানে গরম পড়ে তখন আমাদের ছেলেমেয়েরা রোদে পুড়ে স্কুলে যায়। এটা তো ঠিক নয়। দুই বঙ্গের আবহাওয়ায় ঢের পার্থক্য।'

স্কুল ছুটির পর বাড়ির পথে ছাত্রছাত্রীরা। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

ওই স্কুলের সামনে থাকা আরও এক অভিভাবক অশোক সরকার বলেন, 'এমনিতেই অনেক সময় শুনতে পাই ক্লাস ঠিকঠাক হচ্ছে না। তার ওপর ছুটি এভাবে এগিয়ে দিল। পুজোর আগে ছেলেমেয়েরা এমনিই স্কুলে যেতে চায় না। জোর করে পাঠাই যাতে পুজোর আগে পড়াশোনাটা করে রাখে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয়ভাবে ছুটি দেওয়া হল।'

সরকারি ছুটির নির্দেশিকা নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কেউই সেভাবে মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মহীতোষ দাস বলেন, 'সরকারি যে নির্দেশিকা রয়েছে সেটাই পালন করা হবে।'

তবে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি রাজ্যের ছুটির নির্দেশিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির শিক্ষা সেলের আহ্বায়ক বিশ্বদীপ ঘোষ বলেন, 'কলকাতায় বৃষ্টি, তাই সেখানের অবস্থা বিচার করে স্থানীয় স্তরে ছুটি ঘোষণা করাই যেত। তাই বলে গোটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতির মুখে ফেলে ছুটি ঘোষণা করা কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়।'

এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর কথায়, 'বিদ্যালয়গুলি এখন ছুটির স্কুলে পরিণত হয়েছে। পুজোর ছুটির আগে স্কুলগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে। উত্তরবঙ্গে যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছে বা বন্যা হচ্ছে, পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়ছে, সেদিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না।'

যদিও রাজ্যের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সভাপতি সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা থেকে রাজ্য ছুটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতায় ভয়ংকর বৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। তাই রাজ্যের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।'

কিশনগঞ্জে নদভি

কিশনগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর : ১১ সেপ্টেম্বর ধৃত পিএফআই নেতা মহবুব আলম নদভিকে এনআইএ-র বিশেষ রিমান্ডে গত রবিবার অতি গোপনে কিশনগঞ্জে নিয়ে আসা হয়। এরপর সোমবার সারাদিন তাঁকে জেলা এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান এনআইএ-র আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী গতিবিধি ও পরিকল্পনার পুনর্নির্মাণের জন্য তাঁকে আনা হয়েছিল। এরপর সোমবার রাতেই তাঁকে পাটনা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে এনআইএ-র তদন্তে উঠে এসেছে, সদ্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান থেকে দেশে ফিরেছিলেন পিএফআই-এর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি নদভি। এরপরই কিশনগঞ্জে গা-ঢাকা দেন তিনি। হালিম চকের ফাতেমা গার্লস স্কুলে উর্দু এবং ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন নদভি। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে চলতি মাসে তাঁর খোঁজে রেড কর্নার নোটিশ জারি করে তাঁকে আটক করে এনআইএ। এরপর বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, তদন্তকারীদের জালে ধরা পড়েছে নদভি। তাঁকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর গ্রেপ্তারিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

বিসর্জন ১০ প্রাণের

প্রথম পাতার পর

কোথাও কোথাও মণ্ডপের উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে।

সব মাটি করে দিল অঝোর বৃষ্টি। কলকাতার অতি পরিচিত, আয়োজনের জন্য বিখ্যাত পুজোমণ্ডপগুলি কোথাও আংশিক ভেঙে পড়েছে বা হেলে পড়েছে। কোথাও মণ্ডপ ডুবে আছে কোমর বা হাঁটুসমান জলে। কোথাও প্রতিমা বা মণ্ডপের সাজ ধুয়েমুছে শেষ। বোধনের আনন্দটাও যেন ডুবে গেল বিষাদের সুরে। হাতিবাগান সর্বজনীনের এবারের থিম অথ ঘাট। বাঁধভাঙা বৃষ্টিতে মণ্ডপের চেহারাটাই যেন ঘাটের জলে ডুবে যাওয়ার মতো।

হাতিবাগানের পুজোর উদ্যোক্তা শাশ্বত বসুর মুখের আলো নিভে গিয়েছে। শুধু বললেন, 'শেষ মুহূর্তে এমন পরিস্থিতি হবে, ভাবতে পারিনি।' ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের থিম এবছর হাতিবাগান নবীনপল্লির। উদ্যোক্তা রাজু ঘোষের গলায় হতাশা, 'দেখুন কীভাবে সব ভেঙে পড়েছে।' আরেকটু এগিয়ে কাশী বোস লেনের পুজো। মণ্ডপ চত্বরে কোমর সমান জল। উদ্যোক্তাদের কেউ নেই।

এরকম অনেক জায়গায়। ১৭ পল্লি পুজোমণ্ডপের অর্ধেক জলে ডুবে। কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের পুজো নর্থ ত্রিধারার মণ্ডপের কাছেও জল। তেলেঙ্গাবাগান, উলটোডাঙা সংগ্রামী, চালতাবাগান, চোরবাগান সর্বজনীন পুজোর সামনের রাস্তা ডুবে মঙ্গলবারও দিনভর। টালা প্রত্যয়ের পুজো উদ্যোক্তা অভিজিৎ বসাক বললেন, 'কাল রাত থেকে মণ্ডপেই রয়েছি।'

যাদবপুর, নেতাজিনগর, কালিকাপুর, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ প্লেস সহ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ৮০টি রাস্তা জলমগ্ন। ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে বিদ্যুতের তার। জমা জলে কেউ নিজেকে বাঁচাতে বিদ্যুতের খুঁটি স্পর্শ করে, কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে দু'পা হাঁটতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। যেমন বিহারের বাসিন্দা সুনীল সূর্য (৩৫)। বেহালার বুড়ো শিবতলার একটি কারখানায় জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বেনিয়াপুকুর থানা এলাকায় জলমগ্ন রাস্তায় পড়ে ছিল ফিরোজ আলি খানের (৫০) দেহ। কালিকাপুর মোড়ে বিদ্যুতের স্পর্শে প্রাণ গিয়েছে রামগোপাল পণ্ডিতের। একবালপুরের ৬০ বছর বয়সি জিতেন্দ্র সিং বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। বোধনের আগে সর্বনাশের আশঙ্কা এখনও শেষ হয়নি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী এখনই নিম্নচাপ সরে যাওয়ার লক্ষণ নেই। উত্তর কলকাতার অলিগলিতে কোমর সমান জল। দক্ষিণ কলকাতার অবস্থা আরও ভয়াবহ। খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পুজো চেতলা অগ্রণীর অবস্থা একই। বিষাদের আবহেই আসছে বোধনের পর্ব।

মা আসছেন।। শিয়ালদাগামী ট্রেনে তোলা হচ্ছে দুর্গা প্রতিমা। নদিয়ায়। -পিটিআই

বেপরোয়া বাইকবাহিনী

প্রথম পাতার পর

নিয়ে পদক্ষেপ করে আটকানোর চেষ্টা করছেন। পুলিশকে ফোন করে জানাচ্ছেন। পুলিশ এসে টহল দিচ্ছে। কিন্তু পুলিশ চলে যেতেই আবার আগের অবস্থায় ফিরছে এলাকাগুলি। পুজোর মুখে এদের দাপট কমানো না গেলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কিত শহরবাসী। এই ব্যাপারে শিলিগুড়ি ডিসি ট্রাফিক কাজী সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'ট্রাফিক পুলিশ বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করবে। আমি নিজে দেখছি বিষয়টি।'

গত শুক্রবার মধ্যরাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডে গুরদোয়ারার কাছে বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত তরুণের নাম সুশোভন দে (২৪)। পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে রাত ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সেবক রোডে দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে এসে একটি স্কুটারে ধাক্কা মারেন ওই তরুণ। এর জেরে বাইকচালক এবং স্কুটারচালক দুজনেই ছিটকে পড়েন। খবর পেয়েই পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা বাইকচালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রায় প্রতি রাতেই শহরে ছোটখাটো এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে, সন্ধ্যা নামতেই শহরের সূর্যনগর মাঠ, বাঘা যতীন পার্কের পাশে বাইরে থেকে তরুণ-তরুণীরা এসে ভিড় জমান। কেউ আসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, কেউ আবার বাইক নিয়ে স্টান্ট দেখাতে। অভিযোগ, দ্রুতগতিতে বিকট শব্দের সাইলেন্সার যুক্ত বাইক নিয়ে রাস্তার এক পাশ থেকে অপর পাশে যাতায়াত করতে থাকে অভিযুক্তরা। কেউ কেউ আবার বাইকের সামনের চাকা তুলে দিয়ে চালায় তো কেউ বাইকের পেছনের চাকা তুলে দিচ্ছে। অত্যন্ত ব্যস্ত ওই রাস্তায় ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক ব্যক্তি সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে। ফলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মাঝে মাঝেই স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি পদক্ষেপ করে। পুলিশকে ডাকা হয়। পুলিশ যখন যায় তখন অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। পুলিশ ফিরে গেলেও ফের একই পরিস্থিতি। এই বিষয় নিয়ে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও একাধিকবার অভিযোগ হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছেন। বাঘা যতীন পার্কের চারপাশে আড্ডা এবং বাইকবাহিনীর দাপট কমাতে এর আগে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটি আশপাশের সমস্ত ঠ্যালার দোকান তুলে দেন। প্রত্যেককে দোকান ভাড়া নিয়ে দোকান করতে বলা হয়। যাতে রাস্তায় কোনও ভিড় না হয়। প্রথমে কিছুদিন পরিস্থিতি ঠিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে আবার আগের জায়গাতেই ফিরে গিয়েছে। পার্কের পেছনের রাস্তাতে চলে বাইকবাহিনীর রেস।

সূর্যনগরের বাসিন্দা সুপ্রিয়া কর্মকার প্রতিদিন মেয়েদের নিয়ে টেবিল টেনিস ক্লাসে যান। তাঁর বক্তব্য,'যেভাবে এলাকায় বাইক নিয়ে দাপাদাপি হয় তাতে হেঁটে যেতে ভয় লাগে। কখন গায়েই তুলে দেবে। কতবার পুলিশ আসে কিন্তু এরা ভয় পায় না।' বাঘা যতীন পার্কের পেছনের দিকেই বাড়ি শুভময় মিত্রর। তাঁর বক্তব্য, 'বিকট শব্দের বাইকের শব্দে মাঝে মাঝে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে মনে হয়। আগে কিছুদিন এসব বন্ধ ছিল। আবার সব বেড়েছে। আমি তো দেখেছি শিলিগুড়ি কলেজের পেছনের রাস্তাতেও এভাবেই বাইক চালানো হয়।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ডানা না ঝাপটে ওড়ে কনডর

অ্যান্ডিজ কনডর হল পৃথিবীর অন্যতম বিশাল উড্ডুক্ত পাখি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই পাখিটি নাকি পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় আকাশে উড়তে পারে, অথচ ডানার ঝাপটা প্রায় দেয় না বললেই চলে! অবিশ্বাস্য! পর্বতের ঢাল থেকে উঠে আসা শক্তিশালী বাতাস বা বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসে থাকে। এই অবিশ্বাস্য শক্তি বাঁচানোর কৌশলই তাদের টিকে থাকার চাবিকাঠি। প্রকৃতি কীভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছে, তা সত্যিই জানার মতো!

চিংড়ির চোখ সুপার স্মার্ট

ম্যান্টিস শ্রিম্প বা পিলে চিংড়িকে ছোট ভাবলেন না! প্রাণীজগতের মধ্যে নাকি তাদেরই সবচেয়ে জটিল দেখার ক্ষমতা আছে! মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আলোর রং তারা দেখতে পায়। তারা অতিবেগুনি ও পোলারাইজড আলো চিনতে পারে, যা তাদের শরীরের টিস্যুর সূক্ষ্ম পরিবর্তনও দেখতে সাহায্য করে। এই ক্ষমতা দেখে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, এটি ব্যবহার করে হয়তো ক্যানসার শনাক্তকরণের মতো চিকিৎসা পদ্ধতি বের করা যেতে পারে! ছোট চিংড়ি, কিন্তু তার চোখ যেন এক সুপার স্মার্ট ক্যামেরা!

পাথর কেটে গির্জা

ইথিওপিয়ার লালিবেলায় এমন একটি গির্জা আছে, যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া! এটি হল সেখানকার ১১টি পাথর কাটা গির্জার মধ্যে একটি, যা তার ক্রস আকৃতির নকশার জন্য বিখ্যাত। পুরো গির্জাটি তৈরি হয়েছে মাটির নীচে, আস্ত একটি পাথর কেটে! এটি মধ্যযুগীয় ইথিওপিয়ান স্থাপত্যের এক চরম নিদর্শন, যাকে অনেকে 'বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য' বলেও ডাকেন। ভাবতে পারেন? ওপর থেকে কোনও ইট-পাথর জোড়া হয়নি, শুধু পাহাড়ের পাথর কেটে তৈরি হয়েছে!

সমুদ্রে নতুন দ্বীপের জন্ম

সমুদ্রের নীচে যখন আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হয়, তখন গরম লাভা বা ম্যাগমা ঠেলে ওপরে উঠতে থাকে। একসময় লাভা জমে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপরে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়। যেসব অঞ্চলে মাটির ভেতরের প্লেটগুলো নড়াচড়া করে, সেখানে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। গলিত শিলা, ছাই আর গ্যাস জমে তৈরি হয় এই 'উঠে আসা দ্বীপ'। প্রকৃতির এই সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সত্যিই রোমাঞ্চকর।

কষ্ট ভুলতে গান

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা চক্রবর্তী বলছিলেন, 'বৃদ্ধাকে অমানুষিক মারধর করা হয়। ওঁর বাড়ির উলটোদিকে আমার বাড়ি। সারারাত আমরা ঘুমোতে পারি না। উনি সারারাত গান গেয়ে যান। শীত হোক বা বর্ষা, কখনও নগ্ন আবার কখনও অর্ধনগ্ন অবস্থায় বৃদ্ধা ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

এলাকায় সবার মনে তা দেখে প্রভাব পড়ে। আমাদের ওঁকে দেখে কষ্ট হয়। এতটা অত্যাচার সহ্য করেন উনি।'

জানা গিয়েছে, বৃদ্ধার নাম ছন্দা মিত্র। বছর তিনেক আগে স্বামী লক্ষ্মীকান্ত মিত্র মারা গিয়েছেন। ছেলের নাম অভীক। বাবা-মা দুজনকেই ঘরবন্দি করে একসময় অত্যাচার করতেন ছেলে, এমনটাই অভিযোগ। লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুর পর ছন্দার ওপর অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। স্থানীয়দের ধারণা, ছেলের অত্যাচারেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন ছন্দা।

এলাকার এবং ওই বহুতলের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুর আগে অভীক একটি রিহ্যাবে থাকতেন। তবে তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনেন তাঁর মা-বাবা। কয়েক বছর পরে মৃত্যু হয় লক্ষ্মীকান্তের। তারপর মানসিক সুস্থতা প্রায় হারিয়ে ফেলেন ছন্দাও।

ওই বহুতলের বাসিন্দা রিয়া সিনহা রায় বলেন, 'সারারাত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মারধরের আওয়াজ আসে ওই ফ্ল্যাট থেকে। আমরা কাউন্সিলারকেও বিষয়টি জানিয়েছি আগে। প্রথমদিকে বৃদ্ধা মারধর খেয়ে বাইরে বেরিয়ে কাঁদতেন। আমরা ছেলের সঙ্গে কথা বলায় এখন মাকে ঘরে বন্ধ রেখে মারধর করা হয়।'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা অনেকবার ছেলেটিকে বুঝিয়েছি কিন্তু তিনি শোধরাননি। মঙ্গলবার আমরা পুলিশকে ডাকি। পুলিশ এসে দেখে যায় বৃদ্ধাকে। তবে ঘরে তালা দেওয়া থাকায় পুলিশ ফোন করে ছেলেকে থানায় ডাকে। ছেলেটির কাছ থেকে মুচলেকা নিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনা আর যাতে না ঘটে তার জন্য সাবধানও করা হয়েছে তাঁকে।'

ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় এদিন বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। অভীকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

চুপ থাকে নবান্ন

প্রথম পাতার পর

ভূতনির নৌকায় ভাসতে ভাসতে যে কিশোরী পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছায়, তার হাতে ভিজে যাওয়া খাতা, বুকে ভয়, চোখে আকুতি, 'আমাদেরও মানুষ বলে মনে করুন। আমাদেরও বাঁচান।' শিক্ষক নেতা নাসিরউদ্দিন মিয়াঁর প্রশ্ন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষ কি তবে অন্য বাংলার? কলকাতার সামান্য দুর্ভোগেই সরকার এত মানবিক হয়ে ওঠে, কিন্তু ভূতনি, কালিয়াচক বা বৈষ্ণবনগরের মানুষকে কি মানুষ বলে গণ্য করা হয় না?'

ভূতনি দ্বীপের মানুষ প্রতি বছর আতঙ্কে দিন কাটান। কবে বাঁধ ভাঙবে, কবে গঙ্গা-ফুলহরের জলে ভেসে যাবে তাঁদের ভিটেমাটি, সেই আশঙ্কা সদাই তাঁদের গিলে খায়। গত ১৩ অগাস্ট দক্ষিণ চণ্ডীপুরে ফুলহরের প্রচণ্ড স্রোতে বাঁধ ভেঙে মুহূর্তের মধ্যে ভূতনির বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়। ১৮ অগাস্ট থেকে ভূতনির ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটিতে পঠনপাঠন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ অনেক স্কুলে জল ঢুকে গেলেও সেখানে পঠনপাঠন চালু রাখার অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা শিক্ষক থেকে অভিভাবক, অনেকেরই বোধগম্য হয়নি। এখানেই শেষ নয়।

১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিম রতনপুরে সদ্যনির্মিত রিং বাঁধ ভেঙে ভূতনির অন্তত ১৫টি গ্রাম ফের প্লাবিত হয়। ভূতনির ৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চারটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে বলে ১৭ সেপ্টেম্বর অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু এখানেই দাঁড়ায় অমানবিকতার প্রশ্ন। স্কুলঘর, হাসপাতাল, থানা, রাস্তাঘাট—সবকিছু জলে ডুবে গেলেও তিনটি উচ্চমাধ্যমিক কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ হয়নি। পরীক্ষার্থীরা নৌকায় পেরিয়ে, ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বসে, বুকজল ঠেলে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছে। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে অনেককে রীতিমতো ভয় পাইয়ে দিয়েছে। মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরীক্ষাকেন্দ্র বদল করে মানিকচক কলেজে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েও রহস্যজনক কারণে তা বদলে দেওয়া হয়। প্রশাসনের যুক্তি ছিল পরীক্ষার্থীরাই নাকি ভূতনি ছাড়তে রাজি নয়। শিক্ষা মহল অবশ্য তা মানতে রাজি নয়। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জ্যোতিভূষণ পাঠক ক্ষুব্ধ, 'এটা চরম লজ্জার। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে কোনওদিন বন্যার মধ্যে এভাবে পরীক্ষা হয়নি।' বন্যা পরিস্থিতিকবলিত শোভাপুর অঞ্চলের ছাত্রী রেজিনা খাতুন অসহায়, 'সমস্ত বইখাতা ভিজে গিয়েছে। ক্লাস নেই, স্কুলঘর ভেসে গিয়েছে। তবুও পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা কোন দোষ করেছি?'

চিনাবাজারের রাজেন সরকার ক্ষোভে ফেটে পড়েন, 'নদী আমাদের ঘরবাড়ি গিলে খেয়েছে। খাবার নেই, ওষুধ নেই। অথচ কলকাতায় বৃষ্টি হলেই সরকার চোখে জল আনে, স্কুল বন্ধ করে।' কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের নেতা আখতারুজ্জামানের তীব্র কটাক্ষ, 'এ শুধু শিক্ষা নয়, এ এক দীর্ঘদিনের অবহেলার ইতিহাস।' বছরের পর বছর গঙ্গা-ফুলহরের ভাঙন, বন্যা পরিস্থিতি, নদীভাঙনে গৃহহারা মানুষ—সবই যেন উত্তরবঙ্গবাসীর জীবনের অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, মঙ্গলবার বিকেল থেকে পঞ্চানন্দপুরের সুলতানটোলায় আচমকাই ভাঙন শুরু হয়। প্রায় ১৫ দিন ধরে গঙ্গার ভাঙন চলছে। বিঘার পর বিঘা আবাদি জমি গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। গ্রাম থেকে প্রায় ৫০টিরও বেশি বাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অনেকেই ত্রিপল খাটিয়ে নিজেদের ভিটেয় কোনওরকমে বসবাস করছেন। এদিনের ভাঙনে তাঁরা ফের দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে শাহিন আলি বলে চলেন, 'নদী দু'দিন শান্ত ছিল। এদিন বিকেল থেকে ফের অশান্ত হল। বেশকিছু চাষের জমি তলিয়ে গিয়েছে। গঙ্গা ধীরে ধীরে বসতির দিকে ধেয়ে আসছে। ইতিমধ্যে বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছি। ত্রিপল খাটিয়ে কোনওরকমে বেঁচে আছি।'

শাহিনের বক্তব্য রাজ্যের শীর্ষ মহলে পৌঁছাবে কি? কেউ জানে না।

(তথ্য সহযোগিতায় সেনাউল হক)

পুজোতেও ফাঁকা থাকছে ডুয়ার্স

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রতিবছর পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই ডুয়ার্স ও ডুয়ার্স লাগোয়া বিভিন্ন পাহাড়জুড়ে বিভিন্ন হোটেল-রিসর্টের বুকিং পুরো হয়ে যায়, সেখানে দ্বিতীয়াতেও ফাঁকা ডুয়ার্স ও পাহাড়ের বিভিন্ন হোটেল-রিসর্ট। এমনকি জঙ্গলেও বেড়াতে যাওয়ার পর্যটকদের দেখা নেই। পরিসংখ্যান বলছে, পুজোর আগে-পরে তো দূরের কথা পুজোর ক'দিনও পঞ্চাশ শতাংশ বুকিং এখনও বাকি রয়েছে। আর তাতেই মাথায় হাত পড়েছে কয়েক হাজার পর্যটন ব্যবসায়ী ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মানুষের। পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিমত, পাহাড়ে লাগাতার ধস, বৃষ্টি পর্যটকদের না আসার অন্যতম কারণ। পাশাপাশি জঙ্গলে এসে টিকিট পাওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে পর্যটকদের মধ্যে। এই দুই কারণে পর্যটকদের সংখ্যা কমছে পাহাড় ও সমতলে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে পুজোর মরশুম মানে আয়ের অন্যতম পথ। পুজোর মধ্যে পর্যটকদের ঢল নামে ডুয়ার্স ও ডুয়ার্স লাগোয়া বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায়। তবে চলতি বছর পরিস্থিতিটা একেবারেই ভিন্ন। রাত পোহালেই যেখানে তৃতীয়া সেখানে এখনও এই পর্যটন এলাকায় পুজোর ক'দিনের বুকিংও পঞ্চাশ শতাংশ বাকি। করোনাকাল বাদ দিলে, বিগত দীর্ঘদিনের পর্যটনের ইতিহাসে এই এলাকায় এমন খারাপ বুকিং হয়েছে কি না তা মনে করতে পারছেন না কোনও পর্যটন ব্যবসায়ী। শুধু পুজো নয়, চলতি বছরের শুরুতে, গ্রীষ্মের ছুটিতেও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনে পর্যটন ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়বে বলে আশঙ্কা পর্যটন ব্যবসায়ীদের। আলিপুরদুয়ারের পর্যটন ব্যবসায়ী তথা ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এমন পরিস্থিতি আগে কোনওদিন হয়নি। সরকারি সিদ্ধান্তেই পর্যটকদের জঙ্গলে যাওয়ার টিকিট লাগছে না। পর্যটকরা অনেকে ভাবছেন যদি বুকিং করে গিয়েও জঙ্গলে ঘুরতে না পারি তাহলে ডুয়ার্সে যাওয়ার মানে কী! আমরা সরকারের কাছে অনলাইন বুকিংয়ের পাশাপাশি ন্যূনতম পর্যটকদের কাছে টিকিট নেওয়ার দাবি জানিয়েছি। শুধু যে সমতলে এই পরিস্থিতি তা নয় পাহাড়েও পরিস্থিতি প্রায় একই।'

কালিম্পং জেলা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজয়কুমার থাপার কথায়, 'বেশিরভাগ রিসর্টের পুজোর ক'দিনের বুকিং এখনও হয়নি। অনেকেই খোঁজখবর নিচ্ছেন কিন্তু বুকিং করছেন না।' খারাপ পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন লাভা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নরবু ভুটিয়া। তিনি বলেন, 'পুজোর আগে প্রতিবছর শুধু পুজো নয়, কালীপুজোর সময়েরও বুকিং ফুল হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতটা কেন খারাপ হল তা বুঝে উঠতে পারছি না।' বিভিন্ন হোটেল মালিক সংগঠনদের দাবি, সারাবছর ব্যবসা খারাপ থাকলেও পুজোর আগে ও পরে বুকিং ভালোই হয়, তবে এ বছর চিত্রটা একেবারেই আলাদা। ডুয়ার্সের জালসার এক হোমস্টের মালিক পার্থসারথি দাস জানান, গত সাত বছর ধরে হোমস্টে চালাচ্ছেন। পুজোর পাঁচদিন আগে থেকেই বুকিং হয়ে যেত। তবে এবার সপ্তমী ও দশমী পুরোপুরি ফাঁকাই রয়েছে। কেন এমনটা হল তার সদুত্তর জানা নেই বলে জানান তিনি। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'প্রতিবছর যেখানে ক'টা রুমের বুকিং রয়েছে সেটা দেখার জন্য খাতা মেইনটেনান্স করতে হত কিন্তু চলতি বছর মুখে মুখেই পর্যটকদের বুকিংয়ের হিসেব রাখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে মাঝেমধ্যেই ধস নামছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই প্রচার অত্যন্ত খারাপভাবে হচ্ছে। কিন্তু রাস্তা যখন ঠিক হয়ে যাচ্ছে সেই প্রচার আর হচ্ছে না। এই অপপ্রচারও এবারের বুকিং না হওয়ার অন্যতম কারণ।'

ফেভারিট ভারতের আজ মিশন বাংলাদেশ

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : মরুদেশে উড়ছে তেরঙা। ছুটছে টিম ইন্ডিয়া।

টানা চার ম্যাচে অনায়াস, দাপুটে জয়। তার মধ্যে দুইবার প্রতিবেশী পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। এবার পালা আরও এক প্রতিবেশী বাংলাদেশের।

দুবাইয়ে বুধবার চলতি এশিয়া কাপের সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার মিশন বাংলাদেশ। খেলা শুরুর আগেই প্রতিপক্ষের তুলনায় ফেভারিট হিসেবে অনেক এগিয়ে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। বিপক্ষ শিবির থেকে চাপ বাড়ানোর খেলা শুরু হয়েছে। যে কোনও দলই ভারতকে হারিয়ে দিতে পারে, এমন হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে বাংলাদেশের ক্যারিবিয়ান কোচ ফিল সিমন্সের গলায়। কিন্তু এমন হুঁশিয়ারিকে কে আর পাত্তা দেয়?

এশিয়া কাপে আজ
সুপার ফোর
ভারত বনাম বাংলাদেশ
সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** দুবাই **সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

দেওয়ার কথাও নয়। গত পরশু পাকিস্তান দখলের পর গতকাল বিশ্রামে ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। আজও দিনের বেশিরভাগ সময় হোটেলেই কাটিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলন শুরু হয়। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট। টানা চার ম্যাচ জয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার মূল লক্ষ্য এখন জয়ের ধারা বজায় রাখা, সেকথা ভারতীয় দলের সহকারী কোচ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও আগামীকাল ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আরও একটি বিষয় সামনে আসছে প্রবলভাবে। সেটা হল, দুই দলের মধ্যে থাকা মিল। চলতি এশিয়া কাপের আসরে টিম ইন্ডিয়া এখন একমাত্র অপরাজিত দল। ঘটনা হল, সুপার ফোরে ভারত যেমন পাকিস্তানকে হারিয়েছে। তেমনই বাংলাদেশও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চমক দিয়েছে। ফলে ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচে যে দলই জিতুক না কেন, জয়ী দল ফাইনালের দিকে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে যাবে।

প্রতিপক্ষ বাংলাদেশও জানে টিম ইন্ডিয়া কতটা শক্তিশালী। তাছাড়া বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাসের চোট রয়েছে। তিনি কালকের ম্যাচে মাঠে নামতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন বলে খবর। শেষপর্যন্ত লিটন

ফাইনালের হাতছানি

খেলতে না পারলে শুরুর আগেই ধাক্কা খাবে বাংলাদেশ। ভারতীয় দলের অন্দরে অবশ্য প্রতিপক্ষ দল, তাদের অধিনায়ক, এই সব নিয়ে কোনও আলোচনাই নেই। বরং টিম ইন্ডিয়ার কাছে এখন মূল চ্যালেঞ্জ হল দুটি। এক, জসপ্রীত বুমরাহকে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বিবেচনা করে ব্যবহার করা। দুই, সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটিং অর্ডার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে বল হাতে হতাশ করেছিলেন বুমরাহ। তিনি নিশ্চিতভাবেই শেষ ম্যাচের কথা ভুলে যেতে চাইবেন। আগামীকাল নতুনভাবে শুরু করে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চাইবেন তিনি। সঞ্জুর জন্যও পরিস্থিতি অনেকটা একইরকম। শুভমান গিলের প্রত্যাবর্তনের পর সঞ্জু ইনিংস ওপেন করার সুযোগ হারিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর ব্যাটিং ছন্দও। কুড়ির ক্রিকেটে মিডল অর্ডারে খেলার বিশাল অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মন্থর দুবাইয়ের বাইশ গজে হ্যারিস রউফ, আবরার আহমেদদের সামনে বারবার টাইমিংয়ে সমস্যা হয়েছিল তাঁর। বড় রানও পাননি। প্রাক্তন পাক পেসার শোয়েব আখতার আজ বলেছেন, টিম ইন্ডিয়ার দুর্বল জায়গা সঞ্জুই।

এমন অবস্থায় সঞ্জুর ব্যাটিং অর্ডারে কোনও বদল হয় কি না, সেটাই দেখার। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম বলেই খবর। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ ম্যাচ জিতে এশিয়া কাপ ফাইনাল কার্যত নিশ্চিত করে ফেলার পর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোর পর্বের শেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে কিছু রদবদল করতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

আগামীর ভাবনা ও পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, ‘বড় ভাই’ পাকিস্তানকে দুইবার উড়িয়ে দেওয়ার পর এবার ‘ছোট ভাই’ বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও একইরকম নির্মম ক্রিকেট খেলার পরিকল্পনা করেই ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া।

বাংলাদেশ ম্যাচে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হতে চলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

হ্যাটট্রিক করলেন বোনামাতি

ব্যালন ডি’অর জিতে কাঁদলেন ডেম্বেলে

একনজরে ব্যালন ডি’ওর
ব্যালন ডি’ওর
ওসমানে ডেম্বেলে (পুরুষ) আইতানা বোনামাতি (মহিলা)
সেরা ক্লাব
প্যারিস সাঁ জাঁ (পুরুষ) আর্সেনাল (মহিলা)
সেরা কোচ (জোহান ক্রুয়েফ ট্রফি)
লুইস এনরিকে (পুরুষ) সারিনা উইগম্যান (মহিলা)
সেরা স্ট্রাইকার (গার্ড মুলার ট্রফি)
ভিক্টর গোয়েকারেস (পুরুষ) ইওয়া পাজোর (মহিলা)
সেরা গোলকিপার (লেভ ইয়াসিন ট্রফি)
জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা (পুরুষ) হ্যানা হ্যাম্পটন (মহিলা)
সেরা তরুণ ফুটবলার (কোপা ট্রফি)
লামিনে ইয়ামাল (পুরুষ) ভিকি লোপেজ (মহিলা)

প্যারিস, ২৩ সেপ্টেম্বর : সামনে রাখা বহু প্রতীক্ষিত ব্যালন ডি’অর। ঠিক পিছনে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদছেন ওসমানে ডেম্বেলে।

কয়েক মিনিট আগেই ব্যালন ডি’অর জয়ী হিসেবে ডেম্বেলের নাম ঘোষণা করেছেন কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো। দৃপ্ত পদক্ষেপে মঞ্চে উঠে ব্রাজিলিয়ান তারকার হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন ফরাসি তারকা। তারপরেই যেন মনের মধ্যে জমে থাকা আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে ডেম্বেলের।

বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যালন ডি’অরের সম্ভাব্য বিজেতা হিসেবে ডেম্বেলের নাম শোনা গিয়েছে। অবশ্য হবে নাই বা কেন, গত মরশুমে প্যারিস সাঁ জাঁ-র জার্সিতে ৫৩ ম্যাচে ৩৫ গোল ও ১৬ অ্যাসিস্ট। ক্লাবকে ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট জিতিয়েছেন। বহু আকাঙ্ক্ষিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কারিগর তিনি। প্যারিসবাসীও যেন আগেই জেনে গিয়েছিল, তাদের ‘ঘরের ছেলে’ বিশ্বসেরার তকমাটা পেতে চলেছে। তাই সরকারিভাবে নাম ঘোষণার আগেই দর্শকদের থেকেও ‘ডেম্বেলে...ডেম্বেলে’ চিৎকার শুরু হয়ে যায়। অবশেষে রোনাল্ডিনহো নাম ঘোষণার পর আবেগের বিস্ফোরণ। যা স্বয়ং ডেম্বেলেকেই নাড়া দিয়ে গেল। পুরস্কার হাতে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে ডেম্বেলে বলেছেন, ‘আমার মাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। মা সবসময় আমার পাশে ছিলেন। সেইসঙ্গে আমার বাকি পরিবার, প্রতিবেশীদের ধন্যবাদ জানাব। আমার সতীর্থদেরও ধন্যবাদ।’

বার্সেলোনায় থাকার সময় চোট-আঘাত নিত্যসঙ্গী ছিল ডেম্বেলের। কিন্তু পিএসজি-তে লুইস এনরিকের হাতে সম্পূর্ণ ভোল বদল ফরাসি তারকার। তারপরও ব্যালন জিতে নিজের প্রাক্তন ক্লাবকে ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি ডেম্বেলে। ফরাসি তারকা বলেছেন, ‘রেনে, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড সহ যে সব ক্লাবে খেলেছি প্রত্যেককে ধন্যবাদ। বার্সেলোনায় খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। লিওনেল মেসি-আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাদের সঙ্গে খেলে অনেক কিছু শিখেছি।’

একদিকে ডেম্বেলে যখন উচ্ছ্বাসে ভাসছেন, অন্যদিকে তখন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে লামিনে ইয়ামাল। স্পেনের এই বিস্ময়বালকের সঙ্গেই একটা কিছু হয়েছে। তবে পরের বছর ব্যালন ডি’অর লামিনেই জিতবে।’

তবে ব্যালন ডি’অরের মঞ্চ কিন্তু বার্সেলোনাকে একেবারেই খালি হাতে ফেরাল না। মহিলাদের বিভাগে ব্যালন ডি’অর জিতলেন আইতানা বোনামাতি। এই নিয়ে টানা তিনবার এই পুরস্কার পেলেন বার্সা মহিলাদের এই তারকা। মহিলাদের মধ্যে টানা তিনবার ব্যালন ডি’অর

আইতানা বোনামাতির সঙ্গে ব্যালন ডি’অর ট্রফি হাতে ওসমানে ডেম্বেলে।

মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ডেম্বেলের। শেষবেলায় বাজিমাত করলেন ফরাসি তারকা। ইয়ামালকে সন্তুষ্ট থাকতে হল দ্বিতীয় স্থানে থেকে। যদিও ইয়ামালের বাবা মৌনির নাসরাও এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘লামিনে এই পুরস্কারের যোগ্য। ও এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। আমার মনে হয়, ব্যালন ডি’অর প্রাপক নির্বাচনের সময় পাওয়ার নজির আর কারও নেই। শুধু তাই নয়, মিশেল প্লাতিনি ও মেসির পর তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ব্যালন জেতার হ্যাটট্রিক করেছেন বোনামাতি। পুরুষ বিভাগে সেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন এনরিকে। যদিও লিগ ওয়ানে এদিন পিএসজি-র খেলা থাকায় তিনি বা ডেম্বেলে বাদে দলের অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারেননি। তবে এসেছিলেন কর্ণধার নাসের আল খেলাইফি।

হুংকার বাংলাদেশের

যে কেউ ভারতকে হারাতে পারে!

দুবাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : রাত ফুরোলেই সুপার ফোরের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ।

আরও একটা জয় মানে ফাইনালের রাস্তা আরও সুগম হবে বাংলাদেশের। শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ম্যাচে হারিয়ে সুপার ফোর অভিযান শুরু করেছে লিটন দাসের দল। বুধবার অবশ্য চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি কঠিন। প্রতিপক্ষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত। যদিও ম্যাচের আগে ভারতকে পাত্তা দিতে নারাজ টাইগাররা। হুংকার, যে কোনও দলই নাকি ভারতকে হারাতে পারে!

চলতি প্রতিযোগিতায় ভারত এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। এরমধ্যে দুইবার পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেই ভারতকে নিয়েও ভাবতে নারাজ বাংলাদেশ! দুবাইয়ে শেষবেলার প্রস্তুতির ফাঁকে সেই মেজাজে পাওয়া গেল পদ্মাপারের দলকে। স্পিন অলরাউন্ডার মাহেদি হাসান থেকে হেডকোচ ফিল সিমন্সের কথায় সেই হুংকারের সুর।

প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্যারিবিয়ান হেডকোচ সিমন্সের অবাক দাবি, ‘সব দলেরই ভারতকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে। ভারত এক নম্বর টি২০ দল। কিন্তু নিজেদের দিনে যে কোনও দল বাজিমাত করতে পারে। আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে নামব। আশা করি ভারত-বধের অস্ত্র ঠিক খুঁজে নেব আমরা। তবে ছেলেদের বলেছি, ফলাফল ভুলে ম্যাচটাকে উপভোগ করতে।’

ভারতের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে উত্তেজক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে বহুদেশীয় টুর্নামেন্টে একপেশে ভারতের দাপটের ছবি। ১৭টি টি২০ ম্যাচে বাংলাদেশের জয় মাত্র একটিতে। সেটাও ৬ বছর আগে। যদিও সিমন্সের যুক্তি, প্রতিটি ম্যাচ নতুন। ম্যাচের সাড়ে তিন ঘণ্টায় কে কেমন খেলবে, তার ওপর সবকিছু নির্ভর করবে। অতীতেও ভারত হেরেছে। বুধবার হারবে না কে বলতে পারে।

চলতি এশিয়া কাপে উইকেট কিছুটা গতি মন্থরতায় ভুগেছে। দলের স্পিনারদের পাশাপাশি অভিজ্ঞ পেসার মুস্তাফিজুর রহমান যা কাজে লাগাচ্ছেন। মন্থর পিচে আগামীকাল ভারতীয় ব্যাটারদের পরীক্ষার সামনে ফেলার ক্ষেত্রে মুস্তফিজুর নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের অন্যতম অস্ত্র। হেডকোচ সিমন্সও ভরসা রাখছেন পেস অস্ত্রের ওপর। সাফ কথা, ‘দলের মূল বোলার ও। শুধু মাঠে না, মাঠের বাইরে, টিম মিটিংয়েও সিনিয়ার সদস্য হিসেবে ওর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।’ দুবাইস্থিত আইসিসির অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতির ফাঁকে মাহেদিকে দেখা গেল বিন্দাস মেজাজে। উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, ‘ম্যাচ নিয়ে বাড়তি কিছু চিন্তা করছি না। আর পাঁচটা ম্যাচের মতো দেখছি।’

শুরুতেই বল হাতে বাংলাদেশকে ধাক্কা দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে হার্দিক পান্ডিয়ার উপর।

অর্জুনের শিকার জুনিয়ার দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২৩ সেপ্টেম্বর : শচীন-পুত্রের বলে আউট জুনিয়ার দ্রাবিড়। শচীন তেন্ডুলকার-রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্ররা এখন পেশাদার ক্রিকেটার। শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার বছরখানেক হল মুম্বই ছেড়ে গোয়ার হয়ে খেলছেন। অন্যদিকে, রাহুল-পুত্র সমিত দ্রাবিড় সিনিয়ার দলে এখনও সুযোগ না পেলেও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কর্ণাটকের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সম্প্রতি কর্ণাটকের কে থিম্মাপিয়া স্মৃতি প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয় কর্ণাটক রাজ্য সংস্থা সচিব একাদশ ও গোয়া ক্রিকেট সংস্থা। সেখানেই অর্জুনের বলে আউট হন সমিত। ব্যক্তিগত ৯ রানের মাথায় অর্জুনের বলে ক্যাচ আউট হয়ে বাইশ গজ ছাড়েন জুনিয়ার দ্রাবিড়। প্রসঙ্গত, রাজ্য দলের হয়ে শচীন-রাহুল পরস্পরের মুখোমুখি হলেও কখনও একে অপরকে আউট করেননি।

প্রথমদিন ব্যর্থ সিরাজ, কৃষ্ণারা

লখনউ, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার ‘এ’ দলের দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টের প্রথমদিনে ব্যর্থ ভারতের পেস বোলিং বিভাগ। মঙ্গলবার টসে জিতে শুরুতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত ‘এ’ দলের অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের স্কোর ৯ উইকেটে ৩৫০। ভারতীয় বোলিংকে সমস্যায় ফেললেন স্যাম কনস্টাস, নাথান ম্যাকসুইনিরা। অজি দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৮ রান করেন জ্যাক এডওয়ার্ডস। এছাড়া অধিনায়ক ম্যাকসুইনি ৭৪ রান করেন। এক রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন কনস্টাস। ৫ উইকেট নেন মানব সুথার। গুরনুর ব্রারের শিকার ২। একটি করে উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণা। এদিকে, এদিন ম্যাচ শুরুর আগে আচমকাই শিবির ছাড়েন শ্রেয়স আইয়ার। পরিবর্তে তড়িঘড়ি ধ্রুবকে অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত কাজে মুম্বই ফিরেছেন শ্রেয়স।

যুবরাজকে কৃতিত্ব অভিষেকের বাবার

আফ্রিদিকে মনে হচ্ছিল নেট বোলার : সানি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শাহিন শা আফ্রিদিকে ভয় পাওয়ার বদলে ভয় পাইয়ে দেওয়া!

চলতি এশিয়া কাপে তরুণ ভারত সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। দুই ম্যাচেই শাহিনের প্রথম বলটাই অভিষেক শর্মা বাউন্ডারিতে ছিটকে দিয়েছেন। অভিষেকের যে খুনে মেজাজে শুরু থেকেই ব্যাকফুটে পাকিস্তান। খেই হারিয়ে ক্লাব স্তরের বোলারে পরিণত শাহিনও।

সুনীল গাভাসকার অবশ্য

> অভিষেকের খেলায় উন্নতির ক্ষেত্রে যুবিপাজির ভূমিকা বিরাট। যুবরাজ ওর গুরু। সবসময় নিজের অভিজ্ঞতা অভিষেকের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ভারতের হয়ে জোড়া বিশ্বকাপজয়ী একজন যখন কাউকে শেখায়, সে সাফল্য পেতে, শীর্ষে পৌঁছোতে বাধ্য।
>
> **রাজকুমার শর্মা,**
> অভিষেকের বাবা

অভিষেক নয়, এদিন তিলক ভার্মাকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। কিংবদন্তির দাবি, শাহিনকে কার্যত নেট বোলারে পরিণত করেছিল ভারতীয় মিডল অর্ডার তারকা। পেসার নয়, পাক স্পিডস্টারকে স্পিনার মনে হচ্ছিল। তিলকের সামনে এমনই করুণ দশা হয়েছিল শাহিনের।

১৯তম ওভারে আফ্রিদিকে প্রথমে বিশাল ছক্কা, তারপর উইনিং বাউন্ডারিতে ম্যাচে ইতি টেনে দেন তিলক। যে জোড়া শট প্রসঙ্গে গাভাসকারের কথায়, শুরুতে অভিষেক, শুভমান গিলের যুগলবন্দি জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেয়। শেষে তিলকের চোখধাঁধানো ব্যাটিং। আর প্রতিভাবান তিলকের সামনে পাকিস্তানের এক নম্বর বোলারকে মনে হচ্ছিল নেটে স্পিনার বল করছে! শাহিনকে বেধড়ক মারে তিলক আগেভাগে ম্যাচে ইতি টেনে দেয়।

যুবরাজের গুরুমন্ত্র মেনে চলার চেষ্টা করেন অভিষেকও। বারবার নিজে সেই কথা মেনেও নিয়েছে। অভিষেকের বাবা বলেছেন, ‘সবসময় যুবরাজ বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে। যুবি চায়, অভিষেক ভারতকে জেতাক। ব্যক্তিগত রেকর্ড, সাফল্য নয়, যেন অভিষেকের ব্যাটিং টিমের কাজে লাগে, দলকে সাফল্য এনে দেয়।’

মা ও বোনকে নিয়ে কেনাকাটা সেরে ফিরছেন অভিষেক শর্মা।

ছেলের চলতি সাফল্যে যুবরাজ সিংকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন অভিষেকের বাবা রাজকুমার শর্মা। তিনি বলেছেন, ‘অভিষেকের খেলায় উন্নতির ক্ষেত্রে যুবিপাজির ভূমিকা বিরাট। যুবরাজ ওর গুরু। সবসময় নিজের অভিজ্ঞতা অভিষেকের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। ভারতের হয়ে জোড়া বিশ্বকাপজয়ী একজন যখন কাউকে শেখায়, সে সাফল্য পেতে, শীর্ষে পৌঁছোতে বাধ্য।’

এদিকে, ভারতের সামনে পাক ক্রিকেটের দৈন্যদশা নিয়ে উপহাস করতে ছাড়ছেন না হরভজন সিং। প্রাক্তন স্পিনারের মতে, মহারণ, হাইভোল্টেজ ম্যাচের বদলে ‘একতরফা টক্কর’ বলা উচিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে। সূর্যকুমার যাদবের দাবিকে সমর্থন করে হরভজন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন, ‘চক দে ইন্ডিয়া। এক তরফা টক্কর।’

স্বস্তির জয় পাকিস্তানের

শ্রীলঙ্কা- ১৩৩/৮ পাকিস্তান- ১৩৮/৫ (১৮ ওভারে)

আবু ধাবি, ২৩ সেপ্টেম্বর : চলতি এশিয়া কাপে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে হেরে মুখ পুড়েছিল পাকিস্তানের। মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কাকে ২ ওভার বাকি থাকতে ৫ উইকেটে হারিয়ে স্বস্তি ফিরল পাক শিবিরে। প্রথম দুই ওভারে শাহিন শা আফ্রিদির (২৮/৩) জোড়া ধাক্কায় তাদের জয়ের রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বলে কুশল মেন্ডিসকে (০) ফেরান তিনি। পরের ওভারে শাহিনের শিকার হন পাথুম নিসাঙ্কা (৮)। শুরুতে পিচ থেকে সাহায্য পাচ্ছিলেন শাহিনরা। ৩ উইকেট পড়লেও পাওয়ার প্লে-তে শ্রীলঙ্কা তুলে ফেলে ৫৩ রান। এরপর সপ্তম ওভারে হুসেইন তালাত (১৮/২) পরপর দুই বলে চরিথ আসালাঙ্কা (২০) ও দাসুন শনাকাকে (০) ফিরিয়ে ৫৮/৫ করে দেওয়ার পর শ্রীলঙ্কা সেই গতি ধরে রাখতে পারেনি। অর্ধশতরানের ইনিংসে কামিন্দু মেন্ডিস (৪৪ বলে ৫০) সেই ধাক্কা কিছুটা সামলে শ্রীলঙ্কাকে ১৩৩/৮ স্কোরে পৌঁছে দেন।

রানতাড়ায় নেমে ওপেনিং জুটিতে পাকিস্তান ৪৫ রান তুলে নিয়েছিল। কিন্তু এরপর দ্বীপরাষ্ট্রের দুই স্পিনার মহেশ থিকসানা (২৪/২) ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (২৭/২) আক্রমণে আসতেই খেই হারায় পাকিস্তান। দুই ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান (২৪) ও ফখর জামান (১৭) ফিরতেই পরপর উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান ৮০/৫ হয়ে যায়। কিন্তু সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে মহম্মদ নওয়াজ (অপরাজিত ৩৮) ও হুসেইন (অপরাজিত ৩২) তাদের ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রানে পৌঁছে দেন।

ফাইনালে চামুর্চি এফসি

চালসা, ২৩ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস ও ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে মহিলাদের বিভাগে ফাইনাল উঠল চামুর্চি এফসি। মঙ্গলবার তারা ৩-০ গোলে বাগ্রাকোট এফসি-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন রীতিকা বাড়াইক। অন্য গোলটি নিকিতা সয়ের। সীমা বাগওয়ার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান। বুধবার পুরুষদের খেলায় গরুবাথান এফসি মুখোমুখি হবে ওদলাবাড়ি মিলন সংঘের।

চলে গেলেন অবনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সহ সভাপতি অবনী সরকার প্রয়াত হয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, ‘রবিবার বারাউনিতে ছেলের বাড়িতে অবনী ৮৬ বছরে প্রয়াত হয়েছেন। ফুটবল খেলা ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে তিনি রেফারিং করেছেন। তাঁর এক ছেলে ও মেয়ে বর্তমান।’

প্রয়াত আম্পায়ার ডিকি বার্ড

লিডস, ২৩ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেট খেলেছেন জমিয়ে। আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্ব সামলেছেন চুটিয়ে। ক্রিকেট দুনিয়ার এহেন কিংবদন্তি আম্পায়ার ডিকি

বার্ড আজ না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২। মোট ৬৬টি টেস্ট ও ৬৯টি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে আম্পায়ারের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের হয়ে কখনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেললেও ৯৩টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। ১৯৯৬ সালে লর্ডসে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচের পরই অবসর নিয়েছিলেন ডিকি। আর সেই ম্যাচেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়দের। আজ ভারতীয় সময় বিকেলের দিকে কিংবদন্তি ডিকির মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রিকেটমহলে। ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্লাবের তরফে আজ সরকারিভাবে ডিকির প্রয়াণের খবর জানানো হয়। তাঁর ছোটবেলার বন্ধু ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ব্যাটার জিওফ্রে বয়কট গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ডিকির প্রয়াণে।

ক্যারিবিয়ান সিরিজে বুমরাহ, শ্রেয়সকে নিয়ে ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মরুদেশে চলছে এশিয়া কাপের আসর। তার মধ্যেই বাজনা বাজছে ঘরের মাঠে মিশন ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

আগামী রবিবার এশিয়া কাপ ফাইনালের চারদিনের মধ্যে আহমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। আসন্ন সেই টেস্ট সিরিজের দল নির্বাচন বুধবার। আর দল নির্বাচনের আগে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য স্কোয়াড নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। যার কেন্দ্রে জসপ্রীত বুমরাহ ও শ্রেয়স আইয়ার। প্রথমজনের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা স্পষ্ট নয় এখনও। অপরজন শ্রেয়স আজ আচমকাই ভারতীয় ‘এ’ দল থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। শ্রেয়স ছিলেন দলের অধিনায়ক। ঠিক কেন তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন, স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, শ্রেয়স লাল বলের ক্রিকেট খেলতে চাইছেন না। তাঁর মূল ফোকাস সাদা বলের ক্রিকেটের দিকে। অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার পর দ্বিতীয় টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে শ্রেয়স মুম্বই ফিরে গিয়েছেন বলে খবর। তাঁর এমন মনোভাব ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তারা

দল নির্বাচন আজ

মোটেও ভালোভাবে নেননি। শ্রেয়স সরে যাওয়ার পর ভারতীয় ‘এ’ দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল।

শেষ অক্টোবর-নভেম্বরে দেশের মাটিতে শেষ টেস্ট সিরিজ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই সিরিজে অপ্রত্যাশিতভাবে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছিল ভারতীয় দল। মাঝে অনেকটা সময় পার। রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার নেতা এখন শুভমান গিল। টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য স্কোয়াড নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। ইংল্যান্ডে পাওয়া চোটের কারণে ঋষভ পন্থ নেই আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে। ফলে ধ্রুব জুরেল ও নারায়ণ জগদীশানের সামনে নিশ্চিতভাবেই সুযোগ আসতে চলেছে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে। স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরদের স্কোয়াডে থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

ব্যাটিং নিয়েও তেমন দুশ্চিন্তা নেই। অধিনায়ক শুভমানের পাশে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, রবীন্দ্র জাদেজাদের থাকাও নিশ্চিত। আহমেদাবাদ ও দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্ট। দুই মাঠেই স্পিনাররা সাহায্য পেয়ে থাকেন। তাই ঠিক কতজন জোরে বোলারকে রাখা হবে, চলছে চর্চা। এশিয়া কাপে ব্যস্ত থাকা বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হবে বলেই খবর। চোটের তালিকায় রয়েছেন আকাশ দীপও। ফলে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে অনভিজ্ঞ কাউকে নতুন বল ভাগ করে নিতে হবে। অলরাউন্ডার হিসেবে নীতীশকুমার রেড্ডিকে নিয়েও রয়েছে সংশয়। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ কি থাকবেন স্কোয়াডে? জানা গিয়েছে, অভিমন্যুর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রথম একাদশে সুযোগ মিলবে কি না, কেউ জানে না।

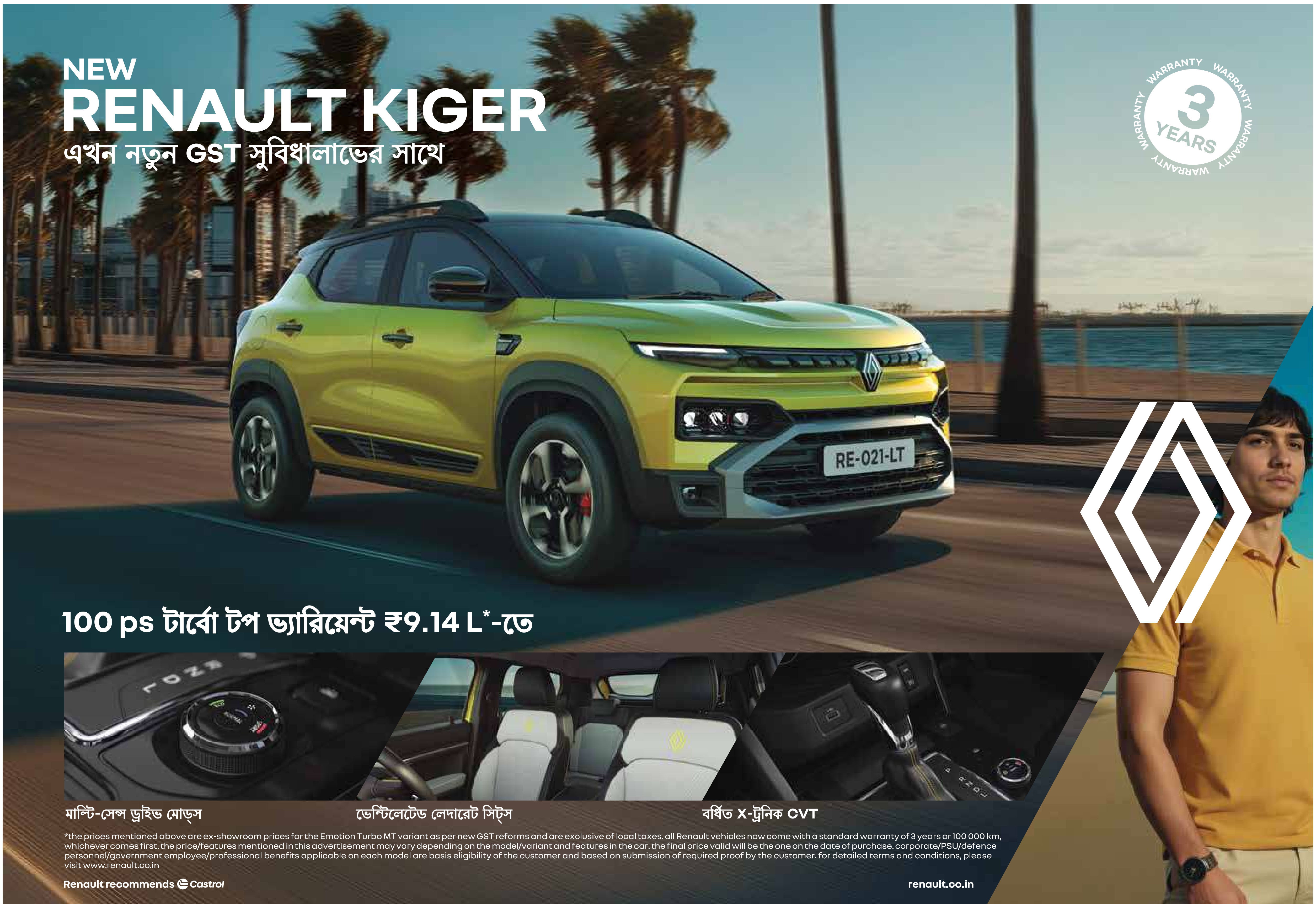

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9289937557.

MODEL	125 CF	NS 125	N160	NS 160	N250	RS200
100% GST'র লাভ	₹8 091/-*	₹9 381/-*	₹11 773/-*	₹11 993/-*	₹12 651/-*	₹16 252/-*
PF + বিমা সঞ্চয়	₹3 000/-*	₹3 400/-*	₹4 300/-*	₹4 400/-*	₹4 600/-*	₹5 800/-*
হ্যাট্রিক সঞ্চয়	₹11 091/-*	₹12 781/-*	₹16 073/-*	₹16 393/-*	₹17 251/-*	₹22 052/-*

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য। 22শে সেপ্টেম্বর 2025 থেকে হ্যাট্রিক সঞ্চয় কার্যকর। উল্লিখিত সর্বমোট সঞ্চয় হল 100% GST'র সুবিধালাভ (এক্স-শোরুম মূল্য এবং তার জন্য দেয় প্রযোজ্য আরটিও কর), শূন্য প্রসেসিং ফি এবং ক্ষয়ক্ষতির নিকট বিমা 1 বছরের জন্য (OD), এই সবকিছু থেকে সর্বমোট সঞ্চয়ের পরিমাণ। শূন্য PF এবং OD বিমায় সঞ্চয় একেক জায়গায় একেকরকম হতে পারে যা নির্ভর করছে ফাইনান্সার/বিমাকারীর ওপরে। ফাইনান্স সম্পূর্ণরূপে ফাইনান্সারের বিবেচনাধীন। বিশেষজ্ঞরা স্টান্টগুলি করেছেন, পেশাদার তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ পরিবেশে, জনসাধারণ অথবা সরকারি রাস্তা থেকে আলাদাভাবে। এই স্টান্টগুলি নকল করবেন না এবং সর্বদা ট্রাফিক ও সুরক্ষামূলক আইন মেনে চলুন।